

রেহনুমা বিনত আনিস



লেখিকা পরিচিতি

জন্ম চট্টগ্রামে, শৈশোর ঢাকায় কৈশর আবুধাবী, পরিণত বয়েসে ভারতে এবং বিয়ের পর আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসা। দীর্ঘদিন কানাডায় প্রাবাস জীবন কাটিয়ে বর্তমানে মালয়েশিয়াতে বসবাস করছেন।

আদর্শিক, উদারপন্থী এবং জ্ঞানানুসন্ধানী পরিবারে রেশমের গুটির মতো নিরাপদ ও পরিশীলিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা।

জীবনের পরবর্তী অংশে বন্ধুবান্ধব, পেশা, বিয়ে ইত্যাদির কারণে ব্যাপক সামাজিক সংস্পর্শে আসা। মূলত মুখচোরা বইপোকা। নানা রঙের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কিছু তুলে ধরার প্রয়াস এবং সমাজের নানদিক দিয়ে চিন্তাশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্যই মাঝেমধ্যে টুকটাক লেখালেখি।

ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স এবং শিক্ষকতা করলেও বিশ্বসাহিত্য এবং জ্ঞানের কোনো অঙ্গনে বিচরণে আপত্তি নেই। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব চিট্টাগাং-এ শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন

আবুধাবীস্থ ইয়াং টাইমস ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখিকা হিসেবে লেখার হাতেখড়ি। মাঝে বহুদিন পড়াশোনার মগ্ন থাকার পর মূলত ছাত্রছাত্রীদের চাপাচাপিতে লেখালেখিতে ফিরে আসা।

ইসলামের একটি মুখ্য নীতি হলো পর্দাঃ

'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও'।

(সূরা নূরঃ ৩০-৩১)

বিয়ে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিয়ে

রেহনুমা বিনত আনিস



www.pathagar.com

বিয়ে

রেহনুমা বিনত আনিস

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, (২য় তলা)
বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০
✆ ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
০২-৫৭১৬৫৫১৭

guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক:
www.rokomari.com
www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর ২০১৭

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

শব্দ বিন্যাস: মো: জহিরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ: আলেক হোসাইন

মুদ্রণ: মো: আমিনুল ইসলাম

মূল্য : ২৫০.০০

ISBN- 978-984-92959-6-9-4

Biye by Rehnuma Bint Anis, Published by
Guardian Publications, Price Tk. 250 Only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ধরুন, পাঁচজন বন্ধু একসাথে দুঘণ্টা সময় কাটালো। নিশ্চয় সেখানে হরেক রকমের আলোচনা হবে, নানা টপিক থাকবে। তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন, সেখানে অবশ্যই 'বিয়ে' ইস্যু আলোচনার এজেন্ডায় থাকবে। 'বিয়ে' ব্যতিরেকে কি আড্ডা জমে? একবার ভাবুন তো, এই জীবনে আপনার মুখ থেকে কতবার 'বিয়ে' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাচেলর জীবনের কল্পিত রোমাঞ্চ মানেই তো বিয়ে। জীবনের একটা পর্যায় পর্যন্ত বিয়ে আড্ডার ইস্যু হলেও বাস্তবতা কিন্তু আলাদা। কখনো তা ভালো লাগা আর উচ্ছাসের বাঁধ ভাঙ্গার জোয়ার, আবার কখনো তা বিচূর্ণ আয়নার টুকরো টুকরো খণ্ড।

বিয়ে জীবন চক্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিয়ের মাধ্যমেই দুজন নর-নারী পূর্ণতা লাভ করে। একইসাথে স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ববোধের নাম বিয়ে। বিয়ে তো সেই চুক্তি, যার মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা পুরুষকে একজন নারীর সাথে অতি ঘনিষ্টভাবে বসবাস, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও দৈহিক চাহিদা ভাগাভাগি করে নিতে স্বীকৃতি দেয় এবং উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

বিয়েপূর্ব ফ্যান্টাসি, বিয়ে সময়কালীন বাস্তবতা এবং বিয়ে পরবর্তী অভিজ্ঞতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। মূল সঙ্কট বিয়ের দর্শনের ভিন্নতা। অথচ বিয়ের দর্শন ও প্রাসঙ্গিকতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে ধর্মে আর প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় অনেক আগেই। বর্তমান তারুণ্যের এসবে পাত্তা দেয়ার সময় কোথায়? বস্তুবাদী দর্শনে ব্যক্তিস্বার্থই যেখানে 'পরম', সেখানে বিয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট চুক্তি, অধিকার নিয়ে বসে থাকার সময় যে নাই! সুলেখিকা রেহনুমা বিনত আনিস বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য, সঙ্কট ও বাস্তবতার এক দারুণ স্কেচ এঁকেছেন 'বিয়ে' বইয়ে। সাহিত্যের সঞ্জিবনী রস থাকছে গল্পে, সাথে থাকছে সিরিয়াস কিছু আলাপ। গল্প আর প্রবন্ধের এক দারুণ মিশেল।

বিয়ে নিয়ে তরুণ-তরুণীদের স্বপ্ন, চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সহায়ক পাঠ্য হবে 'বিয়ে' বই ইনশাআল্লাহ। সম্মানিতা লেখিকা এবং গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর পুরো টিমের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভালো থাকুন। চলুন, 'বিয়ে' বইটি পড়তে শুরু করি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

'বিয়ে' ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু ওজন অনেক ভারী। বিয়ের সাথে জড়িয়ে থাকে অনেক আশা আর স্বপ্নের রংধনু। বিয়ে কেবলমাত্র দুজন ব্যক্তির একত্রে বসবাস নয়; বরং এটি দুটি পরিবার এবং কখনো দুটি গোষ্ঠীর সম্পর্কের নির্ণায়ক। বিয়ের পরে একজন মেয়ের কাঁধে শুধুমাত্র একজন পুরুষের নয়; বরং পরিবারের সকলের হৃদয় জয় করার দায়িত্ব এসে যায়। এ দায়িত্ব পালন করা কতটা সহজ বা কঠিন হবে তা মেয়েটির নিজের সদিচ্ছার ওপর যতটা নির্ভর করে, ঠিক ততটাই নির্ভর করে নতুন পরিবারের মানুষগুলোর মনমানসিকতার ওপর। অনেক ক্ষেত্রেই নবাগতার ওপরে নতুন পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক বিরাট চাহিদা ও চাপ সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এসে এই চাহিদা ও চাপের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া মেয়েটির পক্ষে অনেক কঠিন তো বটেই, ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

শাশুড়ির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটতে পারে। শাশুড়ি হিসেবে অধিকাংশেরই পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে না। মেয়ে বিয়ে দিলে তবু কালেভদ্রে বেয়াইগোষ্ঠীকে দাওয়াত করে খাওয়ানো কিংবা খোঁজখবর নিয়েই দায়িত্ব সম্পাদন করা যায়। কিন্তু ছেলেকে বিয়ে করালে ঘরে এমন এক আগন্তুকের অনুপ্রবেশ ঘটে, যে কি না স্নেহের সন্তানকে তাঁর সাথে ভাগ করে নেবে, যার সাথে ওঠাবসা হবে প্রতিনিয়ত। এত বছরের একচ্ছত্র অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ কি একদিনে ছেড়ে দেয়া যায়? আধিপত্যবাদী চিন্তা ও হারানোর ভয় থেকে শুরু হতে পারে নানাবিধ পারিবারিক সমস্যা।

শাশুড়ি মুরুব্বী হবার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হয় তিনি বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। কিন্তু জন্মের পর থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার আতিশয্য তাঁকে অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে যা তাঁর দায়িত্বশীলতার অনুভূতিকে ছাপিয়ে যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হবার সুবাদে সুবিধাজনক অবস্থানে

www.pathagar.com

থাকেন এবং এর ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তাই বউদের কষ্ট পাবার কাহিনি যত শোনা যায়, শাশুড়িদের তত না।

তবে এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে কষ্ট পায় শাশুড়ির ছেলে, বউয়ের স্বামী। বেচারার অবস্থা হয়ে যায় 'না ঘরকা না ঘাটকা।' সে না পারে মাকে সামলাতে, না পারে বউকে বুঝাতে। শশুর সাহেব নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এখানে একটা ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন অবশ্য। কিন্তু অধিকাংশ শশুর নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রাখতে চান। নিরপেক্ষতার একটা বড় সমস্যা হলো, এটা মানুষকে চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হতে দেখেও মৌন থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই সম্পূর্ণ পরিস্থিতিতে কার্যত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরবর্তী প্রজন্ম। কেননা, বিয়ে নিছক দুজন মানুষের মাঝে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক নয়; বরং দুজনে মিলে সন্তানদের জন্য একটি ফুলের বাগান রচনা করার প্রচেষ্টা। এই বাগানের যত পরিচর্যা করা হবে, পানি দেয়া হবে, সার দেয়া হবে, আগাছা পরিষ্কার করা হবে, বাগানের ফুল ততই ভালো মানের হবে। আর বাগান যদি পড়ে থাকে অযত্নে, অবহেলায়, তাতে ঠিকমতো সার পানি দেয়া না হয়, আগাছা জন্মায়, তাহলে বাগান হবে জীর্ণশীর্ণ, পোকায় খাওয়া। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মনে করে শাশুড়িকে তার ছেলের বউকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে, সৃষ্টিকর্তা বউয়ের মাধ্যমেই শাশুড়ির পরিবারকে বর্ধিত করবেন; ঠিক যেমন করে একদিন তিনি বউ হয়ে এসে আজ শাশুড়ির ভূমিকা পালন করছেন। বউকেও চেষ্টা করতে হবে শাশুড়িকে মায়ের মর্যাদা দিতে, শাশুড়ির সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে। বুঝতে হবে স্বামীকে সে জন্ম দেয়নি, মানুষও করেনি। যে স্বামীর সাথে সে জীবন অতিবাহিত করার স্বপ্ন দেখছে, তাকে তার মা'ই আজ পর্যন্ত আগলে রেখেছে, যত্ন করে বড় করেছে। বউয়ের কৃতজ্ঞতার সবচেয়ে বড় হকদার শাশুড়ি!

পুরুষকে বুঝতে হবে মায়ের অধিকার এবং স্ত্রীর অধিকার পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। দুজনের অধিকার সংরক্ষণে একজন পুরুষকে ধৈর্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। একজনের অধিকার আদায় করতে গিয়ে আরেকজনের অধিকার ক্ষুণ্ন করার কোনো প্রয়োজন, সুযোগ বা

www.pathagar.com

যৌক্তিকতা নেই। যে পুরুষ সকলের প্রতি সুবিচার করবে, সে সংসারে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তারপরেও কিছু সমস্যা থেকে যায়, যা একজন পুরুষের পক্ষে মা ও স্ত্রীকে একসাথে সামলিয়ে সমাধান করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে শ্বশুর উদ্যোগী হয়ে অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলে সংসারে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। ঘরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তখনই গড়ে তোলা সম্ভব যখন পরিবারের সবার মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে, সম্পর্কের মাঝে আন্তরিকতা থাকে। যেকোনো পরিস্থিতিতে পরস্পরের ত্রুটিবিচ্যুতি অনুসন্ধান করার পরিবর্তে পরিবারের মঙ্গলার্থে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে এক অনুপম পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। কিছু ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা একটি পরিবারকে জান্নাতের বাগানের মতো সুখময় করতে পারে। আবার ছোট ছোট কিছু ভুল একটি পরিবারকে বানিয়ে দিতে পারে মূর্তিমান জাহান্নাম।

অভিজ্ঞতার ঝুলি এবং কল্পনার মিশেল থেকে কয়েকটি বিয়ের গল্প নিয়ে মলাটবদ্ধ হচ্ছে 'বিয়ে' গ্রন্থ। দু'একটি ব্যতীত গল্পগুলো বাস্তবে সত্য; কেবল স্থান, কাল, পাত্র পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। না, গ্রন্থে উল্লিখিত সব গল্প আমার জীবনের গল্প নয়। যে দু'একটি কল্পনা থেকে উদ্ভূত, সেগুলো আদর্শিক ও বাস্তবিক ক্ষেত্রে কেমন হতে পারত তার ওপর ভিত্তি করে লেখা। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ভুল, পরিকল্পনার কিছু ফাঁকফোঁকর, দায়িত্বশীলতার গাফলতি, বিয়ের ক্ষেত্রে বয়ে আনতে পারে মারাত্মক পরিণতি। আবার ছোটখাটো কিছু পদক্ষেপ, সামান্য কিছু বিবেচনা, একটু ছাড় দেয়ার মানসিকতা একটি সুন্দর সম্পর্কের গোড়াপত্তন করতে পারে। এই সামান্য কয়টি কথা নিয়েই এই আয়োজন।

সৃষ্টিশীলতায় হাতেখড়ি বাবার কাছে। জ্ঞানের জগতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে আমার দাদার দুই ভাইবোন 'ভালোদাদু' আর 'ছোটদাদা।' চৈত্রের খরতাপে কিংবা আষাঢ়ের বর্ষণমুখর অলস দুপুরে গৃহিণীরা যখন সুখনিদ্রার রাজ্যে, তখন মাকে দেখতাম বইয়ের জগতে হারিয়ে যেতেন। কখনো দেখতাম মা ডায়রিতে জীবনের গল্প লিখছেন, যা পরিচর্যার অভাবে ছাপার অক্ষরে আলোর মুখ দেখেনি। সব সময় মনে হয়, আমার অলস সত্ত্বার পরিশ্রমী অংশটুকু সম্ভবত মা'র কাছ থেকেই পেয়েছি।

www.pathagar.com

ছোটবেলায় 'শিশু' ম্যাগাজিন দেখে লিখতে ইচ্ছে হতো। কিন্তু প্রথম লেখা হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতের দৈনিক খালিজ টাইমসের কিশোর ম্যাগাজিন 'ইয়াং টাইমস'এ। লেখার পরিধির সাথে বাড়ে পরিচিতির পরিধি। মুখচোরা আমি প্রবেশ করি বাইরের জগতে। নিজে টাইপিং শেখা পর্যন্ত আমার প্রতিটি লেখা টাইপ এবং বানান সংশোধন করে দেয়া এবং ছাপা হওয়ার পর সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বাবা। আজও যদি তিনি এই দায়িত্ব পালন করতেন!

বড় হয়েছি দেশের বাইরে। বিদেশ থেকে ফিরে বহুদিন লেখালেখি বন্ধ ছিল। মূলত কানাডায় আসার পর ছাত্রী মায়মুনা মুসাররাত এবং পাঠক তারিক রিদওয়ানের পিড়াপিড়িতে ব্লগ জগতে প্রবেশ। জীবনসঙ্গী হাফিজ সাহেব এবং আমার মেয়ে রাদিয়া যেভাবে ঘরের কাজগুলো ভাগ করে আঞ্জাম দিয়ে আমাকে লেখালেখিতে সুযোগ করে দিয়েছে তা অভাবনীয়। এমনকী আমার ছোট ছেলেটিও লেখালেখির সময় কোনো ঝামেলা করেনি।

বাবার উৎসাহ, হাফিজ সাহেবের আগ্রহ, পাঠকবন্ধুদের অনুপ্রেরণা আমাকে লজ্জার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বইটি প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। বইয়ের কাজ হাতে নিয়ে শেষ বাঁধাটি অতিক্রম করতে সহযোগিতা করার জন্য সাইফ বরকতুল্লাহ ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ। ইসহাক খান ভাইকে ধন্যবাদ বইটিকে বাজারজাত করে সুপরিচিত করার জন্য। বইটি পুণর্বিন্যাস করে নতুন রূপে ঢেলে সাজিয়ে পুনরায় প্রকাশ করার সুযোগ দেয়ার জন্য গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি পাঠকদের হৃদয়ে এতটুকু জায়গা পেলেও প্রচেষ্টা সার্থক মনে হবে আমার।

রেহনুমা বিনত আনিস
৩০ নভেম্বর, ২০১৭

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্যাকেট না প্রোডাক্ট? ১৩
ভালো বর পেতে হলে ১৯
তুমি ছিলে গো মোর প্রার্থনায় ২১
বিয়ে একটি উত্তম বন্ধুত্ব ২৫
বিয়ে না হলে নাইবা হলো ৩৩
অনেক কিছুই আসে যায় ৩৯
প্রতিটি ফোঁড়েই জীবন ৪২
যেমন কর্ম তেমন ফল ৪৮
হঠাৎ বিয়ে ৫৪
স্বপ্নভঙ্গ ৬২
মহাকাব্য ৬৯
এপার ওপার ৭৯
প্রত্যুষের প্রত্যাশা ৮৫
মিথ্যা ৯১
আলোর দিশা ৯৮
একজন বেহেস্তী নারী ১০৫
যুদ্ধ ১১২
অমানুষ! ১২২
ব্যথা ১২৮
প্রশান্তি ১৩৫
পরিচয় ১৪৪
অনন্ত পথের সাথি ১৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্যাকেট না প্রোডাক্ট?

আপনি কি প্যাকেট দেখে জিনিস কিনেন না প্রোডাক্ট দেখে? ধরুন, আপনি নারকেল তেল কিনবেন, আপনি কি তেলের গুণগত মান দেখে কিনবেন নাকি বোতলের চেহারা দেখে? প্রশ্নটি হাস্যকর মনে হচ্ছে। অথচ এই হাস্যকর কাজটিই আমরা করে থাকি অহরহ।

বর্তমান যুগের একটি গুরুতর সমস্যা হলো বাহ্যিক সৌন্দর্যপ্রীতি। সুন্দর জিনিস সবার ভালো লাগে। ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক। এতে দোষের কিছু নেই। সমস্যা হয় তখনই, যখন কোনো কিছুর মূল্যায়নে এই সৌন্দর্যপ্রীতিই বিবেচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়ায়; যখন এর তুলনায় আর সকল বিচার-বিবেচনা চাপা পড়ে যায়।

এই অতিরিক্ত সৌন্দর্যপ্রীতির কারণে আমরা অনেক দাম দিয়ে ভেজাল পটেটো চিপ্‌স কিনে বাচ্চাদের কচি মুখে তুলে দেই, অথচ বাসায় কয়টা তাজা আলু কেটে তেলে ভেজে দেই না। অনেক দাম দিয়ে লাল টুকটুকে আপেল কিনে আনি যদিও তার ভেতরটা হয় পঁচা, পোকায় খাওয়া; অথচ আপেলের তিনগুণ পুষ্টিমানসম্পন্ন তাজা পেয়ারা অনাদরে পড়ে থাকে বাজারের ঝাঁকায়।

www.pathagar.com

খাঁটি জিনিসের মূল্যায়নের যোগ্যতা ও মানসিকতার বিলোপ এখন আর শুধুমাত্র বস্তুগত নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা বাহ্যিক দিক বিবেচনায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের কথা ভাবুন। কোনো কিছু জানার আগেই প্রশ্ন আসে, মেয়ে দেখতে কেমন এবং ছেলে কী করে?

একবার ভেবে দেখুন তো, জীবনের বন্ধুর পথে পরস্পরের হাত ধরে চড়াই-উৎরাই পাড়ি দেয়ার জন্য প্রশ্ন দুটো কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক? বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সমস্ত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, বৈবাহিক জীবনে সুখের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের ভূমিকা বড়জোর ছ'মাস থেকে একবছর। তারপরে সম্পর্ক টিকে থাকে স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলিকে কেন্দ্র করে নতুবা স্বামীর সহনশীলতা ও মানবিক গুণাবলিকে অবলম্বন করে। আপনারা কি কখনো দেখেননি পরীর মতো সুন্দরী বউকে দু'এক বছরের মাথায় মুটিয়ে যেতে, মেদবহুল চামড়া ঝুলে পড়তে? অথবা কালো বউটিকে ফর্সা সুন্দরী হয়ে যেতে? চাকরি, ব্যবসা, পয়সা হতেও দেরি নেই, যেতেও দেরি নেই। অনেক ধনী মানুষ মুহূর্তে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন– এমন উদাহরণ নিজ চোখে না দেখলেও শোনেননি বা জানেন না এমন মানুষ কমই আছে। জীবনে চলার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু শুধু পয়সা দিয়ে যদি ভালোবাসা কেনা যেত তাহলে পৃথিবীর সব ধনী ব্যক্তিরাই সুখী বিবাহিত জীবনযাপন করতেন। এটি যে সবসময় বাস্তবে ঘটে না, তার ভূরিভূরি উদাহরণ তো সকলেই জানেন। তাহলে ভাবুন আমরা কত ঠুনকো বিবেচনার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের সুখ, শান্তি, স্বস্তি, সাফল্য ও ব্যর্থতার চিন্তা করি এবং মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সন্তানদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখি!

মহান আল্লাহ বলেন,

> 'আর এর নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে। আর রূম: ২১

www.pathagar.com

তিনি আমাদের জন্য এমন সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যার মাধ্যমে আমরা শান্তি, স্বস্তি ও ভালোবাসা পেতে পারি, যা আমাদের পার্থিব জীবনকে অর্থবহ করবে এবং পারলৌকিক জীবনকে করে তুলবে সম্ভাবনাময়। এখানে পারস্পরিক বুঝাপড়া এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে দুটি হৃদয়ের মাঝে সৃষ্ট বন্ধনের সাহায্যে শান্তি পাবার কথা বলা হয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে কিছু পেতে হলে তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামের একটি মূখ্যনীতি হলো পর্দাঃ

> 'মুমিনগণকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' আন নূরঃ ৩০-৩১

এখানে আগে পুরুষদের পর্দার কথা বলা হয়েছে, অতঃপর নারীদের। ইসলাম চায় একটি মেয়ে যেন কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে বিবেচিত না হয়ে তার স্বীয় গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হবার সুযোগ পায়। স্বাভাবিক অবস্থাতেই যদি একটি মেয়েকে তার গুণ দেখে বিচার করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে ভেবে দেখুন বিয়ের ক্ষেত্রে এটি আরও কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ! পুরুষদের দৃষ্টি সংযত করার ব্যাপারে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো, পুরুষরা রঙ দেখে আকৃষ্ট হয় আর মেয়েরা আকৃতি দেখে। এই জগতে কিছু মেয়ে আছে যারা নিজ গুণের অভাব বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে ঢাকতে চায়। আমি আবার বলছি,

www.pathagar.com

'কিছু মেয়ে।' যেসব মেয়েদের গুণ আছে তারা নিজেদের সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন করে বেড়ায় না। সুতরাং পুরুষরা দৃষ্টি সংযত না করলে, বাইরের সৌন্দর্যসার মেয়েদের দেখেই মুগ্ধ হবার সম্ভাবনা বেশি। আর মহিলাদের নিজের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে বলার মূল উদ্দেশ্য তাদের এই সমস্ত চিন্তা এবং বিবেকবর্জিত পুরুষদের থেকে রক্ষা করা।

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে জানা যায়, রাসূল ﷺ বলেন–

> 'মহিলাদের চারটি জিনিস লক্ষ্য করা হয়, সম্পদ, কৌলীন্য, সৌন্দর্য এবং দীনদারী। তন্মধ্যে তোমাদের দীনদার মহিলাদের বিয়ে করা উচিত, নইলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' সহিহ বুখারী

একটি মেয়ে তখনই তার স্বামীকে সুখী করতে পারে, যখন সে তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়, তার সম্পদ ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। বছরের পর বছর এই কাজটি কেবল তখনই করা সম্ভব, যখন মানুষ মহান আল্লাহকে ভয় করে। ভালোবাসা ওঠানামা করে। তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া হলেও পরস্পরকে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কারণে ঐ সময়েও একজন মহিলা তাঁর সংসারের ক্ষতির কথা ভাবতে পারেন না। একজন ধার্মিক মহিলা নিজ গুণে না হলেও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য স্বামী, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন, স্বামীর পছন্দের সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকেন। আল্লাহ তায়ালার ভয়েই তিনি কেবল নিজেই যে ভালো থাকেন তাই নয়; বরং স্বামীকেও অন্যায় হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন।

আমার এক ভাই বলেছিল, 'আপা, আমি আমার জীবনে এমন একজন মেয়ে চাই, যে কেবল নিজেই নামায পড়বে না; বরং আমাকেও নামায পড়ার জন্য তাগিদ দেবে।' আপনারা এমন সুন্দরী বউ কি দেখেননি যার চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বামীকে ঘুষ খেতে হয়, আর তিনি স্বামীর কাঁধের ওপর পা রেখে জান্নাতে যাবার স্বপ্ন দেখেন? আমাদের চারপাশে এমন পুরুষও বিরল নন যারা নিজেরা দাড়ি-টুপি পরে সুন্দরী স্ত্রীকে প্রদর্শনীর সামগ্রীতে পরিণত করে রাখেন। এটিকে কি ভালোবাসা বা পারিবারিক সম্প্রীতি বলা যায়? সেই সৌন্দর্য দিয়ে কী লাভ যা হৃদয় পর্যন্ত বিস্তৃত নয়?

www.pathagar.com

পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূল ﷺ নসিহত করে বলেন– দরিদ্র পাত্র, ধনী পাত্র অপেক্ষা উত্তম যদি সে সৎ ও নামাযি হয়। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করবে, সে আপনাকে ভালোবেসে না হোক, অন্তত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও আপনাকে ঠকাতে পারবে না। ভেবে দেখুন, যদি আপনার স্বামী আপনাকে বাড়ি-গাড়ি সম্পদে ভাসিয়ে রেখে অন্যত্র প্রেম করে বেড়ায়, আপনি কি সুখী হবেন? অথচ অনেক দরিদ্র পরিবারেও দেখবেন বাজার থেকে বড় মাছ এনে স্বামী-স্ত্রী মিলে যখন গল্প করতে করতে কাটেন, সেখানে প্রেমের উৎসব বয়ে যায়। টাকাপয়সা দিয়ে সুখ কেনা যায় না। কারণ, চাকরি পরিবর্তন করা যায় কিন্তু চরিত্র পরিবর্তন করা যায় না। একজন ভালো স্বামী আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে সে সকল সুযোগসুবিধা দেবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। শ্বশুরবাড়ির সাথে, স্ত্রীর বন্ধুবান্ধবের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে যেন স্ত্রী খুশি থাকে। আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে সে কখনোই স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করবে না।

আজকাল দেখা যায়, পাত্র পেঁচার মতো হলেও পাত্রী চাই ফর্সা, সুন্দরী, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, নব্যরুচিশীলা, বড়লোকের কন্যা। চরিত্র ও স্বভাবের ব্যাপারটি উপেক্ষা করা হয়। অসংখ্যবার দেখেছি রীতিমতো চারিত্রিক সমস্যাগ্রস্ত মেয়েদের হটকেকের মতো বিকিয়ে যেতে। অথচ বুদ্ধিমতি, সচ্চরিত্রা, উত্তম স্বভাবসম্পন্না মেয়েদের বিয়ে হয় না।

অনেক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভাইদের জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা, আপনারা শুধু চেহারা দেখে এমন মেয়ে কী করে বিয়ে করেন যাদের এতটুকু বুদ্ধি ও ম্যাচুরিটি নেই যে, আপনি দু'ছত্র কবিতা বললে সে তা উপলব্ধি করতে পারে?' অনেকে এড়িয়ে গিয়েছেন, আবার অনেকে সততার সাথে উত্তর দিয়েছেন, 'এদের সহজে ডমিনেট করা যায়, যা বুদ্ধিমতি মেয়েদের করা যায় না।' একটি বিয়ের উদ্দেশ্য কী? সততার সাথে নিজের কাছেই উত্তর দিন। বিয়ের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত না স্বৈরাচারী তা আপনাদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম। তবে যার সাথে মনের কথা শেয়ার করা যায় না, যে আপনার সুবিধা-অসুবিধা বুঝার মতো বিবেকবুদ্ধি রাখে না, শুধুমাত্র তার চেহারা দেখে সব কষ্ট ভুলে থাকা যায় কিনা, এটা গবেষণা করার মতো বিষয়।

www.pathagar.com

একইভাবে শুধু ভালো চাকরি করে দেখে অনেক মেয়েকে এমন পাত্র বিয়ে করতে দেখেছি যার সাথে কখনোই তার মানসিক বন্ধন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। এমনই এক মহিলা বলেছিলেন, 'জানো, আমি আমার ডাক্তার স্বামীর সাথে পঞ্চাশ বছর সংসার করেছি কিন্তু একটি দিনের জন্যও সুখী হইনি।' এভাবে একমাত্র জীবনটি কাটিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনার বিষয় বটে!

যারা ইতোমধ্যে বিয়ে করেছেন, তারা সঙ্গীদের অভ্যন্তরীণ বিকাশে সহযোগিতা করে সুন্দর সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তুলুন। আর যারা এখনো বিয়ে করেননি, তারা বিয়ে করার সময় শুধু দৃষ্টি দিয়ে নয়; বরং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। এই জীবনকে স্বর্গ বা নরকে পরিণত করার সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। ভুল করবেন না।

www.pathagar.com

ভালো বর পেতে হলে...

বিয়ের পূর্বে ছেলে মেয়ে উভয়ের রুচি-পছন্দ, চিন্তা, দর্শন ইত্যাদি বিবেচনা করা ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে ছেলেরা যদিওবা তাদের চাহিদানুযায়ী মেয়ে খুঁজে নেয়ার ব্যাপারে কিঞ্চিত স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে; মেয়েদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিভাবক মেয়ের চাহিদা, প্রত্যাশা ও পছন্দের ব্যাপারটা সেভাবে আমলে নেন না। অথচ ইসলাম উভয়কে পছন্দ করার ও অপছন্দ ব্যক্ত করার অধিকার দিয়েছে। কেননা, ন্যূনতম বুঝাপড়ার মানসিকতা ব্যতিরেকে সংসার সচল রাখা সম্ভব না, সুখী হওয়া তো সুদূর-পরাহত।

শ্রদ্ধেয় বড়ভাই যখন ভালো বর পাওয়ার বুদ্ধি নিয়ে লিখতে বললেন, তখন মনে মনে হাসলাম। প্রত্যেক মানুষের দুর্বলতা জীবনের কোনো একপর্যায়ে তার কাছে ফিরে আসে। আমার কাছে ভালো বর মানে হলো, যে ব্যক্তি তার সঙ্গিনীর প্রতি বিশ্বস্ত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। দাম্পত্যসম্পর্কে অনেক কিছুই মানুষ মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই দু'টির কোনোটিতে ঘাটতি থাকলে সে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সত্যিই কঠিন। একসময় আমার ধারণা ছিল পৃথিবীতে কোনো ছেলে ভালো হয় না। তারা বিয়ে হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে চায় না। অল্পতেই নিজের সততা বিকিয়ে দেয়। আমি মন থেকে এমন কাউকে গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারতাম না, যে আমার জন্য অপেক্ষা না করে অন্য কারো প্রতি মোহাচ্ছন্ন

www.pathagar.com

হয়ে পড়েছে। আমার মনে হতো ব্যাপারটা নতুন বাড়ি আর পুরাতন বাড়ির মতো। অন্যের ব্যবহার করা বাড়িতে আমি যাব কেন? এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে এক সময় বাবা-মাকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম। অব্যাহত আলোচনার মাধ্যমে বাবা-মাকে রাজিও করে ফেলেছিলাম। একাকী জীবনের কল্পিত ভাবনাগুলোর সাথে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছি অবশ্য। উনাকে যখন বিবাহপূর্ব সংকল্পের কথা জানালাম, উনি হেসে বললেন, 'একটা ছেলে খারাপ হয় কার সাথে? একটা মেয়ের সাথেই তো! তাহলে মেয়েটা ভালো থাকে কী করে? ছেলেমেয়ে কেউ এককভাবে নয়; বরং উভয়ে সৎ থাকলে প্রত্যেকেই একজন সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ সঙ্গী পেয়ে লাভবান হতে পারে।' আসলেই তাই। জীবনে সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য এত সীমিত যে, তা দিয়ে জীবনের জটিলতাগুলো অনুধাবন পর্যন্ত করা যায় না। সমাধান তো বহু দূরের ব্যাপার।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বুদ্ধি দিয়ে তর্কে জেতা যায়; কিন্তু জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য বিশ্বাস ও সততার বিকল্প নেই। ছলচাতুরী করে হয়তো একজন বোকাসোকা ভালো মানুষের সাথে বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়; কিন্তু বিয়ের লক্ষ্য কেবল একজন ভালো সঙ্গী সংগ্রহ করাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার সাথে সুখেশান্তিতে সংসার করাই উদ্দেশ্য। বিয়ে এমন একটি সম্পর্ক যেখানে সঙ্গীর কাছ থেকে নিজের স্বরূপ লুকানোর কোনো উপায় নেই। বুদ্ধি দিয়ে একজন উত্তম সঙ্গী খুঁজে পেলেও তাঁকে ধরে রাখার একমাত্র উপায় সততা ও বিশ্বাস।

সুতরাং আমার কাছে ভালো জামাই পাবার একটি বুদ্ধিই কার্যকর মনে হয়– নিজে সৎ থাকা এবং আল্লাহ তায়ালা এই সততার প্রতিদানে একজন সৎ সঙ্গী মিলিয়ে দেবেন– এই বিশ্বাস রাখা। আমাদের নির্বাচনে ভুল থাকতে পারে, মুরুব্বীরাও ভুল করতে পারেন; কিন্তু যিনি এই বিশ্বের প্রতিপালক তিনিই কেবল এমন একজন উত্তম ও বিশ্বস্ত সঙ্গী মিলিয়ে দিতে পারেন, যার সাথে জীবনযাপন করা সহজ ও উপভোগ্য। আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি, সৎ থাকলে তিনি আমাদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচন করে দেবেন। ব্যাস, পেয়ে গেলেন আপনার ভালো বর!

www.pathagar.com

তুমি ছিলে গো মোর প্রার্থনায়

ক্যান্নেরী ডাউনটাউন মূলত ক্ষুদ্র একটি বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক এলাকা। এই অল্প জায়গাতেই বেশ কয়েকটি মসজিদ রয়েছে। প্রত্যেকটিতে প্রাত্যহিক ও জুমার নামায হয়। মসজিদগুলো বেশ প্রশস্ত হলেও ডাউনটাউনে কর্মরত মুসলিমদের সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রতি শুক্রবার মসজিদগুলোতে অন্তত দুটো করে জামায়াত হয়। এক জামায়াত শেষ হবার আগেই পরবর্তী জামায়াতের জন্য রাস্তায় মুসল্লীদের লাইন লেগে যায়। আমার অফিসের পাশের বিল্ডিংয়েই মসজিদ। এই মসজিদের খুতবা বেশ ভালো হয়ে থাকে। একদিন দোয়ার তাৎপর্য বুঝাতে খতিব সাহেব জুমার খুতবায় একটি গল্প বলছিলেন। বিয়ের গল্প। জীবন থেকে নেয়া গল্পটি অসম্ভব ভালো লেগেছিল। আরও ভালো লেগেছিল কারণ পরে এই গল্পের পাত্র-পাত্রীর সাথে দেখা হয়েছিল।

ইমাম সাহেব বললেন, একবার একজন শ্বেতাঙ্গ কানাডিয়ান ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের মূলনীতি এবং চর্চার ওপর মসজিদে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন। বিদায়বেলায় ইমাম সাহেব নও মুসলিম ভাইকে আশ্বাস দিলেন, এরপরে আর কোনো সাহায্য লাগলে তিনি সহযোগিতা করতে চেষ্টা করবেন।

তখন নতুন ভাইটি বললেন, 'আপনি আমাকে একটি বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন।'

www.pathagar.com

ইমাম সাহেব উৎসুক হয়ে বললেন, 'বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?'

নতুন ভাইটি বললেন, 'আমার একজন স্ত্রী প্রয়োজন।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আমাদের অনেক অবিবাহিতা মুসলিমা বোন আছেন। সুতরাং সমস্যা হবে না, ইনশাআল্লাহ। আপনি স্ত্রী হিসেবে কোন ধরনের মেয়ে পছন্দ করেন?'

ভাইটি বললেন, 'আমি একজন কুরআনে হাফেযাকে বিয়ে করতে চাই; যেন তিনি আমাকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে সহযোগিতা করতে পারেন।'

ইমাম সাহেব মনে মনে ভাবলেন, 'একজন শ্বেতাঙ্গ নওমুসলিমকে এমন মেয়ে কেন বিয়ে করবে, যে কুরআনে হাফেযা?' কিন্তু তিনি সেটা প্রকাশ না করে বললেন, 'আপনার আর কোনো পছন্দ-অপছন্দ আছে কী?'

তখন ভাইটি জানালেন তিনি একজন আরবি মেয়ে বিয়ে করতে ইচ্ছুক; যেন স্ত্রীর কাছে আরবি শিখে তিনি কুরআনকে এর মূল ভাষায় বুঝতে পারেন।

ইমাম সাহেব মুখে কিছু না বললেও মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। একজন শ্বেতাঙ্গ নওমুসলিমের জন্য এমন মেয়ে জোগাড় করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি ভাইটিকে নিরাশ করতে চাইলেন না। তাই খুঁজবেন বলে আশ্বাস দিয়ে বিদায় জানালেন।

এর এক সপ্তাহ পর ভাইটির সাথে ইমাম সাহেবের দেখা হলো। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন তাঁকে কি বলা যায়। কিন্তু ইমাম সাহেব এ বিষয়ে কথা বলার আগেই ভাইটি সুখবর জানালেন, তিনি বিয়ে করেছেন। ইমাম সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে বিয়ে হলো, মেয়ে কেমন ইত্যাদি। নতুন ভাইটির জবাব শুনে ইমাম সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বিয়ে করেছেন যাকে, তিনি কুরআনে হাফেযা, আরবিভাষী। ইমাম সাহেব তাঁকে ধরলেন, এই অসাধ্য কিভাবে সাধন হলো? তখন তিনি জানালেন, ইসলাম গ্রহণ করার আগে থেকেই তিনি শয়নে-স্বপনে, জাগরণে আল্লাহর কাছে এমন একজন সঙ্গিনীর জন্য দোয়া করতেন, যে আল্লাহর পথে তাঁর সাথি হবে। তখনই তিনি অনুভব করেন এমন মেয়েই তাঁর প্রয়োজন, যে তাঁকে কুরআনের অর্থ বুঝতে সহায়তা·

www.pathagar.com

করবে। যেন তিনি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারেন। দিনের ব্যস্ততায়, অবসরে, রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, প্রতিটি মুহূর্তে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এমন একজন সঙ্গিনীর জন্য প্রার্থনা করতেন। ইসলাম কবুল করার দিন কয়েকের ভেতর আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই দোয়া কবুল করেন। এমন একজন মেয়ে পাওয়া গেল, যে একজন নওমুসলিমকে পথ দেখাতে আগ্রহী। এমন পরিবারও পাওয়া গেল, যারা একজন সাধারণ নওমুসলিমকে নিজেদের পরিবারের অংশ হিসেবে কবুল করে নিতে ইচ্ছুক।

এর কিছুদিন পর 'ওয়ান উম্মাহ কনফারেন্সে' এই দম্পতির সাথে আমাদের পরিচয় হয়। ভাইটি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারেন, নও-মুসলিমদের ইসলাম শিক্ষার জন্য কতখানি সাহায্য প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে তিনি ও তাঁর স্ত্রী মিলে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে নও-মুসলিমদের প্রশিক্ষণ, মানসিক ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। যারা নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করে, তারা অধিকাংশই সামাজিক, পারিবারিক এবং অন্যান্য অনেক দিক থেকে নিগ্রহের শিকার হয়ে থাকে। আমরা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থাকে যেকোনো প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি বলে জানালাম। তখন আমরা বাচ্চাদের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছিলাম। তাঁদের অনুরোধ করলাম সেখানে ভাইটির ইসলাম গ্রহণের কাহিনি বর্ণনা করতে।

এর একমাস পর তাঁরা আমাদের বাসায় আসেন। ষাটজন বাচ্চার সামনে ভাইটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনি, কার্যকারণ, ফলাফল ও অনুভূতি তুলে ধরেন। একপর্যায়ে উঠতি ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেন, তিনি যখন অমুসলিম ছিলেন তখনো তিনি সামাজিক গড্ডালিকা প্রবাহে না ভেসে নিজের সততা ও নৈতিকতা বজায় রেখে পথ চলতেন। তাঁর কখনোই কোনো গার্লফ্রেন্ড ছিল না; বরং তিনি নানাবিধ সমাজসেবা ও সচেতনতামূলক কাজের সাথে নিজেকে জড়িত রাখতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা এবং কল্যাণকর উদ্যোগসমূহে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন এবং সত্য পথ অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত করেন। আল্লাহ তায়ালা হয়তো এ জন্যেই তাকে আলোর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের

www.pathagar.com

পূর্বের ভালো অভ্যাসগুলোর সুফল তিনি ইসলামে প্রবেশের পর হাতেনাতে পেতে শুরু করেন। তাঁর স্ত্রী নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। পরিতৃপ্তির সাথে তিনি উপস্থিত শিশুকিশোরদের বলেন, তাঁর স্বামী পূর্বে অন্য কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন না। তিনি এমন একজনের স্ত্রী, যিনি বিয়ের আগে ও পরে উভয় অবস্থাতেই তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা এই সমাজে নিজেদের সততা বজায় রাখতে হিমশিম খায়, তারা এই বক্তব্যে উজ্জীবিত হলো। বুঝতে পারল, সবুরে মেওয়া ফলে; অতীব মিষ্ট এবং প্রাচুর্যময় মেওয়া।

সুতরাং যাঁরা উত্তম সঙ্গী চান, তাঁদের অব্যাহত দোয়া করার কোনো বিকল্প নেই। কারণ শ্রেষ্ঠ নির্বাচক তো তিনিই, যিনি আমাদের পরস্পরকে সৃষ্টি করেছেন জুটি হিসেবে। পাশাপাশি বিশ্বস্ততা কেবল বিয়ের পরেই নয়, বিয়ের আগেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। মানসিক, শারীরিক, চারিত্রিক সকল দিক থেকেই নিজেকে সংরক্ষণ করতে হবে। নইলে আমরা এমন একজনের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারি, যে আদতেই আমাদের উপযুক্ত সঙ্গী নয়। ফলশ্রুতিতে বিয়ের পর বাকি জীবন কেটে যেতে পারে হা-হুতাশ এবং না পাওয়ার বেদনা নিয়ে। বিয়ের ব্যাপারে এমন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হলে আমরাও পেতে পারি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই উত্তম সঙ্গী। তবে আমাদের প্রাপ্তি নির্ভর করে আমাদের প্রচেষ্টা, সততা ও নিয়তের শুদ্ধতার ওপর।

www.pathagar.com

বিয়ে একটি উত্তম বন্ধুত্ব

নব্বইয়ের দশকে বিটিভিতে 'ওশিন' নামে একটি জনপ্রিয় জাপানী সিরিয়াল প্রচারিত হতো। বান্ধবীরা প্রায়ই এই সিরিয়ালের বিভিন্ন এপিসোড নিয়ে আলাপ করতাম। একসময় 'ওশিন' এমন এক নির্জন জায়গায় গিয়ে চাষবাস করতে শুরু করল, যেখানে মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য স্কুলশিক্ষক ছাড়া আর কোনো উপযুক্ত পুরুষ নেই। সে আর কোনো উপায় না দেখে মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্কুলশিক্ষকের কাছে বিয়ে দিয়ে দিল। একটি সন্তান হওয়ার পর মেয়েটির এমন একজনের সাথে পরিচয় হয়, যাকে তার মন থেকে পছন্দ হয়। বেশ কিছুদিন চিন্তা-ভাবনা করার পর সে সিদ্ধান্ত নেয়, শিক্ষক স্বামীকে ছেড়ে সে ঐ লোকের সাথে সংসার করবে। ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মধ্যে এমনভাবে তোলপাড় সৃষ্টি হয়, যেন আমাদের পরিচিত কেউ এমনটা করে বসেছে!

আমার কোনো বোন নেই। ভাইদের সাথে বড় হওয়াতেই কিনা জানি না, আমার স্বাভাবিক মেয়েলি বিষয়গুলোতে খুব একটা আগ্রহ ছিল না কখনো। বাস্তবজীবনের চেয়ে বইপত্রের সাথে সম্পর্ক ছিল বেশি। তাই বিয়ে বিষয়ে ধারণা ছিল 'সিন্ড্রেলা' মার্কা গল্পে যা লেখা থাকে, ঠিক তেমন। কোনোপ্রকারে একবার বিয়ে হয়ে গেলেই 'Happily ever after'! অধিকাংশ মেয়েদের মধ্যেই এই ধরনের ভুল ধারণা কাজ করে। কারণ, রূপকথার বইগুলো কোনোভাবেই আমাদের জীবনের বাস্তবতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে না। তাই ওশিনের মেয়ের কাণ্ডে বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুষড়ে পড়েছিলাম আমি, 'এমনটা তো হওয়ার কথা না'!

www.pathagar.com

তখন দার্শনিক বান্ধবী শিমু আমাকে খুব ভালো একটা ব্যাখ্যা দিল। সে বলল, 'ইসলামে বিয়ের বিধানের ওপর এত গুরুত্ব দেয়ার একটা অন্যতম কারণ হলো, চরিত্র সংরক্ষণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আমাদের সমাজে আমরা ইসলামের বিধানের চেয়েও আঞ্চলিকভাবে যা চলে এসেছে, তাকে বেশি গুরুত্ব দেই। মানুষ কি বলবে তা ভেবে বেশি চিন্তিত হই। তাই দেখা যায়, লোকে কি বলবে ভেবে অনেকে বছরের পর বছর এমন একজনের সাথে আপাতদৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখে, যেখানে একজনের সাথে আরেকজনের আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকে না। দুজন মানুষ একই বাড়িতে থাকে, একসাথে খায়, ঘুরাঘুরি করে, কিন্তু একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারে না। কেউ কেউ সন্তানদের কথা ভেবে নিজেকে বঞ্চিত করে, চালিয়ে যায় সুখে থাকার নাটক। যারা অতোটা দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন নয়, তারা ডুবে যায় ব্যভিচার বা অনৈতিক কার্যকলাপের আবর্তে। সেক্ষেত্রে তো বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে! তার চেয়ে কি এটা ভালো নয় যে, তারা যেভাবে নিজেদের চরিত্র সংরক্ষণ করতে পারবে সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেবে? তার মানে এই নয় যে, তারা যে বৈবাহিক সম্পর্কে আছে তাকে সহজভাবে নেবে; বরং তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দেখবে, এই সম্পর্ক কার্যকর করা যায় কিনা, তারপরও ব্যর্থ হলে তবেই কেবল আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে।

এটা খুবই বেদনাদায়ক অবস্থা যদি বিয়ের পরে সামগ্রিক বিবেচনায় উপলব্ধি হয়, এই মানুষটি নির্বাচন করা সঠিক হয়নি। সঠিক মানুষটি রয়েছে হাতের নাগালেই, কিন্তু সমাজের কথা ভেবে সেদিকেও এগোনো যাচ্ছে না। ইসলামের উদ্দেশ্য মানুষের জীবনে শাস্তি বয়ে আনা, কষ্ট বৃদ্ধি করা নয়। সেজন্যই প্রয়োজন অনুযায়ী তালাকের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু এই সুযোগের যথেচ্ছাচার রোধ করার জন্য বিয়ের আগে ও পরে, জীবনের সর্বাবস্থায় পর্দার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু অবিবাহিত ব্যক্তির শাস্তি অপেক্ষাকৃত কম। কেন? কারণ অবিবাহিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সংযমের অভাবের কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু বিবাহিত নারী-পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনই মূল কারণ। পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে; যদিও আল্লাহ তায়ালা বলেন, এক বিয়েই তাঁর কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং একাধিক

www.pathagar.com

বিয়ের শর্ত এত কঠিন করে দেয়া হয়েছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই ভয় পাবে। কিন্তু এই অনুমতির পেছনে উদ্দেশ্য এই যে, যদি এই দুর্ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে ব্যভিচারের পরিবর্তে সঠিক পথটিই যেন মানুষ বেছে নেয়।

'সুতরাং আমাদের সবসময় মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিৎ, যেন তিনি আমাদের এমন সঙ্গী মিলিয়ে দেন, যার সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ঐ সাত ব্যক্তির একজনের মতো যাঁরা কেয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া পাবে; যখন বারোটি সূর্য ঠিক মাথার ওপর অবস্থান করবে। আল্লাহ যেন আমাদের জন্য বৈবাহিক জীবন এবং দায়িত্ব সহজ ও আনন্দময় করে দেন, যেন ইসলামের ওপর মজবুতভাবে অটল থাকা এবং চরিত্র সংরক্ষণ করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।'

শিমুর কথায় আমার শুধু ভুল ধারণার অপনোদন হলো না; একই সাথে আমি বুঝতে পারলাম, আমরা অনেক ফালতু ব্যাপারে দোয়া করতে করতে অস্থির হয়ে যাই। অথচ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চাইতে ভুলে যাই। মজার ব্যাপার হলো, শিক্ষকতাকালীন আমি যখন ছাত্রীদের বলতাম সঠিক বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে মহান আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করতে, তখন তারা খুব লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলত, 'এটা কী বললেন ম্যাডাম? এরকম লজ্জাজনক বিষয়ে কি আল্লাহকে বলা যায়?' অথচ ভুড়ি ভুড়ি ছেলেমেয়ে দেখেছি, যারা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে আর সেই প্রেমে সাফল্য লাভের জন্য আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে মহাবিশ্ব ফেঁড়ে ফেলার জোগাড়!

তাদের একজনকে বলেছিলাম, 'তুমি আল্লাহকে বল, যেটা তোমার জন্য ভালো হবে, আল্লাহ যেন সেটাই তোমাকে দেন। নিজে নির্দিষ্ট করে দিও না, তুমি কি চাও। কারণ আমরা কেউ জানি না আমরা যা চাই, তাতে ভালো আছে না মন্দ।' কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। শেষমেশ বহুবছর পর, বহু নিশীথ রজনী অশ্রুব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করার পর আচমকা কীভাবে যেন সব বাঁধা পরিষ্কার হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে তার পছন্দের মানুষের জীবনের সাথে মিলিয়ে দিলেন। সে এখনো প্রতিরাতে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদে, 'আমি না হয় ভুল করে ভুল মানুষকে চেয়েছি; কিন্তু তুমি কেন আমায় তা দিলে আল্লাহ?'

www.pathagar.com

আরেক বার এক ভাইয়ের বউ হঠাৎ করেই মারা গেলেন। বাচ্চাদের নিয়ে বেচারা হিমশিম খাচ্ছেন। ভাইয়ের বয়স খুব বেশি না। আমরা বললাম, কত বিধবা মেয়ে আছে যাদের কোনো অভিভাবক নেই, তাদের একজনকে যদি উনি বিয়ে করেন, তাহলে দুজনেরই উপকার হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর কেউ একজন মারা গেলে অন্যজনের সব প্রয়োজন ও চাহিদা তো আর অদৃশ্য হয়ে যায় না! সংসার চালাতে হবে। সন্তানদের দেখাশোনা করতে হবে। জৈবিক চাহিদাকেও অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। একজনের জীবনাবসান হয়েছে বলে তো আরেকজন জীবিত মানুষের জীবনের ইতি টেনে দেয়া যায় না। এর মানে এই নয় যে, তাদের সম্পর্কে কোনো ঘাটতি ছিল; বরং কেউ যদি কারো ব্যাপারে সত্যিই ভাবে, তাহলে সে চাইবে তার মৃত্যুর পরও সঙ্গীর জীবন কুসুমাস্তীর্ণ হোক। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বৈরাগ্যবাদী দর্শনের বিপরীতে সামাজিক দর্শনকে মনোনীত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে পৃথিবীতে সর্বোত্তম উপায়ে পরিচালনা করতে চান। কিন্তু আত্মীয়স্বজনরা অনেক সময় ইসলামের তোয়াক্কা না করে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে চিন্তা করেন। বিধবা বা মৃতদার বিয়ে করবেন, এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। আমার এক বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'আত্মীয়স্বজনরা বরং এটাই ভালো মনে করেন যাদের স্বামী অথবা স্ত্রী মারা গেছেন তারা অবৈধ কিছু করুক। ওটা তো আর লোকে দেখতে পাবে না। কিন্তু বৈধ উপায়ে বিয়ে করলে যে লোকে ছি ছি করবে, সেটা তারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজি নন।'

আমাদের সমাজে হয়তো অভাব অথবা লোভ থেকে আরেকটি অস্বাভাবিক সংস্কৃতি চালু হয়েছে। বিয়ে করে বউ রেখে বছরের পর বছর বিদেশ থাকা। কেউ টাকার প্রয়োজনে, কেউ নাগরিকত্বের স্বপ্নে, কেউ একটা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে, কেউ পরিবারের প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করে। আবার অনেকে বাড়িতে বউ রেখে নিজ দেশেই কোনো শহরে পড়ে থাকেন মাসের পর মাস। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনের পরিচ্ছদস্বরূপ। পোশাক যেভাবে আমাদের শীত-গ্রীষ্ম, রোদ-বৃষ্টি, পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করে; আমাদের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, অসৌন্দর্য ঢেকে রাখে; স্বামী-স্ত্রীও একজন

www.pathagar.com

আরেকজনকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, পারস্পরিক আলাপ-পরামর্শক্রমে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে পরস্পরকে পরিপূর্ণ করবে। কিন্তু দুজন যদি বছরের পর বছর পরস্পরকে না দেখে; শুধুমাত্র মুঠোফোনে কথা বলে, আকাশ-পাতাল কল্পনা করে কি চরিত্র সংরক্ষণ করা যায়?

এর ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজে পরকীয়াসহ নানাধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। মানুষ তাদের প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আবার এই অবৈধ কার্যকলাপ ঢাকতে গিয়ে আরও বড় ধরনের পাপে জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রবাসীরাও যে সবসময় নিরাপদ থাকেন, ব্যাপারটা তেমন নয়। বিদেশের মাটিতে মানুষের মন প্রায়শই খারাপ থাকে। তখন প্রলোভন থেকে নিজেকে বিরত রাখা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকেই পা পিছলে পড়ে যান পঙ্কিলতার পিচ্ছিল পথে।

এই ধরনের সামাজিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য হযরত উমর ﵁ মুসলিম সৈনিকদের জন্য প্রতি চার মাসে বাড়ি ফিরে আসা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। আমাদের ভাইদের কজন প্রতি চার মাস অন্তর স্ত্রীর সাথে সময় কাটাতে আসেন বা আসতে পারেন? পরিবারের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেকেই নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাধ-আহ্লাদ কুরবানী করে দেন বছরের পর বছর। কিন্তু তাদের আত্মীয়স্বজন মনে করেন, বিদেশে তো টাকা আকাশে-বাতাসে ওড়ে; তার কাছে নিশ্চয় আরও টাকা আছে; কিন্তু আমাদের দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসা কঠিন বৈ কি! আর দেশে যারা দূরে থেকে কাজ করেন তাদের স্ত্রীদের অনেক সময় মা-বাবা আসতে দেন না। তারা হয়তো এমনটি মনে করেন যে, বউ ছেলের কাছে গেলে ছেলে আর বাড়িতে টাকা পাঠাবে না। তাই দেশে থেকেও তারা চরিত্র সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত!

পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে আজকাল আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক মহিলা সংসারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও কাজ করছেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক কাঠামো এখনো তাদের এই উভয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। কাজের লোকের সাহায্য ছাড়া সংসার চালানোর মতো গৃহ, রান্নাঘর, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পারিবারিক কাঠামো, বাচ্চাদের

www.pathagar.com

জন্য সুব্যবস্থা এখনো সুদূরপরাহত। অনেক মহিলাই কাজ করেন পুরুষপরিবেষ্টিত পরিমণ্ডলে; যেখানে নারী বলেই তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। অনেকেই সারাদিন এ ধরনের কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে একটু শান্তির আশায় ঘরে ফেরেন। কিন্তু অধিকাংশ মহিলা যৌথ পরিবারে থাকেন বিধায় ঘরে ফিরেও পারিবারিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি মিলে না। শাশুড়ি কেন্দ্রিক পরিবারে শাশুড়ি বিবেকবতী না হলে মহিলাদের চব্বিশ ঘণ্টাই কাটে এক দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে। তদুপরি স্বামীও যদি তাদের সময় ও সাহচর্য না দেন, যেটা যৌথ পরিবারে অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না; তখন তাদের পথ হারানোর সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। এটা শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয়; যে পুরুষ সারাদিন চাকরি করে বাড়ি ফিরে দেখেন বউ শ্বশুর-শাশুড়ির সেবায় নিয়োজিত সম্পূর্ণ সময়, তাঁর সাথে দু'দণ্ড বসে কথা বলারও সময় নেই স্ত্রীর, তিনিও একইভাবে পথ হারাতে পারেন।

একবার এক ছাত্রী কথা প্রসঙ্গে বলছিল, 'আমি ইউনিভার্সিটি আসি বলে সবদিন সকালে বাসার সবার জন্য নাস্তা বানাতে পারি না। তাই শাশুড়ি আমাকে নাস্তা খেতে দেন না। আমি এখন পাঁচমাসের প্রেগন্যান্ট। প্রতিদিন খালিপেটে ক্লাসে এসে বমি করি। বাসায় গিয়ে রান্না করতে পারলে খাবার জোটে নতুবা নয়। আমার শাশুড়ির যদি ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকত তাহলে কি উনি এরকম করতে পারতেন?'

সে যে বর্ণনা দিল তাতে আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে শুরু করল। যে মহিলা তার হবু নাতি বা নাতনীর মায়ের সাথে এমন আচরণ করছেন, তিনি কি বুঝতে পারছেন মেয়েটিকে তিনি ধীরে ধীরে কি বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন? ন্যূনতম মানবতাবঞ্চিত এই মেয়েটি যদি কারো কাছ থেকে সামান্য মানবিক ব্যবহার পায়, তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এভাবে অনেকে অন্যের হাত ধরে পালায়। এমতাবস্থায় তাকে কি খুব দোষ দেয়া যাবে? এরকম মানসিক তোলপাড়ের মধ্যে ভুল সিদ্ধান্তের দিকেই পা বাড়ানোর ঝুঁকি বাড়ে। তার স্বামী কি ধরেই নিয়েছেন যে, এক টুকরো কাগজে দুজনে সই করেছে বলে তিনি এবং তাঁর পরিবারের সকলে এই মেয়েটির সাথে এমন অমানবিক আচরণ করতে পারেন? অথচ সে তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকতে বাধ্য?

www.pathagar.com

এক বন্ধুকে একবার বলেছিলাম, 'ভাই, আপনি এত ভালোমানুষ, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশনে চাকরি করেন। অথচ একটা মেয়েকে নিয়ে আপনাকে অনেকেই ঘুরতে দেখেছে। আপনি তাকে বিয়ে করুন বা বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কিন্তু আপনি যা করছেন তা অন্যায় সেটা আপনিও জানেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা, আপনার মতো একজন অসাধারণ মানুষ যখন এই কাজটা করছেন তখন অন্যদের আমরা আর কিছু বলতে পারছি না, যাদের বলা প্রয়োজন।'

উনি কিছুক্ষণ কীভাবে বুঝিয়ে বলবেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের বাড়িতে সব ভাইবোন পালিয়ে বিয়ে করেছে! কারণ আমাদের মা-বাবা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা নানাধরনের বাহানা দিয়ে আমাদের সময়মতো বিয়ের ব্যবস্থা করেন না। আমি একটু-আধটু ইসলাম বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। তাতে লাভ হয়েছে এই যে, আমি পালাইনি। মা-বাবার সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছি। বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি। বোনদের বিয়ে দিয়েছি। টাকাপয়সা দিচ্ছি প্রতি মাসে। কিন্তু তারা আমাকে বিয়ে করাতে রাজি নন। যদি বিয়ের পর এভাবে ওদের জন্য খরচ করতে না পারি! আমার চল্লিশ হতে খুব একটা দেরি নেই। আর চল্লিশের পর আমার আর বিয়ে করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু মা-বাবাকে কে বুঝাবে? আমি এখন আমার 'ভুলের' মাসুল দিচ্ছি। দুনিয়াতেও গুনাহ কামাচ্ছি, আখেরাতেও এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ তো গেল আমার মা-বাবার কথা। যে মেয়ে আমার পছন্দ তাকে বললাম, 'চল আমরা ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান করে বিয়ে করে ফেলি।' সে তখন বেঁকে বসল। কমপক্ষে দশ ভরি গহনা আর বড় অনুষ্ঠান না করলে সে বিয়েই করবে না। আপনি তো স্বর্ণের দাম জানেন নিশ্চয়। বলেন তো আরও কত বছর চাকরি করলে আমার দশ ভরি স্বর্ণ কেনার সামর্থ্য হবে?'

ছোটবেলায় এক ভদ্র মহিলার কথা শুনেছিলাম, যিনি তার বড় বোনকে তালাক করিয়ে, বোনের সেই স্বামীকে বিয়ে করেছিলেন। বাংলাদেশে ফেরার পর এক পরিবারের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে। পরে জানতে পারলাম, এই সেই পরিবার যার কথা আবুধাবীতে বসে শুনেছিলাম। একদিন উনার বাবার সাথে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, বড়বোন স্বামীকে দিয়ে ছোটবোনের আনা-নেয়া থেকে শুরু করে সব কাজ করাতেন। অথচ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই সম্পর্কগুলো থেকে ততটাই সাবধানতা

www.pathagar.com

অবলম্বন করতে, যেভাবে আগুন থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে পর্দা বজায় রাখা অনেক কঠিন। সেহেতু এখানে সাবধানতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়, শ্যালিকা বা দেবরদের সাথে দুলাভাই ভাবীদের আজেবাজে দুষ্টুমি করতে, পাশে বসতে বা গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে! এই বিষয়ে কেউ কিছু বললে আমরা খুব রেগে যাই বা অপমানিত বোধ করি। আমরা মনে করি, এই বিষয়ে এভাবে ভাবাটা নোংরা মানসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু এই কথাটা আমাদের মাথায় খেলে না যে, আমরা সবাই মানুষ। তাই কেউ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নই। আপনজনদের নিরাপত্তার জন্য এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করাটাই শ্রেয়। কারণ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন সৃষ্টবস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে।

বিয়ে কেবল একটা মৌখিক সম্মতি, এক টুকরো কাগজ, একটা সামাজিক অনুষ্ঠান; যতক্ষণ না এই সম্পর্কে জড়িত উভয় ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং এই সম্পর্ককে স্থায়ী করার জন্য বুঝেশুনে অগ্রসর হয়। নাটক-সিনেমা দেখে আমাদের একটা ধারণা হয়ে যায়, বিয়ে হলো সব সমস্যার শেষ আর সকল সুখের শুরু। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। বিয়ে করার চেয়ে বিয়ে টিকিয়ে রাখা অনেক বেশি পরিশ্রমসাধ্য।

ব্যাপারটা এমনও নয় যে, দেখতে ভালো হলে, সুন্দর জামাকাপড়, গহনা ও মেকাপ পরে সেজেগুজে থাকলেই বিয়ে সুখের হয়। দুজন মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ ও পৃথক পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে এসে 'Happily ever after' টিকে যাওয়া এতটা সহজ নয়। এর জন্য দুজনকেই প্রতিদিন, প্রতিটা মুহূর্ত একে অপরকে বুঝার চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করতে হয় পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধা, রুচি-পছন্দ জানার, তাকে সম্মান করার ও পরস্পরের পরিবারকে আপন করে নেয়ার। এর জন্য উভয়ের উভয়কে আলাপ-আলোচনা কিংবা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সহযোগিতা করা আবশ্যক। সবচেয়ে বড় কথা প্রেম সম্পর্কে নাটক-সিনেমার বানোয়াট ধারণা ঝেড়ে ফেলে সবার আগে বুঝতে হবে বিয়ে একটি খুব ভালো বন্ধুত্ব। যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সম্প্রীতি আর সম্মানের মজবুত ভিত্তির ওপর, যা পাকা চুল আর ঝুলে পড়া চামড়ায় পরিবর্তিত হয়ে যায় না।

www.pathagar.com

বিয়ে না হলে নাইবা হলো

ছোটবেলায় আমাদের কাছে বিয়ে মানেই ছিল শামিয়ানা টাঙ্গানো বিয়েবাড়ি, লাল শাড়ি পরা কাঁদোকাঁদো বউ, লজ্জা লজ্জা চেহারায় চুপটি করে মুখে রুমাল দিয়ে বসে থাকা বর, মজার মজার খাবার আর ছুটোছুটি করার অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু বড় হতে হতে, বড়দের অদ্ভুত আচরণ দেখতে দেখতে, পৃথিবীটা একটু একটু করে বিস্বাদ লাগতে লাগতে একসময় মনে হলো, এখানে কোনোকিছুই দেখতে যেমন, আসলে তেমন নয়। ছোটবেলায় বিয়েটাকে যেমন সহজ আর সুন্দর মনে হতো, বড় হয়ে দেখি এটা অনেকের কাছে একটা ভালো লাভজনক ব্যবসা।

তখন থেকে বিয়ের ওপর আস্থাই উঠে গেল। আমার সেলফ রিয়ালাইজেশন খুব ভালো। তাই আমার জন্য যখন প্রস্তাব আসা শুরু করল, তখন আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম, 'আচ্ছা, ওরা কেন আমার ব্যাপারে আগ্রহী হবে? আমি এখনও একজন ছাত্রী যার তেমন কোনো যোগ্যতা নেই, দেখতেও ভালো না, তেমন কাজকর্মও পারি না। তাহলে ওরা কী দেখে আমার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে? আমাকে দেখে? নিশ্চয় নয়!

সিদ্ধান্ত নিলাম, বিয়ে করব না। বাবাকে বললাম, 'আমার সাথে থাকার জন্য যে টাকাটা তুমি আরেকটা ছেলেকে দেবে, সে টাকাটা দিয়ে বরং আমাকে একটা ফ্ল্যাট আর একটা দোকান কিনে দাও। আরেকজনকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ: বরং আমি নিজেই এগুলো দিয়ে চলতে পারব।'

www.pathagar.com

যখন সেই আমিই একটা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম, তখন সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। অবশ্য পরে ওরা বুঝতে পারল, যখন দেখা গেল সেই ভদ্রলোক শুধু বলেই ক্ষান্ত দেননি, 'আমি কিছু চাই না'; বরং সত্যি সত্যি উনি কোনো কিছু না নিয়ে প্রমাণ করলেন যে, আসলেই উনি কিছু চান না। অনেক ছেলেই বলে, 'আমি কিছুই চাই না, দোয়াই কাম্য।' কিন্তু কার্যত যারা কিছু চায় তাদের চাহিদা তো পূরণ করা যায়; যারা কিছু চায় না, অনেক সময় দেখা যায়, তাদের যাই দেয়া হোক না কেন, আগ্রহের সাথে নিতে থাকে। তারা কখনো একটিবারের জন্যও বলে না, 'ব্যাস, এতেই চলবে।'

আমার পরিচিতাদের মাঝে কাউকে কাউকে দেখে খুব কষ্ট লাগে যখন দেখি তারা বিয়ের ব্যাপারে এত অন্ধভাবে এগিয়ে যায় যে, লক্ষ্যবস্তু ব্যতীত আর কিছুই তাদের নজরে আসে না। আমাদের এক বান্ধবী, অসম্ভব সুন্দরী, বহু প্রস্তাব যাচাই বাচাই করার পরে এক ইউনিভার্সিটির লেকচারারকে পছন্দ করল। আমরা সবাই ওর জন্য উৎফুল্ল হলাম। কিন্তু কদিন পর শুনলাম ওর বাবা উনার একমাত্র প্রপার্টিটা বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। আমরা সবাই ওকে বললাম, 'তোমার তো ছেলের সাথে কথা হয়, কথায় কথায় একদিন তাকে বলো কিভাবে তোমার বাবা তোমাকে বিয়ে দিচ্ছেন। উনার প্রপার্টিতে তো তোমার ভাইদেরও হক আছে। তুমি কেন নিজের স্বার্থে তাদের বঞ্চিত করবে? তুমি তোমার হবু বরকে বুঝাও যে, তুমি একজন চাকরিজীবী মেয়ে। নিজেই ভালো ইনকাম কর। তাছাড়া উনিও একজন শিক্ষিত লোক, ভালো চাকরি করেন। তোমার বাবার ব্যাপারে কন্সিডার করলে আল্লাহ তোমাদের বরকত দেবেন।'

সে ভীষণ গাল ফুলিয়ে অভিমান করে বলল, 'আমি এখন কিছুই বলব না, বিয়ের পর আমি সব বলব।'

আমরা সবাই ওর কথা শুনে হতবাক! বিয়ের পর বললে লাভ কী? তখন ওর বাবার প্রপার্টি কি ফেরত আসবে, না ওরা যা যা নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেবে?

আরেক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছিল জয়েন্ট ফ্যামিলিতে। সে একদিন অহঙ্কার করে বুঝাচ্ছিলো ওর বিয়ের সময় ওর মা-বাবা কিছুই দেননি। কিন্তু যখন

www.pathagar.com

কয়েক বছর পর সে শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেল, তখন ওঁরা ওর বাসার ফার্নিচার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দিয়েছেন। আমি আমার স্বল্পজ্ঞানে বুঝতে পারলাম না, এর মাধ্যমে ওর মা-বাবা কী বুঝালেন? উনারা কি এটাই বুঝালেন যে, শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ায় খুব খুশি হয়েছেন? নাকি চাকরিজীবী মেয়ে আর জামাইকে তেলা মাথায় তেল দিয়ে প্রমাণ করলেন ওনাদের কত টাকা আছে?

আমার এক ভাই আমাকে এক বিয়ের কাহিনি বলেছিল। শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এক বৌদ্ধ বিয়েতে দাওয়াত খেতে গিয়ে সে দেখল, বরপক্ষ আর কনেপক্ষের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছে। ঘটনা কী? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিতর্কের বিষয় হলো যৌতুকের কতটুকু নগদ দেয়া হবে, আর কতটুকু পরে দিলে বরপক্ষ কন্সিডার করবে। বর নিজেও রয়েছে তার্কিকদের মধ্যে। কনে অশ্রুসিক্ত নয়নে চেয়ে আছে তার বাবার লাঞ্ছনা আর গ্লানি দৃশ্যের দিকে। অনেকক্ষণ পর ঠিক হলো যেভাবেই হোক অর্ধেক টাকা তখনই নগদ দেয়া হলে বিয়ে হবে নতুবা নয়। কনের বাবা ভাবছেন কি করে এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই এতগুলো যৌতুকের টাকা তিনি সংগ্রহ করবেন।

বর গিয়ে কনেকে বলল, 'আমি দয়া করে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হলাম।' সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনল, কনে বলল, 'আমি রাজি হলাম না।'

মেয়ের বাবাসহ সবাই কনেকে বুঝাতে চেষ্টা করল, এই বিয়ে ভেঙ্গে গেলে বদনাম হয়ে যাবে, হয়তো আর কখনো মেয়ের বিয়ে হবে না। কিন্তু মেয়ে বলল, 'বিয়ে না হলে নাই বা হলো। বিয়ে হতেই হবে এমন তো কোনো কথা নেই! ওরা বিয়ের আসরেই এরকম আচরণ করছেন, তাহলে বিয়ের পর কেমন আচরণ করবেন তা অনুমেয়।'

বরপক্ষের লোকজন হম্বিতম্বি করে চলে গেল, কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজি হলো না। মেয়ের বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, কনেপক্ষের লোকজন বিমর্ষ। এমন সময় আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন যুবক এসে বলল, 'আমার খুব একটা টাকাপয়সা নেই। কিন্তু লেখাপড়া জানি, একটা ছোটখাটো চাকরি আছে। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি বিনা যৌতুকে ওকে বিয়ে করতে চাই।' ব্যাস, হয়ে গেল বিয়ে!

www.pathagar.com

আমরা মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের কথা বলি; কিন্তু কার্যত এতটুকু বিশ্বাসের পরিচয় আমরা অনেকেই দিতে পারি না। পারলে হয়তো আমাদের জীবনগুলো অন্যরকম হতো।

আমাদের বিয়ের পর অনেক বন্ধুবান্ধব অনুপ্রাণিত হয়ে যৌতুকবিহীন বিয়ে করলেন। তাদের মধ্যে এক ভাইয়ের কাহিনি খুব মজার। উনি গোড়া থেকে বলে আসছেন যৌতুক নেবেন না। উনার বন্ধু আমাদের বলে চলেছেন, 'আপনারা ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।' বিয়ের দিন গিয়ে দেখি উনার শ্বশুর উনার চাহিদার তালিকায় অতিষ্ঠ হয়ে সব দিয়েছেন। কমিউনিটি সেন্টারে পুরুষ আর মহিলাদের খাবারের জায়গার ঠিক মধ্যখানে বিশাল জায়গা জুড়ে গাড়ি থেকে শুরু করে ছুরি-বটি পর্যন্ত যা যা দিয়েছেন সব সাজিয়ে রেখেছেন; যাতে সবাই বুঝতে পারে ছেলে কী রকম যৌতুকবিহীন বিবাহ করছে। এহেন ঘটনায় বর লজ্জায় মাথাই তুলতে পারল না সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে!

ছেলেমেয়েদের বিয়েতে মা-বাবা খুশি হয়ে কিছু দিলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েরাই আশু আনন্দের ঝোঁকে ভুলে যায় তাদের মা-বাবার সামর্থ্যের কথা। তাদের খুশির কথা ভেবে মুখ বুজে অনেক দুঃখকষ্ট চেপে যাওয়ার কথা। সারাজীবন এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করার পর, এই কি হওয়া উচিত তার প্রতিদান?

মানলাম, অনেকের মা-বাবাই সামর্থ্যবান। কিন্তু তারা তাদের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে যা করতে পারছেন, তা অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের জন্য করতে পারেন না। তখন সেটা পরিবারের অবুঝ সদস্যদের জন্য মর্মবেদনা আর সামর্থ্যহীন মাতা-পিতাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তার চেয়েও যারা দরিদ্র তারা যৌতুকের জন্য হয় মেয়ে বিয়ে দিতে পারেন না, নয়তো যৌতুকের ওয়াদা পূরণ করতে গিয়ে ধারকর্জ করে দেউলিয়া হোন। নতুবা তাদের মেয়েরা এই ওয়াদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কষ্ট পেতেই থাকে। আর কপাল খারাপ হলে ঘরে আসে মেয়ের লাশ অথবা তার আত্মহত্যার খবর।

ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝা যায়, এর দায়ভার আমাদেরও। আমরা আমাদের অর্থসম্পদের জৌলুস দেখাতে গিয়ে অনেক অনেক মানুষকে

www.pathagar.com

হতাশা, গ্লানি এমনকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের শুধু ভালোবেসেই কিছু দেই, তাহলে কি দিচ্ছি, না দিচ্ছি তা লোকের জানার দরকার কী? আর সব ভালোবাসা বিয়ের দিনই দিয়ে দিতে হবে- এমন কি কোনো কথা আছে? তার শ্বশুরবাড়ির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তার সুবিধা-অসুবিধা দেখা, তার যেকোনো প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দেয়া, এভাবে কি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো যায় না?

এর উল্টোটাও আমাদের সমাজে খুব কমন। ইসলামে তো যৌতুকপ্রথা নেই। তবুও এর কথা সব বিয়েতেই একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। অথচ মোহরানা নির্ধারণ করার সময়ও ছেলের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঠিক করা হয় না। ফলে, কার্যত খুব কম মেয়েই তাদের মোহরানা বুঝে পায়। অথচ রাসুল ﷺ বলেন, অল্প মোহরানার বিয়েই অধিক বরকতপূর্ণ! মোহরানা যথাসম্ভব দ্রুত আদায় করার মধ্যেই মেয়ের সম্মান।

আমাদের এক ভাইয়ের কাহিনি শুনে খুব মজা পেয়েছিলাম। বিয়ের আসরে বসে পকেট থেকে ৫০,০০০ টাকা বের করে তিনি বললেন, 'আমি এতটুকুই নগদ মোহরানা দিতে পারব, এখন আপনারা মেয়ে দিতে রাজি থাকলে দেন, নইলে আমি চলি।' কনেপক্ষ আর কি বলবে? একসাথে মোহরানা আদায়ে উনার বিয়ে হয়ে গেল! অনেকে হয়তো বলবেন, তিনি কনেপক্ষকে বেকায়দায় ফেলে বিয়ে করেছেন। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, সুন্দর সংখ্যা সম্বলিত অনেক মোহরানা অনাদায়ী রয়ে যায় বউ কবরে চলে যাবার পরেও।

আমার এক বান্ধবীর বাসায় গেলে খুব ভালো লাগত। প্রথম যেদিন উনার বাসায় গেলাম, তিনি বললেন, 'আমার বাসায় কোনো দুটো জিনিস এক রকম দেখবেন না। আমরা বিয়ের পর একটা পাটি কিনে জীবন শুরু করেছিলাম। তারপর যখন যেভাবে প্রয়োজন হয়েছে, সামর্থ্য অনুযায়ী কিনেছি। আজ আমরা দুজনেই অনেক ভালো আয় করি, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এখন যা ইচ্ছা তাই কেনার সামর্থ্য আছে। কিন্তু আমার ঘরের প্রতিটি জিনিসের সাথে অর্জনের যে সুখ আর মর্যাদা

www.pathagar.com

জড়িয়ে আছে তার সাথে কি কোনো কিছুর তুলনা হয়?' উনার ঘরে ঢুকলেই যে শান্তির পরশ পাওয়া যায় সেটা আরও অতুলনীয়।

আমাদের বিয়েতে কোনো গানবাজনা লাইটিং হয়নি, আমরা চাইনি। কারণ এসব দিয়ে আমাদের বৈবাহিক জীবনে সুখ নিশ্চিত করা যাবে না। কিন্তু ঐ টাকাটা দিয়ে যদি একটা গরিব মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার বরকতের ছোঁয়া আমাদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনতে পারে।

জীবনে অনেক সময় অল্প ছাড় দিলে আরও অনেক ভালো কিছু পাওয়া যায়। প্রতিদিন দুজনে মিলে তিল তিল করে একটা সংসার গড়ে তোলার, সমস্ত সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়ার যে আনন্দ, দুজনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার যে সুযোগ, রেডিমেড সংসারে তার স্থান কোথায়? যে বিয়ে পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ ও দায়িত্বের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত আর যে বিয়ে লোভ ও ভীতির ওপর স্থাপিত, দুটোর মধ্যে কি কোনো তুলনা হয়?

আমাদের মা-বাবারা তখনই সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ পাবেন, যখন আমরা তাদের ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে সাহস দেব, 'বিয়ে না হলে নাই বা হলো, বিয়ে হতেই হবে বলে তো কোনো কথা নেই। আর বিয়ে হলে যেন সম্মানের সাথেই হয়।' এতটুকু আত্মসম্মান কি আমরা অর্জন করতে পারি না?

www.pathagar.com

অনেক কিছুই আসে যায়

লেকচারার হবার একটা বিশেষ অসুবিধা হলো, অনেক সময় নিজের অজান্তেই লেকচার দেয়া হয়ে যায়। তখন আমি সবেমাত্র লেকচারার হয়েছি। বেতনের টাকা জমা হবার জন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে গেলাম। যেহেতু আমি বিবাহিতা, তাই স্বাভাবিকভাবেই জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করছি। হাফিজ সাহেবের মতো মানুষের সাথে বিয়ে হবার একটা বিশেষ সমস্যা হলো, উনার এত বেশি পরিচিত বন্ধু যে, কোথাও গিয়ে একটু প্রাইভেসি পাওয়া যায় না। আমরা দুজনই এতো ব্যস্ত থাকতাম, যে প্রায়ই দুজনের দেখা-সাক্ষাতই হতো না। বাসায় যেটুকু সময় থাকতাম সেটাও থাকত উনার বন্ধুদের টেলিফোনের দখলে। ব্যাংকে এসেও দেখি, যে ভদ্রলোক আমার অ্যাকাউন্টের কাজ করছেন তিনি হাফিজ সাহেবকে চেনেন। আমি আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ ফর্ম ফিলাপ করতে লাগলাম। কথায় কথায় ব্যাংকার ভাই বললেন, 'ভাবী তো দেখছি নাম চেঞ্জ করেননি'!

আর পায় কে? কলম রেখে বক্তৃতা শুরু করলাম, 'ভাই, আপনি এই কথা বলবেন তা আশা করিনি। আমার বাবা আমাকে জন্ম দিলেন, লালনপালন করে বড় করলেন, লেখাপড়া শেখালেন ও বিয়ে দিলেন। আর আমি আজকে একটা স্বামী পেয়ে বাবার নাম বাদ দিয়ে দেব? পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো

www.pathagar.com

স্বামী কে ছিলেন বলেন তো? রাসূল ﷺ, তাই না? অথচ আয়েশা ﷺ-এর নাম তো মিসেস আয়েশা মুহাম্মদ ﷺ ছিল না। তাঁর নাম বিয়ের আগে পরে আয়েশা বিনতে আবু বকরই ছিল। নাম পরিবর্তন করা আমাদের সংস্কৃতি নয়। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। স্বামীর সাথে সম্পর্ক একটা শব্দ তিনবার উচ্চারণ করলে পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু বাবার সাথে সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না।'

উনি ভড়কে গিয়ে 'ঠিক, ঠিক' বলতে বলতে তাড়াতাড়ি আমার অ্যাকাউন্ট করিয়ে দিলেন।

আমার মেয়ের জন্মের পর আমি ঠিক উল্টো সমস্যায় পড়লাম। মেয়ে হবার আগে কুরআন মাজিদ থেকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ শব্দগুলো বেছে বেছে দশটি ছেলের ও দশটি মেয়ের নাম ঠিক করলাম। মেয়ের জন্মের পর ওর নাম নির্বাচন করা হলো ঐ তালিকা থেকেই। কিন্তু শেষের নাম কী হবে তা নিয়ে গোলযোগ বেঁধে গেল। বাংলাদেশের অনেক পরিবারের মতোই ওদের পরিবারে ছেলেদের নামের সাথে পারিবারিক নাম যোগ করা হয়। কিন্তু মেয়েদের নামে পারিবারিক উপাধি যোগ করা হয় না। হাফিজ সাহেব বললেন, উনার একমাত্র ফুফুর নামানুসারে ওদের পরিবারে সব মেয়ের নামের সাথেই 'সুলতানা' যোগ করে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তখন আমি হাফিজ সাহেবকে বললাম, 'আজ যদি আমার ছেলে হতো, তার নাম রাখা হতো অমুক রহমান। কিন্তু আমার মেয়েকে যদি রাদিয়া সুলতানা ডাকা হয়, তাহলে তার পরিচয় প্রকাশক নাম কোনটি? সে কার মেয়ে, কোন পরিবারের মেয়ে? সুলতানা মানে রাজকন্যা। খুব ভালো কথা, কিন্তু এটি একটি মেয়ের নামের প্রথমাংশ হতে পারে মাত্র। শেষাংশ হিসেবে আমি কিছুতেই এটি মেনে নিতে পারছি না। ফাতিমা ﷺ-এর নাম ছিল ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ। তাঁর পিতৃপরিচয় ছিল তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহলে আমার মেয়ে কেন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?' পরিশেষে আমার মেয়ের নাম রাখা হয় রাদিয়া রহমান।

আমাদের এস এস সি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের সময় সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা ছিল আমাদের এক বান্ধবীর নামের এন্ট্রি। ওর বাবা লিখে দিয়েছেন ওর নাম 'স্বর্ণা।' শুধুই 'স্বর্ণা'! প্রিন্সিপাল স্যার পর্যন্ত

www.pathagar.com

আঙ্কেলকে ফোন করে বললেন ওকে একটা লাস্ট নেম দেয়ার জন্য। কিন্তু উনি শুধু বললেন, 'ওর কিছুদিন পর লাস্ট নেম হয়ে যাবে, এখন শুধু স্বর্ণাই যথেষ্ট'! বেচারির এই নামে বুঝার কোনো উপায় আছে ও কার মেয়ে, কোন পরিবারের মেয়ে, মুসলিম না হিন্দু? এটা তো শুধু একটা ঘটনা। এমন যে আরও কত দেখেছি!

আমরা প্রায়ই ছেলেদের নাম রাখার সময় অনেক চিন্তাভাবনা করে সুন্দর নাম রাখার চেষ্টা করি। তার নামের সাথে ভাবে পরিবারের বা অন্তত বাবার নামের যোগসূত্র স্থাপন করা যায় তা নিয়ে ভাবিত হই। অথচ মেয়েদের নাম রাখার সময় প্রায়ই তাতে ইসলামের ছোঁয়া থাকে না। নামের শেষেও কোনোরকমে একটা উপাধি যোগ করে দেয়া হয়। ধরে নেয়া হয় বিয়ের পর তো তার নাম পরিবর্তন হয়েই যাবে! তাকে কোনো এক সময় অন্য পরিবারে স্থানান্তর করা হবে ভেবে জন্মের সাথে সাথেই তাকে পরিবারের নাম থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করা হয়!

অথচ সে যাকেই বিয়ে করুক না কেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার ঘরেই পাঠিয়েছেন। তার প্রতি আমি ন্যায় আচরণ করলাম কিনা তার ওপর আমার জান্নাত জাহান্নাম নির্ভর করছে। একটি মেয়ের আগমনের সাথে সাথে তাকে পর করে না দিয়ে, সে কোনোদিন চলে যাবে, তাই ভেবে যদি তাকে আমরা আরেকটু বেশি আদর করতাম তাহলে কি আমাদের খুব ক্ষতি হতো? সামান্য একটা নাম, তাতে উভয়প্রকার সন্তানের অধিকার নিশ্চিত করাটা কি খুব কঠিন কোনো কাজ? আমাদের এই মানসিকতার পরিবর্তন হোক, এই কামনা।

www.pathagar.com

প্রতিটি ফোঁড়েই জীবন

আমরা যারা চন্দ্রপৃষ্ঠে মানব অবতরণের যুগে জন্মেছি তাদের প্রায় সবারই মহাকাশ বিষয়ে অগাধ কৌতূহল। এই বিষয়ে টিভিতে কোনো অনুষ্ঠান হলে কিংবা কোনো বইয়ে পত্রিকায় কোনো তথ্য পেলে অথবা কোনো আলোচনা হলে আমরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়ি। টিভিতে এমনই এক অনুষ্ঠানে দেখানো হচ্ছিলো মহাকাশযাত্রার পেছনে অভিযাত্রীরা ব্যতীত আরও কত মানুষের কী কী অবদান থাকে। একপর্যায়ে দেখানো হলো কীভাবে নভোচারীদের পোশাক তৈরি হয়। বয়স্কা এবং অভিজ্ঞ একদল মহিলা একত্রে বসে একেকটি পোশাক হাতে সেলাই করে তৈরি করেন। তারপর এর একেকটি ফোঁড় পরীক্ষা করে দেখেন, ফোঁড়টি মজবুত হলো কিনা।

সাক্ষাতকারে তাঁদের একজন জানালেন, 'আপনারা তো জানেন মহাকাশে কোনো স্থানে অসম্ভব শীতল আবার কোনো স্থানে কল্পনাতীত গরম। আর কোথাও এই তারতম্য ঘটে অকল্পনীয় দ্রুততার সাথে। মানবদেহ এতো দ্রুত তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম নয়। তাই নিরাপদ অবস্থান থেকে বেরোতে গেলেই নভোচারীদের এই বিশেষ পোশাকের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখানে একটি ফোঁড়ও এদিক সেদিক হলে তাপ বা শৈত্যের কারণে বিরাট বিপদ ঘটে যেতে পারে। আমাদের একেকটি ফোঁড়ের শুদ্ধতার ওপরেই নির্ভর করে আমাদের ছেলেদের

www.pathagar.com

জীবনমরণ। তাই আমরা প্রতিটি ফোঁড় দেই সাবধানতার সাথে এবং কাজ শেষ হলে আবার প্রতিটি সেলাই আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখি, এতে কোথাও কোনো ফাঁক রয়ে গেল কিনা।'

এই অনুষ্ঠানটি দেখার পর পোশাক সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে গেল। এতদিন আমার ধারণা ছিল পোশাক আমাদের গ্রীষ্মের দাবদাহ, শীতের তীব্রতা, বর্ষার বৃষ্টি, মানুষের দৃষ্টি এবং রোগজীবাণু হতে রক্ষা করে। সুন্দর পরিচ্ছদ আমাদের শরীরের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে আমাদের সাধারণত্বকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলে। আর সবচেয়ে বড় কথা আরামদায়ক পোশাক আমাদের শরীরমনে এনে দেয় প্রশান্তি ও পরিপূর্ণতা। কিন্তু পোশাকের ওপর মানুষের জীবন মৃত্যু পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে এমনটা ফায়ারম্যানদের পোশাক, ইঞ্জিনিয়ারদের হেলমেট অথবা শেফদের অ্যাপ্রন দেখেও কখনো মাথায় আসেনি। এই তথ্যটি পরবর্তীতে আমাকে বৈবাহিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাহায্য করেছে। কারণ এই বিশেষ সম্পর্কটির স্বরূপ সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।'

আল বাকারা: ১৮৭

এটা খুবই আশ্চর্যজনক একটি ব্যাপার যে, বৈবাহিক বন্ধন রক্তের বন্ধনের মতো সহজাত বা অটুট নয়। বন্ধুত্বের সম্পর্কের মতো সহজ নয়, সহকর্মীদের সাথে সম্পর্কের মতো আনুষ্ঠানিক নয়; অথচ এই সম্পর্কে রয়েছে দুর্গের মতো মজবুত একটি পরিবার গঠনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পারস্পরিক পরামর্শক্রমে পালনার্থে প্রয়োজন দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব। আবার জীবনের পথ চলায় পারস্পরিক সম্মান এবং সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সহজ পথ খুঁজে নেবার জন্য প্রয়োজন সহকর্মীর মতো বুঝাপড়া। মানবদেহের সাথে পোশাকের যে সম্পর্ক, এই দুই ব্যক্তির মাঝে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে, আল্লাহ তায়ালা এই সম্পর্কের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকে আরও প্রসারিত ও বিস্তৃত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই কথার তাৎপর্য যতই চিন্তা করা যায়, ততই এই তুলনার যথার্থতা নতুন নতুন ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করে।

www.pathagar.com

জন্মের সময় একটি শিশু পোশাক ব্যতিরেকেই দুনিয়ায় এসে পৌঁছায় বটে; কিন্তু যতই তার বয়স বাড়তে থাকে, পোশাক তার জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। একইভাবে আমাদের জীবনের একটি অংশে অনুপস্থিত ব্যক্তিটিকে ছাড়া এতগুলো বছর কাটানো গেলেও, বিয়ের আগে 'বিয়ে করবো না' বলে কান্নাকাটি করে বুক ভাসিয়ে দিলেও, বিয়ের পর পর দুজনের দা কুমড়ো সম্পর্ক হলেও, একপর্যায়ে দুজনের সম্পর্ক হয়ে যায় রক্তের সম্পর্কের চেয়েও আপন। যদিও সে অবস্থাতেও এই সম্পর্ক কেবল তিনটি শব্দ উচ্চারণ করেই ভেঙ্গে দেয়া যায়। পোশাক খুলে ফেলার মতোই সহজ ব্যাপার! কিন্তু তারপরও যে এই নাজুক সম্পর্কটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিকে যায়, সেটা অলৌকিক বৈ কি!

এই সম্পর্কটির ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে পরিবার নামক কাঠামোটি। এই পরিবারের প্রধান দুই ব্যক্তির সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে এর সদস্যদের ভালো বা মন্দ থাকা, গড়ে ওঠা বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আমরা যেমন শীতকালে গায়ে চাদর জড়িয়ে ছোট শিশুদের চাদরে পেঁচিয়ে নিয়ে ওম দেয়ার চেষ্টা করি, ঠিক একইভাবে এই সংসারের চাদরের ওমে বেড়ে ওঠে এর সন্তান এবং আশ্রিতজনেরা। এর জন্য আমরা এমন ব্যক্তিকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে সচেষ্ট হই, যে এই সম্পর্কটিতে নিয়ে আসবে পরিপক্কতা এবং মানিয়ে চলার ক্ষমতা। কারণ রেশমের মনোহর রঙ আর মোলায়েম জমিন আমাদের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে। কিন্তু আরামের জন্য আমরা সবসময় সুতিই বেছে নিই। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘাতপ্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে উত্তরণের সাহস ও শক্তি জোগায়। একে অপরকে মানসিক যন্ত্রণা ও শারীরিক বেদনা হতে আড়াল করে রাখে। রাসূল ﷺ বলেন, উত্তম স্ত্রী সে যাকে দেখলে ব্যক্তি তার সমস্ত সমস্যার কথা ভুলে যায়, শান্তি পায়। তাইতো আমরা দোয়া করি, আমাদের পরিবারবর্গ যেন আমাদের জন্য 'চক্ষুশীতলকারী' হয়। বাইরের পৃথিবীর কর্কশ বাস্তবতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি প্রশান্ত মরুদ্যান রচনা করাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল উদ্দেশ্য। ঠিক যেভাবে বৈরী আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষা এবং শরীরের আরাম নিশ্চিত করাই পোশাক পরিধানের মূল উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

কোনো পোশাক যখন আমরা প্রথম পরতে শুরু করি তখন পোশাকটি সচরাচর আরামদায়ক থাকে না। পরতে পরতে একসময় আরামপ্রদ হয়ে যায়। বন্ধুত্বের মতো। বৈবাহিক ক্ষেত্রেও বন্ধুত্ব হতে একটু সময় লাগে। সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি পরিবেশ থেকে দুজন মানুষের তেলে জলে মিশ খেতে সময় লাগা স্বাভাবিক বৈ কি! কিন্তু দুজনে শলাপরামর্শ করে কাজ করলে সম্পর্কটি উভয়ের জন্যই সহজতর এবং কল্যাণময় হয়। উত্তম পোশাক সেটিই যা ব্যক্তির শারীরিক ত্রুটিসমূহ আড়াল করে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, মন প্রফুল্ল রাখে। ব্যক্তিমাত্রেই নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু একটি সুন্দর সম্পর্কের ভিত্তি হলো, উভয় সঙ্গী পরস্পরের আত্মসম্মানের ব্যাপারে সচেতন হবেন এবং মানুষের কাছে পরস্পরের নামে দোষারোপ করার পরিবর্তে নিজেদের মাঝে সমঝোতা করার প্রতি আগ্রহী হবেন। উভয় সহযোগী একত্রে বসে ঠিক করে নেবেন কোন ত্রুটিগুলো ক্ষমার যোগ্য, কোনগুলো থেকে উত্তরণ জরুরি এবং এর জন্য কি কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়। এভাবে পারস্পরিক আলোচনা, পর্যালোচনা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে উভয়ই পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে উত্তীর্ণ হতে পারেন। ফলে উভয়ই অপেক্ষাকৃত উন্নত মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পান।

আমাদের প্রিয় পোশাকটি যখন জৌলুস হারিয়ে ফেলে তখনও আমরা তাকে সযত্নে আলমারীতে তুলে রাখি। ফেলে দেবার কথা কল্পনাই করতে পারি না। পছন্দের পোশাকটির কোনো ক্ষতি হলে তাকে রিপু করে ব্যবহার করি, তবুও কাউকে দিয়ে দেয়ার কথা ভাবি না। আমাদের যার সাথে বিয়ে হয়, স্বভাবতই তার সাথে অনেক ব্যবধান থাকে। সার্বক্ষণিক দেখা-সাক্ষাতের ফলে সাথিটির দোষত্রুটি বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। এর অর্থ এই নয় যে, অন্যত্র বিয়ে করলে কোনো সমস্যাই থাকত না। সেখানে হয়তো এই একই সমস্যাগুচ্ছ থাকত না। কিন্তু অন্যান্য সমস্যাবলি অবশ্যই আবিষ্কার হতো, যেহেতু কোনো ব্যক্তিই ত্রুটিমুক্ত নয়। একটি সুন্দর পোশাকের যত্নের পেছনে আমরা যেভাবে সময় এবং শ্রম ব্যয় করি, তেমনি শুধু বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, যেকোনো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য

www.pathagar.com

কিছু মানিয়ে নেয়া, কিছু সময় এবং শ্রম ব্যয় করার মানসিক প্রস্তুতি বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে দরকার কিছু পরিচর্যা। প্রিয় পোশাকটি যেমন আমরা সহজেই আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার কথা ভাবি না, তেমনি এই সম্পর্কটিকেও সহজেই ছিন্ন করার কথা ভাবা উচিত নয়। যেকোনো সম্পর্ক নষ্ট হবার পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ করে আমাদের ইগো। সেক্ষেত্রে ইগোকে দমিয়ে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কাপড় বেশি টানাহেঁচড়া করলে ছিঁড়ে যায়। একইভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা হেয় করলে তাদের সম্পর্কটা নষ্টের দ্বারপ্রান্তে চলে যায়। তর্কবিতর্কের সময় বাড়াবাড়ি করলে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে একটি সম্ভাবনাময় সম্পর্কের ইতি ঘটাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মতবিরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার এবং অনেক সময় এই বিরোধ বহুদিন ব্যাপী চলতে পারে। কিন্তু এর কারণে আমরা চাকরিও ছাড়ি না বা ঐ সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধাও হারিয়ে ফেলি না। কর্মজীবী মাত্রেই জানেন এটা যেকোনো বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মাত্র। একইভাবে আমরা কাপড়ে ময়লা লাগলে কিছুক্ষণ মন খারাপ করি, তারপর উঠে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিই। যখন দুজনের ঝগড়া হয় তখন মনোমালিন্য হয় বটে; কিন্তু সেই মুহূর্তেও তারা মনে মনে একে অপরকে ভালোই তো বাসে! তাহলে সামান্য কথায় জেতা বা পরস্পরকে মোক্ষম আঘাতের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য কাদা ছোঁড়াছুড়ির পরিবর্তে ধৈর্যধারণ এবং পারস্পরিক সম্মানবোধ বজায় রাখাটা অধিকতর কল্যাণকর। তলোয়ারের আঘাতের চিহ্ন এক সময় মুছে যায়, কিন্তু জিহ্বার আঘাতের ক্ষত বড় সাঙ্ঘাতিক। এটি কখনো পূরণ হয় না। ঠিক যেমন কাপড় ছিঁড়ে গেলে রিপু করা যায়, দাগ লেগে গেলে ধুয়ে নেয়া যায়, কিন্তু কাপড় পুড়ে গেলে আর তেমন কিছু করার মতো অবশিষ্ট থাকে না। ভালোবাসা ছাড়াও একটি সংসার চমৎকারভাবে উতরে যেতে পারে। কিন্তু পারস্পরিক সম্মানবোধ ছাড়া কোনো সম্পর্কই টিকতে পারে না। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী আর যা কিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি করুক না কেন, পরস্পরের আত্মসম্মানবোধের প্রতি আঘাত করা থেকে বিরত থাকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

পরিশেষে প্রথম উদাহরণটিতে ফিরে যাই। মহান আল্লাহ বলেন,

> 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারসমূহকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর।'
>
> আত্ তাহরীম: ৬

এক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িত দুজন ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে পরস্পরকে এমন একটি কুসুমাস্তীর্ণ পথের সন্ধান দিতে চায়, এমন এক পথে পরস্পরের হাত ধরে এগোতে চায়, যা এই আগুন হতে অনেক অনেক দূরে, নিরাপদ কোনো বন্দরে গিয়ে মিলাবে শান্তির আবাসস্থল। এভাবে সংসারের প্রতিটি সমস্যায় বিশ্বাস এবং ভালোবাসার ফোঁড় দিয়ে দুজনে একে অপরের জীবন রক্ষার জন্য, একে অপরের কল্যাণ চিন্তায় লড়ে যায়। এভাবে দু'টি মানুষ, যারা জীবনের এতগুলো বছর একে অপরকে দেখেনি, চেনেনি, জানেনি, ভাবেনি তারাই হয়ে যায় একে অপরের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী!

আল্লাহ তায়ালা স্বামী স্ত্রীর বন্ধনকে তুলে ধরেছেন মাত্র সাতটি শব্দে, যা বিশ্লেষণ করতে গেলে মনে হয় যদি সাত সমুদ্র কালি হতো! নিজের যোগ্যতার অভাবে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবি, আমিও সেসব শিল্পীদের মতো যারা নিজের মনের ভাব সম্যকভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম, যারা এত প্রেমের গল্প, উপন্যাস, নাটক, সিনেমা, চিত্রকর্ম ও অভিনয় দিয়েও এই সাতটি শব্দে যে রোমান্টিসিজম বর্ণনা করা হয়েছে তাকে ছুঁতে পারে না!

www.pathagar.com

যেমন কর্ম তেমন ফল

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর। সেজন্যই সম্ভবত অ্যালেকজান্ডার পোপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন-

A little learning is a dangerous thing
Drink deep or taste not the Pierian spring.

কোনো বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে নেয়াই কাম্য। নতুবা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ওপর আমল করতে গিয়ে অনর্থ সৃষ্টি হয়।

কিছু কিছু আধুনিক ছেলেমেয়েদের এক বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ কিছুই না পড়ে ইউটিউবে কখানা লেকচার দেখে 'মুই কি হনুরে' মনে করা। ব্যাস, তাদের না যায় কিছু বলা আর না যায় কিছু বুঝানো। ব্যাপারটা এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলেও হতো। কিন্তু যখন ওরা এই অপর্যাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী নিজেরা চলে এবং অন্যদের লেকচার দেয় তখন আরও বড় বিপদ দেখা দেয়। এর ধারাবাহিকতায় আমাদের কিছু বোনরা ধারণা পেয়ে বসেছে যে, শ্বশুরবাড়ির লোকজনের প্রতি তাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সুতরাং তারা অপরপক্ষের সাথে সামান্য সদাচরণটুকুও বজায় রাখা নিষ্প্রয়োজন

www.pathagar.com

মনে করে। স্বামী যেন তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ। সুতরাং স্বামীকে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে সহযোগিতা করা তো দূরে থাক; বরং সে নিজে কিছু করলেও বিরক্তি প্রকাশ করে।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে হচ্ছে। যেহেতু আমাদের এই অবুঝ বোনগুলোর কারণে ইসলামের ব্যাপারে স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন লোকজনের মনে ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। তারা ইসলামকে কটাক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে যথাসম্ভব মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উত্তরণ করতে সহায়তা করা, যাতে সবার অধিকার সংরক্ষিত হয়।

আমরা কুরআন আদ্যোপান্ত পড়লে দেখতে পাই, এখানে এমন কোনো বিষয় নেই যা আলোচনা করা হয়নি। ঈমান আকিদা থেকে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, এমনকি পারস্পরিক আচরণগুলো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে যে সম্পর্ক সবচেয়ে সহজ, স্বাভাবিক এবং আন্তরিক, সেই মা-বাবার সাথে সম্পর্কের নিয়ামাবলি পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মা-বাবার সাথে কেমন আচরণ করা যাবে, কী করা যাবে না, তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেক সন্তান তার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করবে, সাধ্যমতো দেখাশোনা করবে, সকল আদেশ-নিষেধ মান্য করবে (সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত যা আল্লাহ তায়ালার আদেশের বিরুদ্ধে যায়) এবং কখনোই তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করবে না। এভাবেই ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু, প্রতিবেশি এমনকি শত্রুর সাথে আচরণ কেমন হবে তা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অথচ কুরআনের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি শ্বশুরবাড়ির সাথে জামাতা বা বউয়ের আচরণ কেমন হবে।

আমাদের কিছু কিছু বোন এখান থেকে ধরে নিয়েছে, শ্বশুরবাড়ির প্রতি আমাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। যিনি সবার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন, আমরা কীভাবে ধরে নিতে পারি তিনি এই বিষয়টি কোনো কারণ ছাড়াই সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে গিয়েছেন? এর পেছনে গুঢ় কারণ রয়েছে এবং সেটা অবশ্যই অসাধারণ।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> 'আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।'
>
> আল বাকারা: ২৮৬

এতটুকু স্পষ্ট হবার পর আমরা বুঝার চেষ্টা করে দেখতে পারি এই সম্পর্কটি ব্যাখ্যা না করার মাহাত্ম্য কী।

এখানে দুটো অংশ আছে। প্রথমত, 'আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।' মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পুত্র ও কন্যা উভয়ের জন্য ফরয। এটি বাদ দেয়ার কোনো উপায় নেই। কারো সাথে শেয়ার করার কোনো উপায় নেই। পরিমাণ লাঘব করারও কোনো উপায় নেই। একজন মানুষের সামর্থ্য সীমিত। তাই একটি গুঢ় দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিয়েছেন। একটি মেয়ে যখন মনে করে শ্বশুরবাড়ির সবাইকে খুশি করা তার দায়িত্ব, তখন এই চিন্তা তার মনের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে। কারণ কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে গিয়ে সবার মন-মর্জি বুঝে, সবার সেবায় এমনভাবে নিয়োজিত হয়ে যাওয়া, যাতে তারা সকলে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। অথচ এটা স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতা যে, মানুষ তার মা-বাবার কাছেও নিজের উত্তম প্রচেষ্টার স্বীকৃতি চায়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন যদি মেয়েটির সেবা তাদের পাওনা মনে করে তবে তারা মেয়েটির প্রচেষ্টায় 'আহা! উহু'! করে প্রশংসা করার মতো কিছু দেখতে পায় না। সব ভালোরই আরও ভালো সংস্করণ হতেই পারে! অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অনুদার ও স্বার্থপর হয়ে পড়ে এবং মেয়েটির কৃত সবকিছুকে 'ফর গ্রান্টেড' ধরে নেয়। যার ফলে মেয়েটি কী করতে পারল, তার চেয়েও তার আরও কী করা উচিত ছিল সেটাই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে মেয়েটি উত্তরোত্তর প্রচেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে করতে একসময় মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধ্যাতীত পরিশ্রম তাকে করে তুলতে পারে ক্ষুব্ধ, হতাশ ও ভগ্ন-হৃদয়। ফলে তার আচরণ হয়ে যেতে পারে রুক্ষ ও অনিয়ন্ত্রিত।

সেজন্য আল্লাহ এটা কারো ওপর দায়িত্ব হিসেবে চাপিয়ে দেননি। এখানেই আল্লাহর দূরদৃষ্টির কাছে আমাদের শির আপনাআপনিই নত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এবার আসছে দ্বিতীয় অংশ, 'সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।' আল্লাহ মা-বাবার বাইরেও যাদের সাথে আমরা অন্যান্যভাবে সম্পর্কিত; যেমন প্রতিবেশী, সহকর্মী, বন্ধুবর্গ, চেনা-অচেনা লোকজন; সবার প্রতি আমাদের মানবিক দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন যার জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হব। এই দায়িত্ব মা-বাবার প্রতি দায়িত্বের মতো এতখানি কঠোর নয়। আবার দায়িত্বে অবহেলা করার মতো শিথিলও নয়। এর ফলাফল আমরা আখেরাতেও পাব, দুনিয়াতেও পাব। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, দায়িত্ব ব্যতীত অধিকার জন্মায় না। যে ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিয়ে হয় সেই ছেলেটি আরেকজনের দীর্ঘকালীন শ্রম এবং প্রচেষ্টার ফলাফল। সুতরাং ছেলেটির ওপর তার যতখানি অধিকার তা শাশুড়ির সাথে ভাগ করে নেয়া তার দায়িত্ব। শাশুড়িকেও বুঝতে হবে তাঁর ছেলের সংসারে আগত মেয়েটি তাঁর ভবিষ্যত বংশধরদের মা। তার সাথে সুসম্পর্কই নিশ্চিত করবে তাঁর আগামী দিনের প্রতিনিধিদের সুন্দর ভবিষ্যত। তাহলে বিয়ের পর বউ শাশুড়ি মিলে একজন পুরুষকে নিয়ে চর দখলের প্রতিযোগিতায় নামবেন না; বরং উভয়ে সচেষ্ট হবেন একটি নির্মল, সুন্দর, সৌহার্দ্যপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে, যেখানে হেসে-খেলে বেড়াবে আগামীর প্রতিনিধিরা। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, 'সে তাই-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই-ই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।' যৌবনে আমরা যদি স্বামীর দখলদারিত্বে মত্ত হই, বৃদ্ধবয়সে আমাদের সন্তানদের কাছে আমরা একই আচরণ ফিরে পাব।

এখন দেখুন, একটি মেয়ে যদি মনে করে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের জন্য কিছু করা তার দায়িত্ব নয়; কিন্তু সে তাদের সাথে হেসে কথা বলা থেকে শুরু করে তাদের জন্য যা কিছু করবে সবকিছুর জন্য তার আখেরাতের খাতায় জমা হতে থাকবে ভুরি ভুরি বোনাস পয়েন্টস, তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? তখন তাকে কারো বাধ্য করতে হবে না; বরং সে খুশি হয়ে সবার জন্য ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে। তার চাপ বোধ হবে না। যেহেতু সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যতটুকু করতে পারবে তার বাইরে তাকে কোনোকিছু করতে বাধ্য করা হবে না। এমনকি শ্বশুরবাড়ির কেউ তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট না করলেও তাকে সবার সাথে সদ্ব্যবহার করা থেকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে যাবে। কারণ সে জানে যার যার জবাবদিহিতা তার তার। ওদের মূল্যায়ন ব্যতিরেকে সে তার বোনাস

www.pathagar.com

পয়েন্টস পেয়ে যাবে। উপরন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর আত্মীয়-পরিজনের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে তাতে স্ত্রী যেমন আনন্দিত হয়, স্ত্রী স্বামীর পরিবার পরিজনের সাথে সদাচরণ করলে স্বামীও তেমনই সন্তুষ্ট হয়। শেষতক কেয়ামতের মাঠে স্বামী এবং স্ত্রীই তো পরস্পর পরস্পরের প্রধান সাক্ষী, তাই একে অপরকে ক্ষেপিয়ে লাভ কী? স্বামী বা স্ত্রীর ওপর জবরদস্তি করে দুনিয়াতে হয়তো সাময়িক জিত হয়, কিন্তু আখেরাত পুরোটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আনন্দের কথা হলো, দুনিয়াতে কিছু ধৈর্য ও ত্যাগের বিনিময় যে শুধু পরকালে মিলবে তা কিন্তু নয়, এর আংশিক পুরস্কার আমরা জীবদ্দশাতেই পেয়ে যাব।

অপরদিকে শ্বশুরবাড়ির সবার কাছে যদি ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকে যে, বউ মানবিক সম্পর্কের বাইরে তাদের কারো জন্য কিছু করতে বাধ্য নয় তখন সে তাদের সাথে হেসে কথা বললেও তারা আনন্দিত হবেন। তার বাইরে আরও কিছু করলে তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবেন।

'যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।'

মুসনাদে আহমদ, তিরমীযি

এই কথা মাথায় রেখে তারা মেয়েটির সকল প্রচেষ্টাকেই স্বাগত জানাবেন, অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন। তখন স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মাঝে সৃষ্টি হবে একটি সুমধুর সম্পর্ক। পুরুষদের বেলাতেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

শ্বশুরবাড়ির প্রতি দায়িত্ব চাপিয়ে না দেয়ার পেছনে এটিই মূল রহস্য।

আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য মহান আল্লাহ আমাদের যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা হলো,

> 'তোমরা দৌড়ে এসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা মহাকাশ এবং পৃথিবীর মতো। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে। যারা ব্যয় (দান) করে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায়, যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল-কোমল। আর আল্লাহ তো কল্যাণকামীদেরই ভালোবাসেন।' আলে ইমরানঃ ১৩৩-১৩৪

www.pathagar.com

জান্নাতের পথে ছুটে চলার সময় যদি কারো সাথে ভুল বুঝাবুঝি হয়, তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ মনোভাব সৃষ্টি হয়, তবে এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন ভেবে তাদের মাফ করে দিলে নিজের চলার গতি বৃদ্ধি হয়।

আমাদের দৃষ্টি যদি আমাদের লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ থাকে, তাহলে আশেপাশে বিদ্যমান বাঁধাবিপত্তি চলার পথে সাময়িক বিঘ্ন সৃষ্টি করলেও আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না। একটি আয়াত আমাদের মাথায় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, তা হলো,

> 'পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে সেগুলো আমরা এর শোভা বানিয়ে দিয়েছি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, আমলের দিক থেকে তাদের মধ্যে কে উত্তম?' আল কাহফ: ৭

সুতরাং পৃথিবীস্থ কোনো কিছুই আমাদের লক্ষ্যবস্তু হবার উপযুক্ত নয়।

পৃথিবীতে আমাদের সাময়িক অবস্থান কেবল পরীক্ষার নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান আমাদের মাঝে কে নিজের প্রভূকে ভালোবেসে তাঁর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে এগিয়ে যায়। আর কে পথের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খেলনাসদৃশ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মূল লক্ষ্য ভুলে বসে থাকে। তবে যে লক্ষ্যের ওপর অটল থাকে, সে বিজয়ী হবেই। যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই বলাই বাহুল্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে অনেক কিছুই বুঝা অনেক সহজ হয়ে যায়। জীবনের আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই তখন তুচ্ছ বা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। অনেক ব্যর্থতা এবং না পাওয়ার বেদনা তখন হাসির উদ্রেক করে।

বিয়ে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি ইহকাল ও পরকালের জীবনকে সাজানোর জন্য দুজনের পার্টনারশিপ। এতে আনুষাঙ্গিক ব্যাপারগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে এত দুঃখ, বেদনা ও দ্বন্দ্বের অবতারণা না করে নিজের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবার মাঝেই সাফল্য নিহিত।

www.pathagar.com

হঠাৎ বিয়ে

বরযাত্রীদের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে আছে সায়মা। ওদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না। রাস্তা থেকে ওদের উঠোনে প্রবেশ পথের দু'ধারে অনেক বড় বড় গাছ। গাছগুলো বাড়িগুলোকে যেমন রাস্তা থেকে আড়াল করেছে, তেমনি রাস্তাটিকেও বাড়ি থেকে অদৃশ্য করে রেখেছে। এই উঠোনের চারপাশ ঘিরে ওর দাদার ভিটেতে ওদের বাপ-চাচাদের পাঁচ ভাইয়ের বসবাস। পাঁচ ভাই প্রচণ্ড মেজাজী হলেও, তাদের মধ্যকার প্রবল ভালোবাসার টান এই উঠোনটাকে ঘিরে তৈরি করেছে এক স্বর্গীয় সুখের পরিবেশ। মা-চাচীদের মধ্যেও কোনোদিন এই সদ্ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। আগে দাদি এই সুসম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বড়চাচীই যেন পুরো পরিবারটাকে হাতের মুঠোয় একত্রিত করে ধরে রেখেছেন। অথচ উনি ভীষণ হাসিখুশি হাল্কা মেজাজের মানুষ। সায়মা মায়ের কাছে যতোটা না প্রশ্রয় পায়, তার চেয়েও বেশি পায় বড়চাচীর কাছে। বংশের বড় মেয়ে হবার দরুন সে উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবারের সবার অনেক বেশি বেশি আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা পেয়েছে।

এক্ষেত্রে ওর একমাত্র প্রতিযোগী বড়চাচীর বড় ছেলে রিদওয়ান। ওকে যে কে বলেছে সায়মার আগে জন্মাতে! তবে স্বার্থ বাদ দিয়ে দেখলে বলতে হয়

www.pathagar.com

রিদওয়ান যে আদর পায় তা সে নিজ গুণেই পায়। সে মোটেই বাপ-চাচাদের মতো বদমেজাজী হয়নি; বরং চাচীর মতো হাসিখুশিতে সারাক্ষণ বাড়ি মাতিয়ে রাখে। পাশাপাশি দায়িত্বশীল হবার কারণে যে শুধু মুরুব্বীরা ওর ওপর ভরসা পায় তাই নয়, ওরা ভাই-বোনরাও ওর ওপর নির্ভর করে ভীষণভাবে। সায়মা সবসময় ভাবে ওর বর যেন রিদওয়ানের মতোই দায়িত্বশীল, ভালোমানুষ হয়। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই ওর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। এই বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে বাইরের যে পৃথিবী, তাতে এত মায়া আর ভালোবাসা কোথায়? এই পরিচিত অঙ্গনের বাইরে তাকে এত আহ্লাদ আদর দেবে কে? তারপর সে হঠাৎ বাস্তবে ফিরে আসে। 'হাহ! বাপচাচা যেখানে বলবে সেখানেই চোখমুখ বন্ধ করে বসে পড়ব বাবাজী! নিজে পছন্দ করতে গিয়ে কোনো কাক বা পেঁচা ধরে নিয়ে আসি! এসব বাজে চিন্তায় মিছে সময় নষ্ট করার সময় নেই।'

বড়চাচী তাকে বিশ্বাস করে অনেক বড় দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। রিদওয়ানের বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়ির সব পুরুষ আর কিছু মহিলা নোয়াখালি গেল। ওরা ফিরে আসবে আজ সন্ধ্যায় বা রাতে। বড়চাচী তাঁর মেয়ে নাজিয়াকে রেখে গেছেন সায়মাকে পুরো ঘর, উঠোন সাজিয়ে বধূবরণের ব্যবস্থা করার জন্য সাহায্য করতে। সাথে আরও কিছু পিচ্চিপাচ্চা আর সদ্য মা হওয়া ছোটচাচী। সব করতে করতে সন্ধ্যা হয়েই যাবে। সুতরাং সায়মা আর সময় নষ্ট না করে নাজিয়াকে নিয়ে কাজে লেগে গেল।

হবু ভাবীর জন্য রুম সাজাতে সাজাতে সায়মা নাজিয়াকে বলল, 'জানিস, ভাবীকে আমি দেখিনি, কিন্তু ওর জন্য আমার কি যে খারাপ লাগছে'!

নাজিয়া বলল, 'কেন আপু? আমার ভাইয়া কি এত খারাপ যে, ভাবীকে কষ্ট দেবে?'

সায়মা হেসে ফেলল, 'ধ্যাৎ, আমি কি তাই বলেছি নাকি? বন্ধুকে বিয়ে করলে যেকোনো মেয়েই সুখী হবে। কিন্তু চিন্তা কর, মেয়েটা ওর বাবা-মা ভাইবোন সবাইকে ফেলে আমাদের বাড়িতে চলে আসবে অথচ সে আমাদের কাউকে চেনে না, জানে না।'

www.pathagar.com

ছোটবেলায় সব বাচ্চারা যেমন করে থাকে, সায়মা রিদওয়ানকে নাম ধরে ডাকত। ভাইয়া ডাকতে বললে কিছুতেই রাজি হতো না। তাই দাদু বুদ্ধি করে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ওকে 'বন্ধু' ডাকতে। এই স্বভাবটা ওর আর গেলো না।

নাজিয়া বলল, 'আপু, তুমি খুব ভালো ননদ হবে।'

সায়মা অবাক হয়ে বলল, 'কেন রে? কিসে তোর এই ধারণা হলো?'

নাজিয়া মিষ্টি হেসে বলল, 'সবাই অন্যের মেয়ের কথা ভাবে না। কিন্তু তুমি নতুন ভাবীর কাছে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা না ভেবে ওর কষ্টের কথা ভাবছ। তুমি আমাদের সবার কথা ভাব, তাই বললাম।'

'বড় ভাই-বোনরা সবসময় ছোটদের কথা ভাবে, ভাবতে হয়। বন্ধু তো আমার চেয়েও বেশি করে তোদের সবার জন্য'!

নাজিয়া মাথা দোলালো। তারপর সেজ চাচার মেয়ে নাবিলাকে নিয়ে বারান্দা সাজাতে চলে গেল।

পুরো বাড়ি সাজানো শেষ। মাগরিবের নামায পড়ে সায়মার মনে হলো হাত-পা আর চলে না। কিন্তু কখন আবার নতুন ভাবী চলে আসে সেই টেনশনে সে বিশ্রামও নিতে পারছে না।

নাজিয়া বলল, 'আপু, বরযাত্রীরা কনেসহ ফিরে এলে তুমি আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এখন বাড়ি ঠাণ্ডা, তুমি আমার রুমে গিয়ে ঘুমাও। ওরা এলে আমি তোমাকে ডেকে দেব।'

বুদ্ধিটা সায়মার খুব পছন্দ হলো ।

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ অনেক মানুষের আনাগোনার আভাস পেয়ে সায়মা ধরমর করে উঠে বসল। কিন্তু ওর মাথা থেকে ঘুমটা কিছুতেই যেন তাড়াতে পারছে না। ঢুলুঢুলু চোখে দেখে মা-চাচীরা সব এই রুমে, ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সবাই চলে এসেছে অথচ নাজিয়া ওকে ডাকেনি। কি রকম দায়িত্বহীন মনে করবে ওকে

www.pathagar.com

সবাই! সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিল। সারাদিনের খাটুনির পর সম্ভবত যতটুকু ঘুমিয়েছে তা যথেষ্ট হয়নি। শরীর কিছুতেই আড়মোড়া ভাঙতে রাজি নয়। এর মধ্যেই হঠাৎ ওর মা একখানা সোনালি রঙা শাড়ি এনে বলল, 'ধর, তাড়াতাড়ি এইটা পর। দেরি করিস না।'

সায়মা ভাবে, 'এ কেমন আবদার! নতুন বউ দেখার জন্য ওর শাড়ি পরতে হবে কেন?'

চাচীরা সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন। নাজিয়া রুমে ঢুকল। সে বেশ হাসিহাসি মুখ করে বলল, 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'

কিন্তু ওকে দেখে সায়মার মেজাজটা ভীষণ খারাপ হলো, 'অ্যাই মেয়ে, তুই আমাকে ডাকিসনি কেন? কী মনে করছে সবাই? বড়চাচী আমাকে পুরো ঘরের দায়িত্ব দিয়ে গেল আর এসে দেখে আমি ঘুম'!

'কী করব বল, ওরা গেট দিয়ে ঢোকার আগে থেকে যে শোরগোল শুরু করল, হট্টগোলের মধ্যে তোমাকে ডাকার কথা ভুলেই গেছি'!

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম রে? আমার মাথাটাথা ভোঁ ভোঁ করছে। মনে হচ্ছে রোবট হয়ে গেছি।'

'বেশি না, হয়তো বিশ মিনিট। জানো আপু, আজ তোমার বিয়ে'! খুশিতে হাততালি দিতে লাগল নাজিয়া।

সায়মার ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গিয়ে বিস্ময় ছেয়ে গেল চোখেমুখে। কারণ নাজিয়ার চেহারায় সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সে ফাজলামো করছে না। সে জানে এমন ঘটনা ওদের বাড়িতে ঘটা অসম্ভব নয়। সে জানে কোনো কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু ওর মাথাটা গরম হয়ে গেল। সব রিদওয়ানের দোষ! নিশ্চয় ওর বিয়েতে গিয়ে কাউকে পছন্দ হয়েছে চাচাদের! ঐ ছেলেই বা কেমন, যে সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল? বিয়ে তো একসময় করতে হবে, করতে ওর আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে ঘুম থেকে তুলে বিয়ে! এখন কী করা যায়, কার কাছ থেকে ঘটনা জানা যায় সেই চিন্তা করতে লাগল সায়মা। নাজিয়া যেহেতু বাসায় ছিল, সেও কোনো তথ্য সরবরাহ করে

www.pathagar.com

সহযোগিতা করতে পারবে না। অথচ ছাগলটা কী খুশি! পরিস্থিতি অন্যরকম হলে অবশ্য সেও খুব খুশি হতো। একদিনে দু'দুটো ভাই-বোনের বিয়ে কি আর সবসময় ঘটে! কিন্তু ওর কষ্ট লাগল, নতুন ভাবীটার চেহারা দেখার আগেই তাকে এই প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে এমন এক জায়গায় চলে যেতে হবে, এমন একজনের হাত ধরে, যার নামটা পর্যন্ত সে জানে না!

কিছু বলার আগেই চাচীরা রুমে ঢুকলেন গহনা আর ওড়না নিয়ে। এক এক চাচী এক এক দিকে কাজে লেগে গেলেন। কেউ কানের দুল পরাচ্ছেন, কেউ গলার হার, কেউবা চুল বাঁধছেন। বড়চাচী বললেন, 'মা, তোর বাপ-চাচাদের তো চিনিস। আমরা কত করে বললাম, আমরা সবাই খুশি এবং রাজি, এতবড় একটা ঝামেলার পর বিয়েটা অন্তত তিনদিন পরে হোক। কে শোনে কার কথা? সেজবউ, কাজি সাহেব চলে এলেন বলে। ওড়না আটকাতে না পারলে আপাতত হাত দিয়ে ধরে রাখো।'

সাথে সাথে নাজিয়ার রুমের দরজায় ছোট চাচার গলা শোনা গেল, 'কাজি সাহেব এসেছেন, ভেতরে আনব?'

সায়মার মনে হলো সে ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে যেমন কেবল নড়াচড়া দেখা যায়, শব্দ শোনা যায় না; তেমনি সে কাজি সাহেবকে দেখতে পাচ্ছে, উনার ঠোঁট দুটোর নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারছে উনি কিছু বলছেন, কিন্তু মাথার ভেতরে শোঁ শোঁ শব্দের জন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কাজি সাহেবের কোনো প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারলো না। শেষে মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বাবা, বড়চাচা, ছোটচাচা আর কাজি সাহেব চলে গেলেন।

চাচীরা সবাই তাকে আরেক রুমে নিয়ে গেল। একটু পরে বর আসবে, তাই। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, এতক্ষণ সে ঘুমের ঘোরে টের পায়নি। সে এখন বিবাহিতা! একটু পরে একজন অপরিচিত লোকের সাথে ওর দেখা হবে, যার সাথে বাকি জীবন তাকে কাটাতে হবে। লোকটার নাম কী, বাস কোথায়, তার পরিবারে কে কে আছে, লোকটার স্বভাব কেমন, সে দেখতে কেমন। কিছুই সে জানে না!

www.pathagar.com

খানিক পর রিদওয়ান এসে রুমে ঢুকল। ওকে দেখে সায়মার খেয়াল হলো, 'আরে! এতো রিদওয়ানের জন্য সাজানো রুম'! কিন্তু সায়মাকে এই রুম দেয়া হলে নতুন বউকে তবে কোথায় দেয়া হলো?

সে রিদওয়ানকে বলল, 'বন্ধু, তুমি ভুল রুমে এসেছ। তবে আমি জানি না ভাবীকে কোন রুমে দেয়া হয়েছে। দেখ, তোমার জন্য আমার কী অবস্থা! তোমার বিয়েতে গিয়ে চাচাদের কাকে না কাকে পছন্দ হয়েছে, আর আমাকে ঘুম থেকে তুলে বিয়ে দিয়ে দিল'!

রিদওয়ান নির্লিপ্তভাবে বলল, 'তাই?'

ওর রি-অ্যাকশন অভাব দেখে সায়মার মাথায় রাগ চড়ে গেল। 'আমি ভাবলাম তুমি আমাকে সহানুভূতি জানাতে এসেছ। আমার ব্যাপারে তোমার যদি কোনো মাথাব্যথা না থাকে তাহলে বউয়ের কাছে যাও। আমার বর যেকোনো সময় এসে পড়বে, তাকেই বলব এসব কথা।'

রিদওয়ান তখন হেসে বলল, 'আহারে, বরের সাথে কথা বলার জন্য এত উতলা! আগে আমার কথা শোন। আমার বিয়েতে কী হয়েছে তুই তো জানিস না।'

সায়মা ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'তোমার বউয়ের সাথে ঝামেলা করতে না পারার জন্যই তো ভাবীর চেহারা দেখার আগেই আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলে! বিয়েতে তো যেতে পারলামই না, সারাদিন খেটেখুটে বিয়ের খাবার পর্যন্ত পেলাম না! শুকনো গল্প বলে এখন কি হবে?'

রিদওয়ান বলল, 'তোর শ্বশুরবাড়ির কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা কোনো কথা-বার্তা হয়েছে?'

সায়মার এতক্ষণে মনে হলো, 'আরে তাইতো! ওদের বাড়ি থেকে কি কোনো মহিলা আসেননি? কাউকে তো এখনো দেখলাম না।'

সে আনমনে বলল, 'না বন্ধু, সব তো আমাদের বাড়ির লোক।'

তাহলে কি তারা এই বিয়েতে খুশি নয়? ব্যাপারটা সায়মাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিল।

www.pathagar.com

সায়মার নিরবতার সুযোগে রিদওয়ান ওর বিয়ের কাহিনি বলতে শুরু করল, 'তুই তো জানিস আমার একটা মেয়েকে পছন্দ ছিল; কিন্তু বলতে পারিনি। মেয়েটা খুব ভালো, যদিও একটু বদরাগী। ওকে বিয়ে করতে না পারলে শুধু শুধু জানিয়ে মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? আজ বিয়েতে যেতে যেতে ভাবছিলাম, 'আল্লাহ, কিছু একটা কর! কিছু একটা কর'! কিন্তু কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, ট্রেন লেট পর্যন্ত হলো না। তবে বিয়েবাড়িতে পৌঁছুতেই দেখি লোকজনের চোখমুখ বেজার হয়ে আছে। ওরা বলল, বিয়ে ক্যান্সেল, ওদের মেয়ের জন্য আমি উপযুক্ত পাত্র নই।'

সায়মা তো ভীষণ অবাক! নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে সে বলল, 'বন্ধু, তোমার ব্যাপারে ওরা কী করে এমন কথা বলল? এটা বাজে কথা। তোমার চেয়ে ভালো পাত্র হতেই পারে না! কিন্তু তাহলে ওরা প্রথমে বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন কেন?'

রিদওয়ান বলল, 'আরে বাবা! আগে গল্পটা তো বলে শেষ করতে দে! প্রথমে ভাবলাম, যা বলে বলুক। বিয়ে যেহেতু হচ্ছে না, আমার এখনো একটা চান্স আছে। কিন্তু তুই তো জানিস আমাদের বাপ-চাচারা কী পরিমাণ বদরাগী। বিয়ের আসরে বাবা চিৎকার করে বলে ফেলল, 'আমি যদি আজই আমার ছেলের বিয়ে না দিয়েছি তাহলে আমার নাম পরিবর্তন করে ফেলব'! ব্যাস, আর পায় কে? সাথে সাথে অ্যাবাউট টার্ন। ট্রেনে বসেই পাত্রী সাব্যস্ত'!

সায়মা চোখ গোল গোল করে বলল, 'তার মানে এই সময়ের মধ্যে ওরা তোমার আমার দুজনের জন্যই পাত্র পাত্রী ঠিক করে ফেলেছে? আমি জানতাম সব দোষ তোমার! তোমার জন্যই আমাকে এভাবে বিয়ে করতে হলো।'

রিদওয়ান মুখ গম্ভীর করে বলল, 'ঠিক বলেছিস। তোর কথা জানি না, তবে আমি খুশি। যেভাবেই হোক, আমি আমার পছন্দের মেয়েটিকে পেয়েছি।'

সায়মা বলল, 'তাই? যাক, অন্তত আমাদের একজন তো খুশি! তা মেয়েটি কে এবার তো বলতে পার?'

রিদওয়ান বলল, 'আমার যার সাথে বিয়ে হয়েছে, সে'!

'ফাজলামি রাখ তো'! রেগে গেল সায়মা, 'ভাবী কোথায়? চল দেখে আসি।'

রিদওয়ান বলল, 'কোথাও যেতে হবে না, সে এখানেই আছে।'

www.pathagar.com

সায়মা হতভম্ব হয়ে রিদওয়ানের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো- এ কেমন ধাঁধাঁ? তারপর হঠাৎ যেন সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। কেন তাকে ঘুম থেকে তুলে বিয়ে দিয়ে দেয়া হলো! কেন নিজেদের লোকজন ছাড়া আর কাউকে বিয়েতে দেখেনি। কেন বাড়ির লোকজন এত হুলস্থুলের মধ্যেও এত খুশি, কেন তাকে এই রুমে থাকতে দেয়া হয়েছে। কেন তাকে আর কোনোদিন আপনজনদের সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে হবে না! ওর মুখে অনুভূতির রঙগুলো এত দ্রুত পালাবদল করছিল যে, সে নিজেই বুঝে পেল না, কোথায় মুখ লুকাবে।

রিদওয়ান বলল, 'আরেকটা কথা, তুই তো আবার জনদরদী, মানুষের চিন্তায় অস্থির হয়ে যাস। তাই বলি, যে মেয়েটাকে আমার জন্য ঠিক করা হয়েছিল তার অন্য জায়গায় পছন্দ ছিল। সে বিয়ে করবে না বলে বেঁকে বসল। তখন ওর পরিবারের লোকজন জনসমক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্যই মেয়ের না-রাজীর কথা না বলে পাত্র উপযুক্ত নয় বলেছে। সুতরাং আমার জন্য না হলেও অন্তত ওর জন্য তুই খুশি হতে পারিস। তবে আমাকে যে তুই পাত্র হিসেবে খুব একটা খারাপ মনে করিসনা এটা জানতে পেরে আশ্বস্ত হলাম। অনেক ধকল গেছে রে আজ। তোর সাথে কথা বলার জন্য সারাজীবন পড়ে আছে। এবার বকবক থামা। আমাকে একটু ঘুমোতে দে'!

www.pathagar.com

স্বপ্নভঙ্গ

আজ কয়েক সপ্তাহ পর ঘরে ফিরে রাহির প্রথমেই মনে হলো মিনার কথা। কতদিন মিনার সাথে কথা হয় না! অথচ বাসায় থাকলে দুজনে প্রতিদিনই দেখা হয়। দেখা না হলেও নিদেনপক্ষে ফোনে তো কথা হয়ই। বহুদিন পর ছুটি পেয়ে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল সে। সেখানে থাকতে ভালোই লাগছিল। শিকড়ের কাছে গেলে কার না ভালো লাগে! কিন্তু ছুটিতে থেকেও সে মিনাকে ভীষণ মিস করছিল।

ঘরে ফেরা মাত্রই হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে মিনাকে ফোন করল রাহি। মায়ের চোখ রাঙ্গানী উপেক্ষা করে ফোনটা নিয়ে ড্রইংরুমে বসল আয়েশ করে। লম্বা আলাপের প্রস্তুতি। ওদিক থেকে মিনার কথা যেন উপচে পড়ছে!

'কিরে, কোথায় যে গেলি! ফোন নেই, মোবাইল নেই। মনে হয় একেবারে পৃথিবীর বাইরে'!

'না রে, তোর কথা প্রতিদিন মনে হয়েছে। কিন্তু তুই তো জানিস আমরা ছাড়া আমাদের আত্মীয়স্বজন আর কেউ চট্টগ্রামে থাকে না। এতদিন পর আমাকে পেয়ে কোনো ছাড়াছাড়ি নেই। সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, গল্পগুজব। তবে তোকে সত্যিই খুব মিস করেছি রে! দেখছিস না, এইমাত্র এলাম, ভাতও খাইনি, ফোন নিয়ে বসলাম। আম্মু চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে আছে, হি হি হি।'

www.pathagar.com

'তাহলে যা, তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে আয়। তারপর আমি ফোন করব, কথা আছে।'

'তাহলে তো খাওয়াই যাবে না। কথা না শুনে ভাত খেতে গেলে আমার পেটের গণ্ডগোল হয়ে যাবে! তাড়াতাড়ি বলা শুরু কর।'

'কী মুশকিল! আচ্ছা, শোন তাহলে, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে...'

'মিনা আ আ আ', খুশিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাহি, 'তুই এতক্ষণ কী করে এই কথাটা চেপে রাখলি? কবে কী হলো? ছেলে কেমন? আঙ্কেল-আন্টি খুশি তো?'

'আহ, এত প্রশ্নের উত্তর একবারে কিভাবে দেব? এক এক করে বলতে দে রে বাবা! গত সপ্তাহে ওরা আমাকে দেখে গেলো। আবার গতকাল এসে আংটি পরিয়ে দিলো। ছেলে ডাক্তার। সুতরাং, বুঝতেই পারছিস, আম্মু খুশিতে আটখানা।'

'তুই খুশি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই'!

'ছেলের সাথে কথা বলেছিস?'

'নাহ, আমার বোন বলেছে।'

'ছেলে দেখতে কেমন?'

'জানি না, আমি তো দেখিনি। আমার বোন দেখেছে, ও বলেছে ভালোই।'

'আমি বুঝলাম না, বিয়ে কি তোর না তোর বোনের? তুই তো ইসলাম সম্পর্কে আমার চেয়ে ভালো জানিস। যার সাথে সারাজীবন থাকবি তাকে একনজর দেখবি না? একবার কথা বলে বুঝার চেষ্টা করবি না। তার সাথে তোর মনের মিল হবে কি না? ছেলে ডাক্তার, ফেরেস্তা তো না'!

'সত্যি কথা বলি, কথাটা আমারও মনে এসেছে। কিন্তু আব্বু আম্মুকে কী করে বলি?'

'আন্টিকে ফোন দে, আমি বলছি।'

www.pathagar.com

'ধুর, তুই আসায় এখন আমি সাহস পাচ্ছি। তুই ভাত খেতে যা, আমি আম্মুর সাথে কথা বলে তোকে জানাচ্ছি।'

রাহি ভাত বেড়ে নিতে নিতেই মিনার ফোন এলো। আম্মুর একটা ভ্রু একটু উঁচু হয়ে গেল। কিন্তু তিনি তাঁর মেয়েকে জানেন, তাই কিছু বললেন না। ওপাশ থেকে মিনার স্বর শুনে ওর মনের ভেতরকার আন্দোলন টের পাওয়া যাচ্ছে, 'আম্মুকে বলার সাথে সাথে' আম্মু রাজি হয়ে গেল, যেহেতু অলরেডি আংটি পরানো হয়ে গেছে। ঘটক পাশের বাসার আমিন চাচা। উনার সাথে কথা বলতেই উনি জানালেন ছেলে এখন উনার বাসায় আছে। তাই আমি এখন যাচ্ছি, আমার ভবিষ্যৎকে নিজ চোখে দেখতে। দোয়া করিস, যেন প্রথম দেখাতেই ভালো লাগে। আমি এসেই তোকে ফোন করব।'

ভাতের টেবিলে ফিরে গিয়ে রাহি যেন কল্পনার রাজ্যে অবগাহন করতে লাগল। ওর বান্ধবীটি হবু স্বামীর সাথে কথা বলে আনন্দে আপ্লুত। ওর শ্বশুরবাড়ি যাবার ব্যাপারে যে ভয়-দ্বিধা-সংকোচ সব এই সাক্ষাতের মাধ্যমে দূর হয়ে গেল। তারপর Happily ever after! ওর কল্পনায় ছেদ ঘটিয়ে মিনার ফোন। এবার আম্মু টেবিল থেকে উঠে চলে গেলেন। বেচারি, রাহির জ্বালায় তাঁর জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে গেল! কিন্তু ওপাশে মিনার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর রাহিকে আপাতত আম্মুর দুশ্চিন্তার কথা ভুলিয়ে দিল।

'কিরে! তুই গেলি কখন, এলি কখন, কথা বললি কখন?'

মিনা হাঁপাচ্ছিল, 'তুই চুপচাপ আমার কথা শোন। তারপর বল আমার কী করা উচিত?'

মিনার সিরিয়াসনেস রাহিকে সটান অ্যাটেনশন ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে দিল, 'বল।'

'আমি দুরাকাত নামায পড়ে দোয়া করলাম যেন ছেলেকে আমার পছন্দ হয়। তারপর পাশের বাসায় গেলাম। চাচা বাসায় ছিল না। চাচী দরজা খুলে দিয়ে আমাদের কিছুটা আড়াল দেয়ার জন্য বেডরুমে চলে গেলেন। বুয়া ডাইনিং টেবিল মুছে রান্নাঘরে চলে গেল। ড্রইংরুমে কেউ নেই। ডাইনিং রুমে দেখি হুজুর বসা। আমি কিছুক্ষণ এদিক সেদিক তাকিয়ে আর কাউকে দেখলাম না। তারপর চিন্তা করলাম, 'এ বাসায় তো কোনো

www.pathagar.com

বাচ্চা নেই! তাহলে ঐ হুজুরই নিশ্চয় আমার হবু বর'! তুই তো জানিস, আমি দাড়ি পছন্দ করি। কিন্তু এই লোকটার গুটিকয়েক দাড়ি, অযত্নে এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে। তার না আছে ছাঁট, না আছে যত্ন! লোকটা একটা পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরে আছে। না জানি কতদিন মার দেয়া বা ইস্ত্রি করা হয় না। কে বলবে সে একজন ডাক্তার? পরে জানলাম, সে সবসময় পাজামা পাঞ্জাবীই পরে। পাজামা পাঞ্জাবীর ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু একটা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপার আছে না? মনে মনে ভাবলাম, 'যাই হোক, বিয়ের পর দাড়ি ঠিকঠাক করে, আড়ং থেকে পাঞ্জাবী পাজামা কিনে লোকটাকে মানুষ করতে হবে।'

'দেখা হবার পর সালাম দিলাম, সে কোনো জবাব দিলো না। যেন সালামটা তার প্রাপ্য। বসে থেকেই বলল, 'বস।' আমার তো অতটুকুতেই মাথা খারাপ! প্রথমত, এই লোক মহিলাদের সম্মান করতে জানে না; দ্বিতীয়ত, এঙ্গেজমেন্ট হতেই সে ধরে নিয়েছে সে একটা অপরিচিত মেয়েকে প্রথম দেখাতেই 'তুমি' বলতে পারে! বিয়ে হলে তো এই লোক আমাকে পাত্তাই দেবে না!

'তুই যদি ভাবিস এতটুকুতেই আমি ভেঙ্গে পড়লাম, তাহলে শোন তারপর কি হলো। আমাকে কিচ্ছু জিজ্ঞেস না করে সে নিজেই গড়গড় করে বলতে শুরু করল, 'তোমাকে পর্দা করতে হবে, নামায পড়তে হবে, বাসায় টিভি রাখা যাবে না। সুতরাং তোমাকে টিভি দেখা ছেড়ে দিতে হবে...।'

'সে দেখতেই পাচ্ছে আমি পর্দা করি। এতে ধরে নেয়া যায় আমি নামাযও পড়ি। টিভি দেখার প্রতি আমার তেমন নেশা নেই, অনার্সের ছাত্রীদের এতো সময় কোথায়? কিন্তু যে লোকের অ্যাটিচ্যুড প্রথম থেকেই স্বৈরাচারী ধরনের তার সাথে কী করে ঘর করব? সবশেষে সে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা বা আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, 'এবার তুমি যেতে পার।' আমি হতভম্ব হয়ে চলে এলাম।

'সত্যি কথা, রাহি, আমি যদি বাসর রাতে এই লোককে প্রথম দেখতাম তবে হার্টফেল করে মারা যেতাম! আল্লাহ তোকে রহমত করুন যে, তুই

www.pathagar.com

আমাকে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলি। আমি এখন বুঝলাম, নিজে দেখা আর কাছের মানুষের দেখাতেও অনেক তফাৎ। আব্বুর সামনে নিশ্চয় সে খুব ভদ্র ছেলের মতো চুপচাপ বসেছিল। সুতরাং আব্বুর মনে হয়েছে, 'বাহ, কত ভালো ছেলে, মুরুব্বীদের কত সম্মান করে'! আম্মুর তো ডাক্তার দেখে আর কোনো কিছু জানার বা চাওয়ার ছিল না। আমার বোন যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে অতটা সচেতন নয়। তাই হয়তো ওর মনে হয়েছে, মিনা যেহেতু পর্দা করে ওর নিশ্চয় অ্যাপিয়ারেন্সের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই! সবচেয়ে বড় কথা, সে আমাকে যা বলেছে এসব তো আর কারো সাথে বলার কথা না। তাহলে ওরা বুঝবে কি করে যে এরকম একজন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এমন এক... সত্ত্বা লুকিয়ে আছে?

'রাহি, আমি এই বিয়ে করতে পারব না! সারাজীবন আগুনের মধ্যে বসবাস করা কি সম্ভব? কিন্তু আম্মুকে বুঝাবে কে?'

রাহি শেষ পর্যন্ত কথা বলল, 'মিনা, তুই যদি মনে করিস তুই কোনোভাবেই এই লোকের সাথে সংসার করতে পারবি না, তাহলে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সময়। তুই আন্টির সাথে কথা বল। সংসার যেহেতু তুই করবি, তোর হক সবার আগে।'

তারপর তিনদিন মিনাদের বাসায় ঝড় চলল। মিনার আম্মু কিছুতেই এই বিয়ে ভাঙতে দেবেন না। মিনার রাজ্যের বান্ধবীরা এসে ওর আম্মুকে বুঝানোর চেষ্টা করল। উনার এক কথা, 'ছেলে ডাক্তার। তাছাড়া আংটি পরানো হয়ে গিয়েছে। এখন এই বিয়ে হবেই।'

তিনদিন পর মিনা রাহিকে ফোন করে বলল, 'এবার তোকে আসতে হবে, আমি জানি আম্মু তোর ছাড়া আর কারো কথা শুনবে না।'

রাহি এই জিনিসটাই ভয় পাচ্ছিল। আন্টি রাহিকে এতো ভালোবাসেন যে, তাঁকে কষ্ট দিতে ওর ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু মিনাকে সাহায্য করতে হলে এই কঠিন কাজটিই ওকে করতে হবে।

www.pathagar.com

সেদিন বিকেলে সে মিনাদের বাসায় গেল। ঘরভর্তি মিনার বান্ধবীদের দল, মাঝখানে আন্টি অনড়। রাহিকে দেখে আন্টি সম্বিত ফিরে পাবার মতো দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, 'কেমন আছিস মা? এতদিন পর এলি? আয়, আগে ভাত খাবি।'

রাহিকে নিয়ে আন্টি ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে দিলেন। আন্টিকে কি বলবে এই টেনশনে রাহি তখনও খেতে পারেনি। কিন্তু কথাগুলো সে সবার সামনে বলতে চাইছিল না। তাই খাবার ছলে সে কিছু সময় ব্যয় করতে চাইল যেন অন্যরা সবাই চলে যায়। আন্টি সব সময়কার মতো আদর করে ওকে মুরগির রান তুলে দিয়ে অন্যদের বিদায় করতে চলে গেলেন। সে এত বছরে যা বলতে পারেনি তা আজও বলতে পারল না। 'আন্টি, আমি রান পছন্দ করি না। বুকের মাংস পছন্দ করি।'

আন্টি চলে যেতেই মিনা কাছে এল। আস্তে করে বলল, 'Thank you'!

রাহি বলল, 'শোন, তাড়াতাড়ি সবাইকে বিদায় কর। আমি আন্টির সাথে একা কথা বলব। তুই তো জানিস আমার বাসায় সান্ধ্য-আইন, মাগরিবের আগেই ফিরতে হবে।'

মিনার বান্ধবীরা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাবার সময় ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে করুণ চেহারা করে রাহির কাছে বিদায় নিয়ে যেতে লাগল। সবাই চলে গেলে আন্টি এসে ওর পাশে বসলেন, 'দেখ তো মা, মিনা কী শুরু করেছে! ডাক্তার ছেলে, সে বলে কিনা বিয়ে করবে না! বল তো মা আমি ওকে কী করে বুঝাই?'

মিনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, রাহি ওকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিল। একটু হেসে বলল, 'আন্টি, আপনার খুশি দেখে আমার যে কি মজা লাগছে! মনে হচ্ছে, আপনারই বিয়ে হচ্ছে'!

আন্টি একগাল হেসে বললেন, 'তুই না খুব দুষ্টুমি করিস। তবে এই বিয়েতে আমি খুব খুশি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

www.pathagar.com

'আন্টি, একটা জিনিস ভেবে দেখুন তো, সংসার তো আপনি করবেন না, করবে মিনা। তাহলে আপনার পছন্দের পাশাপাশি ওর পছন্দ হওয়াটাও কি জরুরি নয়?'

আন্টি মাথা ঝাঁকালেন, 'সে তো শুধু শুধুই বিয়েতে অমত করছে'!

রাহি বলে চলল, 'এটাতো মিনার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার, আন্টি! ধরুন, ছেলের সবকিছু ভালো, তারপরও মিনা তাকে সহ্য করতে পারে না। কী হবে বলুন তো? সে অসুখী হবে, কদিন পর পর বাপের বাড়ি চলে আসবে। ওর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি ওকে আবার ফেরত পাঠাতে বাধ্য হবেন। সে কান্নাকাটি করে আপনাকে দোষারোপ করবে। বলুন তো আন্টি, আপনার মেয়ে যদি সুখী না হয়, আপনি কি সুখী হবেন?'

আন্টি মরিয়া হয়ে বললেন, 'কিন্তু ছেলে যে ডাক্তার'!

আন্টির ছেলেমানুষি দেখে হাসল রাহি, 'আন্টি, ডাক্তার তো বাংলাদেশে অনেক আছে। হয়তো ওর জন্য এমন ডাক্তার আপনি পেয়ে যেতে পারেন যাকে ওর পছন্দ হবে। আর যদি কোনো ডাক্তার পাওয়া নাই যায়, তাহলেও বলুন তো ওর খুশি হওয়া বড় নাকি জামাই ডাক্তার হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যে মেয়েকে আপনি এত আদর দিয়ে যত্ন করে বড় করেছেন, তাকে চোখের সামনে অশান্তির আগুনে জ্বলতে দেখে শুধু জামাই ডাক্তার বলেই কি আপনি শান্তি পাবেন আন্টি?'

আন্টি কিছুক্ষণ ভাবলেন, একবার মিনার দিকে আরেকবার রাহির দিকে তাকালেন, তারপর অশ্রুসংবরণ করতে না পেরে উঠে বেডরুমে চলে গেলেন।

পরদিন মিনা আংটি ফেরত দিয়ে দিল।

www.pathagar.com

মহাকাব্য

বরষাকে দেখলে মহাকাব্যের নায়িকা মনে হতো। ওর একটা প্রেম ছিল। ছেলেটা আচমকা মারা যাবার পর ওর নায়িকাসুলভ চেহারায় বিষন্নতার ছাপ মেঘনাদপ্রিয়ার কথাই মনে করিয়ে দিত। সে কারো সাথে খুব একটা কথা বলত না, কলেজেও আসত কদাচিৎ।

রাহির সাথে বরষার কথাবার্তা 'কেমন আছ, ভালো আছি'র গণ্ডী পেরোয় কলেজে মার্কশিট আনতে গিয়ে। অনার্সে দুজন দুই জায়গায় ভর্তি হয়েছে। এই নিয়ে কথা বলতে বলতে অনেক কথা হয়ে গেল। বরষা রাহির ফোন নম্বর চাইলে ও মনে মনে ভাবল, 'তোমার দুই বছরে কারো সাথে কথা বলার সময় হয়নি, আর তুমি করবে আমাকে ফোন'! কিন্তু নম্বর দিয়ে দিল।

রাহিকে অবাক করে দিয়ে সেদিন বিকেলেই বরষা ওকে ফোন করল। তারপর থেকে প্রতিদিনই সে ফোন করত। রাহি বুঝতে পারল, বহুদিন পর বিষন্নতা কাটিয়ে উঠে বরষা যখন হঠাৎ আবিষ্কার করল ওর আশেপাশে আর কেউ অবশিষ্ট নেই, তখন সে বন্ধুত্বের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। রাহির তাতে সমস্যা নেই। কীভাবে কীভাবে যেন সব সমস্যাগুলো খুঁজে পেতে ওর কাছে চলে আসে! সে এতে এত অভ্যস্ত যে, ওর কাছে এখন এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হয়।

www.pathagar.com

অতিরিক্ত সুন্দরী মেয়েদের বেলা যা হয়, ছাত্রীত্ব বজায় রাখার জন্য যতটুকু ক্লাস না করলেই নয় তার বাইরে বরষা কোথাও যেতে পারত না। রাহি মাঝেমধ্যে বরষার বাসায় যেত বটে। কিন্তু বিশাল বন্ধুগোষ্ঠীর সবাইকে সবসময় খুশি করা সম্ভব হতো না। তাই ওদের দুজনের বন্ধুত্ব মূলত ফোনে ফোনেই অগ্রসর হতে থাকে। এভাবেই ওরা জেনে যায় পরস্পরের সমস্ত খবর, আদানপ্রদান হয় সকল সংবাদ।

প্রায় একবছর পর, একদিন বরষা রাহিকে ফোন করে জানায়, 'আজ আমাকে দেখতে আসবে।'

এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। ওর জন্য প্রায় প্রতিদিনই নিদেনপক্ষে একহালি প্রস্তাব আসত। তার মধ্যে অনেক বেছে-বুছেও ওকে প্রায়ই জনসমক্ষে প্রদর্শনী দিতে হতো। তবে এবার ওকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল। রাহি খুব খুশি হলো বান্ধবীকে আনন্দিত দেখে।

হঠাৎ বরষা বলে বসল, 'জানো? তোমার বিবেচনার ওপর আমার ভীষণ আস্থা। তুমি রাজি হলেই কেবল আমি এই বিয়েতে মত দেব, নতুবা নয়।'

বরষার শিশুসুলভ সরলতায় রাহি হেসে ফেলল, 'শোন, সংসার আমি করব না। করবে তুমি। পছন্দ করার অধিকার এবং দায়িত্ব তোমার আর তোমার পরিবারের। তারপর যেখানে যা সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, আমি আছি ইনশাআল্লাহ।'

বরপক্ষ চলে যাওয়ামাত্র রাহিকে ফোন করল বরষা। ওর গলা শুনেই রাহি বেশ বুঝতে পারছিল এই বিয়ের ব্যাপারে বরষার কোনোপ্রকার দ্বিধা নেই। ওকে দেখার জন্য ওর হবু শ্বশুরবাড়ির সবাই এসেছিল। সে তাদের আচরণে মুগ্ধ আর হবু শাশুড়িকে সে তখন থেকেই মা ডাকতে শুরু করে দিয়েছে! ওর গলায় উচ্ছ্বাস শুনে রাহির মনে হলো, বহুদিন পর বরষা স্বাভাবিক তরুণীসুলভ উচ্ছলতায় জেগে উঠেছে। যে বিষন্নতা ওকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখত তার লেশমাত্র নেই। এ এক নতুন বরষা! মন থেকে বান্ধবীর হবু শ্বশুরবাড়ির সবাইকে পছন্দ করে ফেলল রাহি।

সাতদিন পর হঠাৎ বরষার গলার সেই উচ্ছ্বাস কেমন যেন স্তিমিত মনে হলো।

www.pathagar.com

'কী হয়েছে বরষা?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল রাহি।

'এমন লজ্জার কথা কী করে বলি, রাহি? কিভাবে আব্বা আম্মাকে বুঝাই?'

'আগে তো বল কী হয়েছে?'

'আমার আপা এই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চায়।'

'যাহ'!

'তুমিও যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর তাহলে কে করবে, বল?' হতাশ হয়ে যায় বরষা।

'আচ্ছা, আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু তোমার কেন এমন মনে হলো আমাকে বুঝিয়ে বল তো। আমার তো মনে হয় বড় আপা তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।'

'তা তো করেই, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ও কিছুতেই হিংসা দমন করতে পারছে না।'

'হিংসা'!

'তোমাকে তো বলেছি, ও পালিয়ে বিয়ে করেছে। সেজন্য ও আজ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়িতে বউয়ের মর্যাদা পায়নি। আব্বা-আম্মাও ওর সাথে বহুবছর যোগাযোগ রাখেননি। মাত্র গতবছর থেকে ওর অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে, ওরা ওকে বাসায় আসতে দিচ্ছেন। আমাকে দেখানোর সময় ওকে ডাকা হয়নি। ওর বিয়েতে কেউ যায়নি। আর আমার বিয়েতে শুধু দেখার জন্যই সম্পূর্ণ শ্বশুরকুল এসেছিল। আব্বা-আম্মা আমার বিয়েতে এমন ধুমধাম করছেন যা মানুষ সচরাচর বড় মেয়ের বিয়েতে করে। ও কিছুতেই এসব হজম করতে পারছে না। আমাকে দেখে যাবার চারদিন পর, যেদিন ওরা আংটি পরাতে এলো, আপা দুপুর থেকেই বাসায় এসে বসে রইল। আম্মা মানা করার পরও সে অনুষ্ঠানে সবার সামনে এসে বসল। তখন ওকে পরিচয় করিয়ে দিতে হলো। পরদিন ও এসে আম্মাকে বলে, 'এই বিয়ে ভেঙ্গে দাও।'

www.pathagar.com

'আম্মা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'ও বলল, 'ছেলের ফিগার ভালো না।'

'আম্মা বলল, 'এতে যদি বরষার সমস্যা না হয়, তো তোর সমস্যা কী? ওর শাশুড়ি তো প্রতিদিন ফোন করে ওর সাথে কথা বলেন। ও যেখানে খুশি, সেখানে ফিগার দিয়ে কি হবে?'

'কিন্তু আপাকে তো আমি চিনি। ও যা ঠিক করে, তা করেই ছাড়ে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ও এই বিয়ে হতে দেবে না।'

রাহি বলল, 'তোমার এই প্রস্তাবটি কতটা পছন্দের তা তুমি তোমার আব্বা-আম্মাকে জানিয়ে রাখ। শান্ত থাক। সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।'

কিন্তু কিছুই ঠিক হলো না। সাতদিন ধরে প্রতিদিনই বরষা রাহিকে বড় আপার নানান কার্যক্রমের বিবরণ শোনাতে লাগল। মহিলার ধৈর্য এবং অধ্যাবসায়ে রাহি মুগ্ধ! অষ্টম দিন বরষা ফোন করে বলল, 'রাহি, আমি আংটি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় আপা বিশ্বস্তসূত্রে খবর এনেছে ছেলের চারিত্রিক সমস্যা আছে।'

রাহি একটু অবাক হলো। আর যাই হোক, চারিত্রিক বিষয়ে মানুষ সহজে মিথ্যা বলে না। সুতরাং বড় আপা হয়তো এ ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি। তবু সে বরষাকে জিজ্ঞেস করল, 'বিশ্বস্ত সূত্রটা কে, তুমি চেন?'

সে বলল, 'মলি আপা, যিনি আমাদের বিয়ের ঘটকালি করেছেন।'

ব্যাপারটা রাহির কাছে বেখাপ্পা মনে হলো। কোনো মহিলা কি জেনেশুনে আরেকজন মহিলার ক্ষতি করতে পারে? ছেলের চারিত্রিক সমস্যা থাকলে তিনি বরষার জন্য প্রস্তাব দেবেনই বা কেন?

রাহি বলল, 'বরষা, তুমি একবার মলি আপাকে ফোন করে জিজ্ঞেস কর। বল, বড় আপাকে উনি কী বলেছেন তুমি নিজে শুনতে চাও।'

'কী লাভ রাহি? আমি এই বিয়ের চিন্তা বাদ দিয়েছি।'

www.pathagar.com

'তারপরও তুমি একটা ফোন কর।'

'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ, আমি ফোন করে কথা বলছি।'

একঘণ্টা পর বরষা ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে অস্থির, 'রাহি, আমি কল্পনাও করতে পারিনি, আমার আপা আমার এত বড় ক্ষতি করবে! মলি আপার সাথে ওর দেখাই হয়নি! উনি বলছেন, 'তোমার আংটি পেয়েছি। কিন্তু তুমি কী করে ধারণা করলে আমি তোমার এমন সর্বনাশ করতে পারি? এমন ছেলে তুমি আরেকটা পাবে না।' কিন্তু আমি তো নিজের হাতে সব শেষ করে দিলাম! এখন আমি কী করব রাহি?'

রাহি সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পেল না।

দুদিন পর বরষা ফোন করে জানাল ছেলে ওকে আংটি ফেরত পাঠিয়েছে। সাথে সাথে ওর আব্বাকে ফোন করে অনুমতি নিয়ে ওর সাথে কথা বলেছে। জীবনে প্রথম আলাপ। অথচ সে কি বকা! 'আপনাকে আংটি কি মলি আপা পরিয়েছিল? আপনি কী বুঝে উনাকে আংটি ফেরত পাঠালেন? ভাগ্য ভালো যে, উনি আমার মাকে জানানোর আগে আমাকে খবর দিয়েছিলেন! আপনি জানেন, আমার মা এই খবর পেলে কী পরিমাণ কষ্ট পেতেন? নিন, আমার ফোন নম্বর রাখুন। ভবিষ্যতে আমার চরিত্র নিয়ে কোনোপ্রকার সন্দেহ হলে সরাসরি আমাকে ফোন করে জেনে নেবেন। তারপর সন্তুষ্ট না হলে আমি নিজে এসে আংটি ফেরত নিয়ে যাব। আর শুনুন, আপনার এই কাণ্ডকীর্তির ব্যাপারে আমার মাকে জানানোর প্রয়োজন নেই। আরেকটা কথা, আপনি কি সারাজীবন এভাবে মানুষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন? না নিজেও কিছু বুদ্ধি খরচ করবেন?'

বকা খেয়েও বরষা খুশি হলো। ওর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা গেল এবং হবু শাশুড়িকে কষ্ট দেয়া হলো না। ওর গল্প শুনে রাহিও বান্ধবীর খুশিতে আপ্লুত হলো ।

বড় আপার চেষ্টা অব্যাহত রইল। আব্বা-আম্মা সাবধান হয়ে যাওয়াতে উনি সুবিধা করতে পারছিলেন না। সাতদিন পর উনি অস্থির হয়ে চরম সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নিলেন। বরষা বুঝতে পারছিল উনার উদ্দেশ্য সুবিধার নয়। কিন্তু পুরোপুরি বুঝে উঠার আগেই উনি ওর আব্বা-আম্মার রুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা আটকে দিলেন। ভেতর থেকে ফোন করার শব্দ পেয়ে সে দৌড়ে ড্রয়িং রুমের ফোন তুলতেই ওপাশ থেকে ওর হবু বরের গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো'!

বড় আপা নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর বরষার চরিত্র নিয়ে যে বানোয়াট ফিরিস্তি শুরু করলেন তাতে বরষার দুচোখে প্লাবন নেমে এলো।

অনেকক্ষণ পর হবু বর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এসব কথা আমাকে কেন বলছেন?'

বড় আপা মোহনীয় কণ্ঠে বললেন, 'আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনার উপকার করতে চাই।'

হবু বর বললেন, 'সরি, যিনি নিজের বোনের ক্ষতি করেন, তার উপকার আমি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই।'

বরষার হৃদয় দুলে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে বড় আপা প্রচণ্ড কর্কশ স্বরে এমন সব গালিগালাজ শুরু করেছে যা শুনে বরষার গা রি রি করতে লাগল। ভদ্রলোক কেন যে ফোন রেখে দিচ্ছেন না সে বুঝতে পারল না। কিন্তু উনি কোনো জবাবও দিচ্ছেন না। প্রায় পনেরো মিনিট পর আপা নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনি আছেন, না রণে ভঙ্গ দিয়েছেন?'

হবু বর বললেন, 'আছি।'

বড় আপা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তাহলে কিছু বলছেন না যে?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'আপনি তো পাগল, পাগলের কথায় কোনো জবাব দিতে হয় না।'

বড় আপা ফোন ছুঁড়ে মেরে তার স্বরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। বরষা ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওপাশ থেকে শোনা গেল, 'ফোন রাখবেন না, প্লিজ। আমি জানি আপনি শুরু থেকেই শুনছেন।'

www.pathagar.com

বরষা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'বড় আপার আচরণের জন্য আমি ভীষণ লজ্জিত। বিশ্বাস করুন, আমি ওকে থামাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও রুমের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

হবু বর বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই। উনি যেকোনো কারণেই চান না আমাদের বিয়েটা হোক। আপনি যে কাজটা করবেন তা হলো, এই ব্যাপারে আপনি কাউকে জানাবেন না। আপার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করবেন। উনাকে সফল হতে দেয়া যাবে না। সুতরাং খেয়াল রাখবেন, উনার কারণে যেন বিয়েটা না ভাঙ্গে।'

বরষা অবাক হয়ে বলল, 'এইমাত্র ও যা যা বলল, যা করল, তারপরও আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'

হবু বর বললেন, 'উনি যা বলেছেন সব মিথ্যা আপনিও জানেন, আমিও জানি। উনি তো এমন বাজে কথা আমার ব্যাপারেও বলেছিলেন। তারপরও তো আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন, তাহলে আমি কেন আপনাকে অবিশ্বাস করব?'

'কিন্তু ...'

'কিন্তু কী?'

'বিয়ের পর এর জন্য আপনি আমাকে কথা শোনাবেন না তো?'

'শুনুন, আপনার বোন পাগল, আমি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ। আপনার কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে এখনই বলতে পারেন।'

বরষা হাসতে হাসতে ফোন রেখে দিল। পরে রাহি আর বরষা কথা বলতে বলতে হাসি থামাতেই পারছিল না!

বিয়ের আর সাতদিন বাকি। বরষা রাহিকে ফোন করে ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি আর পারি না রে'!

'আবার কী হলো?'

www.pathagar.com

'বড় আপা আম্মাকে আল্টিমেটাম দিয়েছে, এই বিয়ে হতে পারবে না। হলে সে আর কোনোদিন এই বাসায় আসবে না। আব্বা বাড়ি গেছিলেন তা তো জানো। উনি বাড়ি থেকে রওয়ানা দিয়েছেন। আব্বা এলেই আব্বা আম্মা ওদের বাসায় গিয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে আসবে।'

রাহি কী করবে বুঝে পেলো না। এতদিন পর মেয়েটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। কিন্তু ওর বোন নিজের হিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে ওকে নিজ হাতে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। বাসায় আবার সান্ধ্য আইন। মাগরিবের পর বের হওয়া যাবে না। কিচ্ছু না ভেবে সে বরষাকে বলল, 'আমি আসছি।'

তখন মাগরিব পার হয়ে প্রায় এশার সময় হয়ে এসেছে। বহু কষ্টে আম্মুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একজন Escort জোগাড় করে রাহি যখন বরষার বাসায় এসে পৌঁছুল, তখন এশার আযান হচ্ছে। সে কখনো আব্বু আম্মুকে ছাড়া রাতে বের হয়নি। ওর নিজেরই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। তবুও বান্ধবীকে সাহায্য করার তাগিদে সে যখন বরষাদের বাসায় ঢুকল তখন শুধু ড্রইংরুম ছাড়া সর্বত্র অন্ধকার। বরষার ভাইরা বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। আন্টি বেডরুমে শোয়া। বরষা আন্টির দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বড় আপা বিজয় সেলেব্রেট করার জন্য নিজের বাসায় চলে গিয়েছেন।

রাহির আওয়াজ পেতেই আন্টি এসে ওকে বেডরুমে নিয়ে বসালেন। বেচারিকে পুরো পাগলের মতো দেখাচ্ছে।

উনি রাহিকে সামনে বসিয়ে বললেন, 'মাগো, আমার দুই মেয়ের মাঝে পড়ে আমি শেষ! ছোট মেয়ে বলে এখানে বিয়ে না হলে ও আর বিয়েই করবে না। বড়টা বলে এখানে বিয়ে হলে সে আর বাসায় আসবে না। এখন আমি কী করি বল তো?'

রাহি ঢোক গিলে বলল, 'আন্টি' আমি অনেক ছোট। কিন্তু, আপনি অনুমতি দিলে আমি কটা কথা বলতাম।'

'বল মা'!

www.pathagar.com

'আপনার বা আংকেলের কি ছেলে বা ছেলের পরিবারের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা আপত্তি আছে?'

'না রে মা, আমাদের তো ঐ বাড়ির সবাইকে খুব পছন্দ। আর আমার মেয়ে তো যেদিন ওকে দেখতে এলো সেদিন থেকেই শাশুড়িকে মা ডাকতে শুরু করেছে! ভদ্র মহিলা জানো ওকে প্রতিদিন ফোন করেন?'

'তার মানে এখানে আপত্তি শুধু বড় আপার, তাই তো?'

'জ্বী।'

'বিয়েটা কি বড় আপার না বরষার?'

'বিয়ে তো বরষার।'

'বড় আপা তো বিয়ে করে ফেলেছেন, তাই না আন্টি? উনি বিয়ে করার সময় কার কার পরামর্শ নিয়েছিলেন?'

'কারোর না! কাউকে তো জানায়নি'!

'তাহলে আপনারা বরষার বিয়েতে উনার কথাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?'

'ও যে নাছোড়বান্দা, মা! বলছে এই বিয়ে হলে ও আর আসবে না।'

'আপনারা তো স্বেচ্ছায় উনাকে বহুবছর এই বাসায় আসতে দেননি। আরও কিছুদিন না আসুক। বরষার বিয়েটা হয়ে গেলেই উনি আবার আসা শুরু করবেন। কিন্তু উনার একটা অহেতুক আব্দারের জন্য আপনারা বরষার জীবনটা কেন নষ্ট করবেন? সে তো আপনাদের সবাইকে নিয়ে, সবার মানসম্মানের প্রতি খেয়াল রেখেই সুখী হতে চায়। সে যখন আপনাদের এত খেয়াল রাখে, আপনি কি চান না আপনার এই মেয়েটি সুখী হোক?'

আন্টি দুহাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে বললেন, 'আমার মাথা আর কাজ করে না মা। তুমি বল আমি কি করব। তুমি যা বলবে তাই করব।'

'ঠিক তো আন্টি? ওয়াদা?'

'হ্যাঁ মা, ওয়াদা।'

www.pathagar.com

'আপনি বিসমিল্লাহ বলে বরষার বিয়েটা দিয়ে দেন। বড় আপা আসতে চাইলে আসবে, না এলে না এলো। উনার বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে গিয়েছে না? বরষার বিয়ের পরেও সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রাহির কথাটা আন্টির খুব পছন্দ হলো। কিছুক্ষণ পর আঙ্কেল এসে পৌঁছুলে সে তাঁকেও একই কথা বলল। আঙ্কেল ওকে বসিয়ে রেখেই বরষার হবু শ্বশুরবাড়িতে ফোন করলেন, 'বাড়ি থেকে এসেছি তো, অনেক ক্লান্ত লাগছে। আজকে আর না আসি। না না, তেমন জরুরি কিছু না। এমনেই দেখা-সাক্ষাতের জন্য আসতে চাচ্ছিলাম। এখন ইনশাআল্লাহ বিয়ের আসরেই দেখা হবে বেয়াই। আসসালামু আলাইকুম।'

সাতদিন পর বরষার বিয়ে হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এপার ওপার

রাশিদ ভাইকে নিয়ে অফিসে হাসাহাসির অন্ত নেই। মানুষটা হঠাৎ করেই দিন-রাত এক্সারসাইজ করছে, মাপ-ঝোঁক করে খাওয়াদাওয়া করছে। অথচ উনি পারলে দুই কদমও হাঁটেন না। সামনে পেলে আস্ত গরু খেয়ে ফেলবেন, এমন অবস্থা! একদিন রাহি ঠাট্টাচ্ছলে বলেই ফেলল, 'কী রাশিদ ভাই, আমাদের হবু ভাবীকে ইম্প্রেস করার জন্যই কি এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা?'

রাশিদ ভাই ভীষণ লজ্জা পেয়ে বললেন, 'অনেকটা সেরকমই।'

এত্তবড় লোকটাকে মেয়েদের মতো লজ্জা পেতে দেখে সে হাসি সামলাতে পারল না। ওর উচ্ছ্বসিত হাসি শুনে রাশিদ ভাই পালিয়ে বাঁচলেন।

এবার অফিসে জল্পনা কল্পনা শুরু হলো, রাশিদ ভাই কাকে বিয়ে করার জন্য ফিট অ্যান্ড হ্যান্ডসাম হবার চেষ্টা করছেন? তিনি কিছুদিন আগে বাড়ি থেকে ফিরলেন। তাই অধিকাংশ ধারণা করল তিনি মেয়ে দেখার জন্য বাড়ি গিয়েছিলেন। কেউ কেউ ধারণা করল অফিসের সুন্দরী ফারহানা, যে তাকে প্রায়ই ফুল দিয়ে যায় এবং তিনি তা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ কোনো পুরুষ বন্ধুকে সমর্পণ করে কৃতার্থ করেন, হয়তো শেষ পর্যন্ত সে তাঁর মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

রাহির অতসব ভাবাভাবিতে কাজ নেই। রাশিদ ভাই বিয়ে করবেন জেনে সে চটপট কয়েকটা হিসেব কষে নিল। প্রথমত, যে মেয়েটিকে তিনি বিয়ে

www.pathagar.com

করবেন সে কয়েকটি ফ্রি উপহার পাবে। যেমন কেউ কখনও রাশিদ ভাইকে নামায কাযা করতে দেখেনি। যার জবাবদিহিতার ভয় আছে, সে নিশ্চয় একটি মেয়েকে ঠকাবে না। তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত, তাতে তিনি চাইলে ঘুষ খেয়ে লাল হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তিনি একটি পয়সাও কখনো খেয়েছেন কেউ বলতে পারবে না। বরং রাহিকে তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'ম্যাডাম, পৈত্রিকসূত্রে একখানা বাড়ি পেয়েছি। যা বেতন পাই তাতে বাবা-মা, দুটো বোন আর আমার খাওয়াপরা হয়ে কিছু বাঁচে। মানুষের সুখী হবার জন্য আর কত চাই বলুন?'

এটা রাশিদ ভাইয়ের আরেকটা গুণ। অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে বড়সাহেব পর্যন্ত সবার সাথে তিনি একই ব্যবহার করেন। তাই সবাই এই সদালাপী আর হাসিখুশি মানুষটাকে খুব পছন্দ করে।

দ্বিতীয়ত, কোনো মেয়েকে সুখী এবং সৌভাগ্যবতী করার এটা মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং রাহি হিসেব করতে শুরু করল আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে কাকে কাকে রাশিদ ভাইয়ের জন্য দেখা যায়। হিসাবনিকাশ করে দুজনকে ওর পছন্দ হলো। ব্যাস, যেই ভাবা সেই কাজ। রাশিদ সাহেবের মাকে ফোন করে জানালো, 'আন্টি, আমার পরিচিত এই দুজন মেয়ে অসম্ভব ভালো। এদের মধ্যে একজনকে আপনি রাশিদ ভাইয়ের জন্য দেখতে পারেন।'

কিন্তু আন্টি শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ফোন রেখে দিলেন। সে এত ভালো দুটো প্রস্তাব দিল, অথচ তিনি কোনো আগ্রহ দেখালেন না! ভীষণ রাগ হলো ওর। কিন্তু পরে ভাবল, তিনি হয়তো অন্য কোনো মেয়ে দেখে ফেলেছেন।

ওদিকে দুদিন পর রাহিদের বাসায় একটা ফোন এলো। আব্বুর চেহারা দেখেই সে বুঝতে পারল ওর জন্য কোনো প্রস্তাব এসেছে। সে মনে মনে আরেকটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো ।

রাহিদের পরিবার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। এখানে ধর্ম নিতান্ত অপাংক্তেয় বা একেবারেই অনুপস্থিত। যারা ধর্মপালন করে তারাও ধর্মের ব্যাপারে স্বচ্ছ কোনো ধারণা না থাকায় এ ব্যাপারে কুণ্ঠিত থাকে। এর মধ্যে রাহি ধর্ম নিয়ে অল্পস্বল্প লেখাপড়া করে যখন পুরোপুরি ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নিয়ে নিল, তখন এই ব্যাকওয়ার্ড মেয়েকে নিয়ে আত্মীয়স্বজন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এর কী হবে গো? প্রথমে উপদেশ, তারপর অনুরোধ, তারপর আদেশ, শেষমেশ গালাগাল করেও যখন তাকে পর্দার মতো বাড়াবাড়ি থেকে নিবৃত করা গেল না, তখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন রাহিকে বিয়ের মাধ্যমেই সংশোধন করতে হবে। সুতরাং রাহিও যথারীতি যেকোনো প্রস্তাব এলেই যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠত। বিয়ে না করার যুদ্ধ।

তবে এক্ষেত্রে ওর বিশেষ একটা সুবিধা ছিল। ওর আব্বু সবসময় ওর সাথে খোলাখুলি আলাপ করতেন। মাঝে মাঝে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু ওর মতামত পছন্দ হোক বা না হোক তিনি রাহির সিদ্ধান্তকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তাই বরাবরের মতোই তিনি ওকে জানালেন, 'তোমার জন্য একটা প্রস্তাব এসেছে। রাশিদের আব্বা রাশিদের জন্য তোমার কথা বললেন। এখন তুমি হ্যাঁ বললে আমি আলাপ করতে পারি।'

রাহি বুঝতে পারল না, 'কোন রাশিদ?'

এবার আব্বু একটু অবাক হলেন, 'তোমার অফিসের রাশিদ। তুমি কিছু জানো না?'

রাহি হতভম্ব হয়ে গেল, 'বলে কী? প্রতিদিন দেখা হয় লোকটার সাথে, কই উনি তো কিছু বলেননি'! সে আব্বুকে বলল, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে কাল বা পরশু জানাব।'

পরদিন অফিসে গিয়ে রাহি সম্পূর্ণ অফিস তোলপাড় করে ফেলল, 'রাশিদ সাহেব কই?'

শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাওয়া গেল। রাহি তাকে ডেকে মিটিংরুমে নিয়ে গেল। বেচারার চেহারা দেখেই বুঝা যাচ্ছে কোথায় লুকাবেন জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু রাহির তখন আহ্লাদিপনার মুড নেই। সে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনা কী বলুন তো?'

রাশিদ সাহেব খুব গোবেচারা চেহারা করে বললেন, 'কী ঘটনা ম্যাডাম?'

রাহির মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল, 'আপনি কী করার চেষ্টা করছেন?'

রাশিদ সাহেব আরও মিইয়ে গিয়ে বললেন, 'কই, কিছু না তো'!

www.pathagar.com

রাহি এবার ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাদের বাসায় প্রস্তাব পাঠালেন কী বুঝে?'

রাশিদ সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ম্যাডাম, জবাব দেব কী? আপনার চেহারা দেখেই তো ভয় লাগছে'!

হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল রাহির। সে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এবার বলুন, আপনার উদ্দেশ্য কী?'

'ম্যাডাম, আমার উদ্দেশ্য আপনি সদয় হলে আপনাকে বিয়ে করা।'

'মানে?', খিঁচিয়ে উঠলো রাহি।

কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল, ও রেগে গেলে রাশিদ সাহেবের কথা গুলিয়ে যায়। বহু কষ্টে চেহারাসুরত ঠিক করে সে যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'শুনুন, আমি বিয়ে করব না। শুধু আপনাকে না, কাউকেই করব না। আপনি বরং আমার ফুফাতো বোন বা বান্ধবীকে দেখুন। আমি আপনার আম্মাকে ওদের ব্যাপারে জানিয়েছি।'

'ঠিক আছে। তবে কেন করবেন না যদি একটু জানাতেন...'

'পুরুষরা বিয়ে করলে মনে করে মেয়েটাকে কিনে ফেলেছে। তার কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচিপছন্দ, স্বাধীনতা থাকে না। আমি ঐভাবে থাকতে পারব না, তাই বিয়ে করব না...'

'আমি আপনার স্বাধীনতায় কোথাও কখনো হস্তক্ষেপ করব না, আমি আপনাকে আকাশে মুক্ত স্বাধীন ঘুড়ির মতো উড়তে দেব, তারপর বলুন...'

রাশিদ সাহেবের গলার স্বরে, চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। রাহি বিস্মিত হয়ে গেল, উনি হঠাৎ এত কনফিডেন্স পেলেন কোথা থেকে?

সেও সিরিয়াস হয়ে বলল, 'আপনি আসলে কী করতে চাচ্ছেন বলেন তো?'

এবার রাশিদ সাহেবকে দেখতে তেমনই গম্ভীর দেখাচ্ছে যেমন তিনি কাজের সময় হয়ে যান, 'শুনুন ম্যাডাম। আপনি সবার সমস্যা সমাধান

www.pathagar.com

করেন। কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, আপনারও কোনো সমস্যা থাকতে পারে। থাকতে পারে কোনো কষ্ট বা কোনো বেদনার অনুভূতি। আমি জানতে পেরেছি আপনি ইসলাম পালন করার জন্য কি struggle করছেন। আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। নতুবা আমার এই মুহূর্তে বিয়ে করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না।'

রাহি এই প্রথম কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলল।

বাসায় গিয়ে রাহি আব্বুকে জানাল সে এই বিয়ের প্রস্তাবে আগ্রহী। আব্বু ভীষণ অবাক হলেন। কারণ সে কখনো কোনো প্রস্তাবে ন্যূনতম আগ্রহ দেখায়নি। এত বন্ধুবান্ধবের মাঝে কখনো কোনো ছেলেকে ভালো লাগার কথা বলেনি। কোনো পেশার লোক তাকে আকর্ষণ করেনি; বরং একবার এক ডাক্তারের ব্যাপারে তাকে বুঝাতে গেলে সে ছুরি নিয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমি এই ছুরি দিয়ে ঐ ডাক্তারের পেট চিরে দেব। তারপর যদি সে নিজে নিজে জোড়া দিতে পারে তাহলেই বুঝবো সে কত বড় ডাক্তার'!

তারপর থেকে তিনি আর রাহিকে ঘাটান না। এই প্রস্তাবে আগ্রহ দেখানোতে তিনি ঠিক ধারণা করলেন তাঁর মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে। কিন্তু রাহির কিছু করার নেই।

দুদিন পর রাশিদের বাবা-চাচা এলো। ওর আব্বু আর চাচার সাথে কথা বলে ওদের বাসায় যাবার দাওয়াত দিয়ে গেল। পরদিন ওদের বাসা থেকে এসে রাহির আম্মু হুলস্থুল ক্ষেপে গেলেন। এই বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না। ঐ বাড়িতে সব মহিলা পর্দা করে। তাঁর মেয়ে গেঁয়ো ভূত হয়ে যাবে। রাহির আব্বু বললেন, 'বিয়ে তো তোমার না, দেখি রাহি কি বলে।'

'রাহি কী বলে মানে? বললাম তো এই বিয়ে হবে না।'

পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। চাচা সবাইকে শান্ত হতে অনুরোধ করে রাহিকে নিয়ে আলাদা ঘরে চলে গেলেন।

অন্য ঘরে গিয়ে চাচা রাহির মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'মা রে, আমি কখনো আমার নাজনীনের থেকে তোকে আলাদা করে দেখিনি। বাপ হিসেবেই তোকে কটা কথা বলি। রাশিদ খুব ভালো ছেলে। ওর পরিবারকেও আমার

www.pathagar.com

খুব ভালো লেগেছে, যদিও ওরা চালচলনে আমাদের থেকে আলাদা। তবে কি জানিস মা, তুই চাইলে আরও ওপরে যেতে পারিস। বাকিটা তুই যা সিদ্ধান্ত নিবি, আমি তোর সাথে পথের শেষ পর্যন্ত আছি।'

আম্মুর পাগলামির পর চাচার এই কথায় রাহির চোখে পানি এসে গেল। সে বলল, 'চাচা, এর পরে যাই হোক, তোমার একথা আমি সারাজীবন মনে রাখব।'

একটু পর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'চাচা, একেক জনের কাছে একেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। যে যা চায়, তার কাছে বিবেচনার দিক থেকে সেটাই ওপরে। তোমরা ভাবছ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, টাকাপয়সা, গাড়ি-বাড়ি যার আছে সে উপরে। আর আমি ভাবছি যে ইসলামের পথে আমার সঙ্গী হবে সে আমার বিবেচনায় সবার ওপরে। পৃথিবীতে স্বল্পকালীন কিছু কষ্ট করে নেয়া যায়; কিন্তু অল্প সুখের জন্য অনন্তকাল কষ্ট ভোগ করার কি কোনো অর্থ আছে, বল? আমি এখানেই বিয়ে করতে চাই।'

'ঠিক আছে মা, আমার আর কিছু শোনার প্রয়োজন নেই। বাকিটা আমি দেখব।'

চাচার পরামর্শে আব্বু রাশিদের সাথে কথা বললেন। বাসায় ফিরে তিনি রাহিকে বললেন, 'এই ছেলে তোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আর সম্মান দেবে। আমি জানি সুখী হবার জন্য আমার মেয়ের কাছে এই স্বাধীনতা আর সম্মান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই বিয়েতে আর কোনো আপত্তি নেই।'

স্বামীকেও ঝুঁকে পড়তে দেখে রাহির আম্মু ক্ষেপে গিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। রাহির এঙ্গেজমেন্টের সময় তিনি এলেন না। মেহেদী লাগাবার ব্যবস্থা করলেন আব্বু আর বান্ধবীরা মিলে। শেষপর্যন্ত বিয়ের আগের দিন চাচা অনেক সাধ্য-সাধনা করে ভাবীকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন।

হলভর্তি লোকজনের সামনে সং সেজে বসে থাকা রাহির কাছে এত বিরক্তিকর ছিল যে, সে বিয়েবাড়িতে যেতে আগ্রহী ছিল না। তবু যেতে হলো। বিয়েবাড়িতে দুই পক্ষের পার্থক্য ওর কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ল। নদীর দুই ধারকে মেলানো হয়তো এর চেয়ে সহজ! সে বুঝতে পারল এই বিয়ে যুদ্ধের শেষ নয়, শুরু। তবে এবার সে একা নয়, সাথে আছে এমন এক বন্ধু যে তার সাথে পথের শেষ পর্যন্ত যাবে।

www.pathagar.com

প্রত্যুষের প্রত্যাশা

বহুদিন পর দুই বান্ধবী মন ভরে গল্প করার সুযোগ পেল। মিনা বাপের বাড়ি এসেছে ক'দিন থাকতে। রাহির বর গেছে ঢাকায়। এ সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? দুজনই এখন মিনার বাপের বাড়ি। বসে আছে ড্রইংরুমের ঝুল বারান্দায়। গভীর রাত। বাসার আর সবাই ঘুমে অচেতন। কিন্তু দুই বান্ধবীর তাতে ন্যূনতম মাথাব্যথা নেই। মিনাদের বাড়ির আশপাশটা খানিকটা গ্রামীন পরিবেশসম্পন্ন। রাতের বেলা ঝিঁঝিঁ ডাকে, জোনাকীর আলো দেখা যায়। সাথে শেষরাত্রির একটু একটু বাতাস, আকাশে চাঁদের আলোর বন্যার মাঝে তারাদের সাঁতার কাটা। চমৎকার লাগে রাহির!

'তুই কেমন আছিস সত্যি করে বল তো রাহি'!, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে মিনা। যেন দৃষ্টি দিয়েই সত্যটা উদ্‌ঘাটন করে নেবে আজ।

ওর অনুসন্ধিৎসু চেহারা দেখে হাসি সামলাতে পারে না রাহি, 'কী বললে তোরা সবাই বিশ্বাস করবি যে, আমি ভালো আছি?'

'আচ্ছা, তুই হলি একটা আগুনের গোলা আর রাশিদ ভাই হলেন পানির ড্রাম। তুই অসম্ভব রকম স্বাধীনতা পেয়ে বড় হয়েছিস। যেমন, তুই রাজি বলে আঙ্কেল বিয়ে দিয়ে দিলেন। অথচ দেখ,

www.pathagar.com

ডাক্তার সাহেবের থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমার তোকে ভাড়া করে আনতে হয়েছে! তারপর একটা কনজার্ভেটিভ পরিবেশে গিয়ে তুই কি করছিস, এসব নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করি রে'!

'শোন, লেকচার দিচ্ছি না! তবে আমার অভিজ্ঞতা বলে দুজনের বেসিক মানসিকতায় মিল থাকলে আর বাকি ব্যাপারগুলো উল্টো হলে সম্পর্কটা ভালো হয়, বৈচিত্র্য আসে, একজন অপরজনের থেকে কিছু শিখতে পারে। ভেবে দেখ, আমরা দুজনেই হুলস্থুল মেজাজী হলে কবে একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলতাম'!

মিনা হাসতে হাসতে বলে, 'এখনো যে করিসনি তাতেই তো আমরা অবাক হয়ে যাই! পারিবারিক ক্ষেত্রে যেসব পার্থক্য, সেগুলো সামাল দিস কীভাবে?'

রাহি গম্ভীর হয়ে বলে, 'একেবারে ভিন্ন দুই পরিবেশ থেকে এসে একে অপরের সাথে নিখুঁতভাবে মিলে যাওয়া সহজ নয়। এর জন্য উভয়পক্ষের সময় প্রয়োজন, সহনশীলতার প্রয়োজন, আর দরকার একে অপরকে বুঝার আগ্রহ। তবে ইসলাম আমাদের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। পরস্পরকে সম্মান করতে, একে অপরের প্রতি সহনশীল হতে শেখায়। রাশিদ সাহেব খেয়াল রাখেন তাঁর পরিবার যেন আমাকে ভুল না বুঝে। আমাকে আগেভাগে বলে দেন কার কী পছন্দ, কেমন মনোভাব। তাহলে যেকোনো পরিস্থিতি বুঝা ও সামাল দেয়া সহজ হয়ে যায়।'

'মজার পার্টনারশিপ তো তোদের! আহারে, আমার খালাত ভাইটা যদি একটু বুদ্ধি খরচ করত'!

অবাক হয় রাহি, 'কেন রে, ভাইজান আবার কী অন্যায় করল?'

'তুই চাকরিতে ঢোকার পর থেকে তো তোকে পাওয়াই মুশকিল। কত কথা যে জমে আছে! জানিস তো ভাইজান বিয়ে করেছে।'

'হ্যাঁ।'

www.pathagar.com

'বিয়ের আগে ভাইজান বলত, 'মিনা, দেখিস, আমি এমন মেয়ে বিয়ে করব, যে আমার সাথে মিলে আমাদের পরিবারটাকে সংশোধন করে ইসলামের পথে নিয়ে আসবে।'

'ওর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে খুঁজে পেতে এরকম একটা মেয়ে ঠিক করলাম। খালা, খালাত বোনরা কিছুতেই রাজি না। এই মেয়ে তাদের সাথে মিলিয়ে চলতে পারবে না। ওরা সিরিয়াল দেখতে গেলে এই মেয়ে ওদের নামাযের জন্য ডেকে নিয়ে যাবে। ওরা বিয়েবাড়িতে যাবার জন্য পার্লারে সাজতে যাবে। তখন এই মেয়ে ঢেকেঢুকে ওদের সাথে গেলে, ওদের স্মার্ট ইমেজের বড্ড ক্ষতি হয়ে যাবে। ওরা ভাইজানকে বলল, 'তুমি আগে আমাদের পছন্দের একটা মেয়ে দেখ, তারপর তোমার ভালো না লাগলে নাহয় ঐ মেয়েকেই বিয়ে কর।'

'ওরা দেখেশুনে এক অসাধারণ সুন্দরীকে নির্বাচন করল। ভাইজান এক বলেই কুপোকাত! বিলকুল ভুলে গেল ওর সমস্ত সঙ্কল্প, পরিকল্পনা। ভাবী খুবই ভালো মেয়ে। খালা আর খালাত বোনদের সাথে ওর সম্পর্ক খুব ভালো। বাসার সবাইকে দাওয়াত দিয়ে সিরিয়াল দেখতে বসে। প্রত্যেক বিয়েতে নতুন কাপড়, নতুন সাজ। কিন্তু ভাইজান কী পেল? ওর পরিবার কী পেল?'

রাহি কী উত্তর দেবে খুঁজে পায় না।

হঠাৎ ফুঁসে ওঠে মিনা, 'সেদিন ভাইজান দেখা করতে এসেছিল। বলে, 'আমার বউ আমাকে ভালোবাসে না। সে নামায পড়ার ব্যাপারে গাফলতি করে, মাথায় তো দূরে থাক গায়ে পর্যন্ত ঠিকভাবে ওড়না দেয় না। কত বইপত্র এনে দেই, কিন্তু ওর পড়ার কোনো ইচ্ছা বা জানার কোনো কৌতূহল নেই।'

'মনে মনে বলি, 'ব্যাটা তুই মেয়েদের কী মনে করিস? যে পাত্রে রাখা হবে সেই পাত্রের আকৃতি ধারণ করবে? মেয়েরা কি মানুষ নয়? এতদিন সে যে বিশ্বাস, ধ্যানধারণা নিয়ে বেড়ে উঠেছে, তুমি বলবে আর সে সুবোধ বালিকার মতো সব ত্যাগ করে নিজেকে তোমার রঙে রাঙ্গিয়ে নেবে? কোথায় পেয়েছ এসব ফালতু ফিলসফি? বেচারি নিজের সৃষ্টিকর্তাকেই ভালোবাসতে শেখেনি, তোমাকে ভালোবাসবে কোথা থেকে?'

www.pathagar.com

ভাইকে বললাম, 'বিয়ে যখন করে ফেলেছ, শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা কর।'

'রাহি, ঘোড়াকে পানির কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তাকে জোর করে পানি খাওয়ানো যায় না। ওকে এই ভুলের মাশুল সারাজীবন গুণতে হবে।'

বেশকিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর কি যেন ভেবে মিনা একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। রাহি চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকায়, 'কী ভাবছিস?'

'এই যে, যারা ইসলাম বুঝে তারা বিয়ে করার সময় ইসলামকে প্রাধান্য দেয় না, ফলে দুজনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

'বুঝলাম না।'

'শোন, আমরা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করলেও ইসলাম প্রকৃতপক্ষে বুঝে, জানে বা মানে এমন মানুষের সংখ্যা কজন? তার ওপর ভাইজানের মতো ছেলেরা, যারা নিজেরা ইসলাম বুঝে, তারা এমন মেয়েদের বিয়ে করছে যাদের প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ফলে না তারা নিজেরা সুখী হতে পারছে, না পারছে স্ত্রীদের সুখী করতে। যখন তাদের সন্তান হচ্ছে, তখন সন্তানরা মায়ের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ কোনো ধারণা পাচ্ছে না। মা-বাবার প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বে সন্তান সবসময় মায়ের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তাছাড়া ভেবে দেখ, যে পুরুষ বিয়ে করার সময় উদাসীন, তুই কি মনে করিস সে সন্তানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য তৎপর হয়? ফলে দ্বিতীয় জেনারেশনে যেতে না যেতে ঐ পরিবার থেকে ইসলামের বিলুপ্তি ঘটে।

'তারপর দেখ এর উল্টো চিত্র। সামান্য কটা ইসলাম জানা ছেলে যখন অন্যত্র বিয়ে করছে, তখন যে কটা মেয়ে ইসলাম জানে তাদের বিয়ে করতে হচ্ছে এমন ছেলেদের যারা ইসলাম বুঝেই না। ফলে তারা প্রথমেই মেয়েগুলোকে পর্দা ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। আমাদের মেয়েদের ছোটবেলা থেকে স্বামীর অধিকার সম্পর্কে এমন আকাশচুম্বী ধারণা দেয়া হয় যে, তা স্বয়ং আল্লাহ কি বলেছেন তাকেও ছাড়িয়ে যায়। ফলে যদি আল্লাহর কথা আর স্বামীর কথা দ্বান্দ্বিক হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে যে

www.pathagar.com

সে স্বামীকে 'না' বলার অধিকার রাখে, এটুকু অধিকারও সে প্রয়োগ করতে সক্ষম থাকেনা। সামাজিক একটা চাপ তো আছেই। একটা ঘরের একটা পিলার যদি তুই ফেলে দিস, আগে-পরে পুরো ঘরটাই ড্যামেজ হয়ে যাবে। সুতরাং যে মেয়েটা তার জীবনের সবচেয়ে অর্থবহ অবদান রাখার সম্ভাবনার শুরুতেই কম্প্রোমাইজ করে, সে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারে না। ফলাফল, এই পরিবারে প্রথম জেনারেশন থেকেই ইসলামের বিলুপ্তি। বৃহত্তর পরিসরে গিয়ে দেখ, এক বিশাল নামধারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হচ্ছে যাদের অধিকাংশই কালেমা পর্যন্ত জানে না। ফলে জনসংখ্যা জরিপে মুসলিমদের যে বিশাল সংখ্যা দেখে আমরা আনন্দিত হই, সেটাই তো আসলে আমাদের দুঃখের কারণ'!

মিনার চিন্তার গভীরতায় রাহির মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছিল।

কিছুক্ষণ চিন্তায় মশগুল থেকে রাহি বলল, 'মিনা, আমাদের ছেলেরা এভাবে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বিয়ের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কেন সেটা তো একটু ভাববি'!

মিনা বলল, 'ওদের মাথার সমস্যা, তাই।'

হেসে ফেলল রাহি, 'তুই হুলস্থুল রেগে আছিস, নইলে তুই নিজেও দেখতে পেতি। মাথার সমস্যাই বটে। আমাদের বাপ-মায়েরা নিজেরা অল্প বয়সে বিয়ে করেছে। তারপর খুব তাড়াতাড়িই ভুলে গিয়েছে অল্প বয়সে মানুষের চিন্তাভাবনা, অনুভূতিগুলো কেমন থাকে। আমাদের এই সমাজে এতরকম প্রলোভন, পথভ্রষ্ট হবার এতো বেশি সুযোগ যে আমাদের এই ভাইবোনগুলোকে বাঁচানোর জন্য যথাসময়ে বিয়ে দেয়ার বিকল্প নেই। কিন্তু আমাদের গার্ডিয়ানদের আমাদের পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, বিদেশ যাওয়া নিয়ে যতো টেনশন তার ১% টেনশনও নেই তাদের সন্তানদের চরিত্র বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে। ছেলেমেয়েরা লজ্জায় বলতে পারে না, আর বাবা-মায়েরা ভাব করে তারা কিছু বুঝে না। এই লজ্জা লজ্জা খেলায় একসময় বলি হয়ে যায় চরিত্র বা সঙ্কল্প- যে উইকেট আগে পড়ে। বাবা-মাদের বললে বলে, 'সে কি চাকরি করে? বউকে খাওয়াবে কী?'

www.pathagar.com

'আচ্ছা বাবা, আমার বোন যদি বিয়ের পরেও মাসের পর মাস স্বামীসন্তান নিয়ে আমাদের বাসায় থাকে, খায়, লেখাপড়া করে তাতে তোমাদের গায়ে লাগে না। আর ছেলের বউ এলেই যত সমস্যা? সে তো নিজের রিজিক নিয়েই আসে! কিন্তু, আমাদের সমাজে ছেলের বউদের মনে করা হয় সে পরিবারকে দেবে; কিন্তু পরিবার থেকে পাবার তার কোনো অধিকার নেই। যতদিন সে কর্মক্ষম থাকে ততদিন তার শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হয়, আর অসুস্থ হলেই দাও পাঠিয়ে বাপের বাড়ি! মাঝখানে ছেলেটার চরিত্র মাটি হয়ে যায়।'

মিনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বুঝিরে রাহি, সব বুঝি। আমাদের এই মধ্যরাতের আড্ডায় আমরা দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করে ফেলি, অথচ বাস্তবে আমরা কতটুকুই বা করতে পারি?'

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে দুই বান্ধবী পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কবে সেখানে ভোরের আলো ফুটবে?

www.pathagar.com

মিথ্যা

মাহমুদ আর ওর মা যেন দুই দেহ, এক প্রাণ। ছেলেকে মা যেমন ভালোবাসেন, তেমনি ছেলেও মায়ের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। জীবনের কঠিনতম মুহূর্তগুলোতেও সে কখনো মাকে নিরাশ হতে দেয়নি। লেখাপড়ায় যেমন এগিয়ে ছিল সবসময়, ঠিক তেমনি পড়ালেখা শেষ করেই ভালো চাকরি পেয়েছে নিজ যোগ্যতায়। মাহমুদের মা, সুলতানা বেগমের অনেক আশা এবার ছেলেকে বিয়ে করাবেন। সে চাকরি পাওয়ামাত্র তিনি মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন। অনেক দেখেশুনে উনার বান্ধবী শায়লার মেয়েকে পছন্দ হলো ।

একদিন মাহমুদ অফিস থেকে ফিরতেই উনি খাবার টেবিলে কথাটা তুললেন। মা ছেলের মাঝে কোনো ব্যবধান ছিল না। মাহমুদ বলল, 'বেশ তো, তোমার পছন্দ হলে আমার তো মনে হয় পছন্দ হবে।'

মা বললেন, 'আমি ওর একটা ছবি এনেছি, দেখবি?'

মাহমুদ বলল, 'নাহ, চেহারা দেখে কী হবে? তবে ওর সাথে একবার কথা বলা গেলে ভালো হতো। যার সাথে সারাজীবন থাকার ইচ্ছা, তার মনমানসিকতা আমার সাথে মিলবে কিনা সেটা একটু যাচাই করে নিলে মনে হয় খারাপ হয় না।'

www.pathagar.com

ছেলে আপত্তি করেনি তাতেই মা খুশি। বললেন, 'আমি কালই শায়লার সাথে কথা বলে মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করছি।'

শায়লা জানালেন, 'কাল মেয়ের অনার্স থার্ড ইয়ার রেজাল্ট দেবে। দুপুর নাগাদ সে বাসায় চলে আসবে। তোমরা মা-ছেলে বিকেলে চলে এসো। তাহলে আমরা দুই বান্ধবী ডাইনিং রুমে বসে গল্প করব। ওরা ড্রইং রুমে বসে যা বলার, যা জানার সব সেরে নিতে পারবে। আমরা ওদের দেখতে পেলাম আর ওরা ওদের মতো কথা বলতে পারল।'

প্রস্তাবটা সুলতানার পছন্দ হলো। মাহমুদকে বললে সেও জানাল, কাল বৃহস্পতিবার বলে অফিসে কাজের চাপ বিশেষ নেই। সুতরাং সে একটু আগেভাগে চলে আসতে পারবে।

পরদিন মাহমুদ আর সুলতানা বেগম মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে চললেন মেয়ে দেখতে। শায়লাও প্রস্তুত ছিলেন। মেহমানদের যথাযথ অপ্যায়ন করে উনি মেয়েকে ডাকলেন। মেয়ে এলে উনি মাহমুদের সাথে মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুলতানাকে বললেন, 'চল তো, আমরা খাবারগুলো ভেতরে নিয়ে যাই'!

মাহমুদ ইশারা বুঝতে পারল। সে মেয়েটিকে বলল, 'আপনার সাথে ভণিতা করে লাভ নেই। আপনি নিশ্চয় জানেন আমাদের মায়েরা এতবছর ধরে বান্ধবী হবার পরও কেন আজই আমাদের প্রথম দেখা হচ্ছে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

সে বলল, 'আমার মনে হয় প্রথমে নিজের ব্যাপারে কিছু বলা উচিত। বাবা নেই। মা অনেক কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছেন। সুতরাং আমার প্রথম প্রায়োরিটি থাকবে আমার মাকে দেখাশোনা করা। দেখাশোনা আমিই করব, কিন্তু আমার স্ত্রীকে এই ব্যাপারে উদার এবং সহনশীল হতে হবে। আমার মায়ের পেছনে আমার সময় বা টাকাপয়সা ব্যয় করা নিয়ে বাড়াবাড়ি বা অশান্তি করা যাবে না।'

মেয়েটি আবার মাথা নাড়ল।

www.pathagar.com

মেয়েটির চুপচাপ ভাব দেখে মাহমুদের কেমন যেন খটকা লাগল, সে বলল, 'আপনার কি কোথাও পছন্দ আছে? থাকলে বলুন, আমি কাউকে জানাব না। বলব, আমার এখানে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই।'

এবার মেয়েটি নড়েচড়ে বসল, 'নাহ, আমার কোথাও পছন্দ নেই।'

'আপনার যদি আমাকে পছন্দ না হয় তাও আপনি সরাসরি বলতে পারেন। বিয়ে তো আর বার বার করার জিনিস না। সুতরাং মনে কোনো খুঁতখুঁত নিয়ে রাজি হবেন না।'

মেয়েটি কিছু বলল না। এই অবস্থায় মাহমুদ কী বলবে খুঁজে পেলো না। শেষমেশ কথা চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনার আজ রেজাল্ট দেবার কথা ছিল, রেজাল্ট কেমন হলো?'

মেয়েটি একটু ইতস্তত করে বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস...ফার্স্ট।'

মেয়েটির ইতস্তত ভাব মাহমুদের চোখ এড়ালো না। সে বলল, 'দেখুন, আমি আবারও বলছি। বিয়ে আমার কাছে অত্যন্ত সিরিয়াস একটা ব্যাপার। আশা করছি আপনিও ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নিচ্ছেন না। আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?'

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল।

বাসায় এসে সুলতানা বেগম গদগদ হয়ে ছেলেকে বললেন, 'কী? মেয়েটা অসম্ভব সুন্দর, না?'

মাহমুদ বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওরা খুব ভদ্রলোক।'

'জ্বী মা, শায়লা আন্টিকে দেখলে বুঝা যায়।'

'ওদের আর্থিক অবস্থাও আমাদের মতোই, সুতরাং তোকে কেউ ছোট করবে না।'

www.pathagar.com

'জ্বী, মা।'

'তাহলে শায়লাকে হ্যাঁ বলে দেই?'

'না, মা।'

'সে কী! কেন?'

'আমি আরেকটু ভেবে দেখি।'

'কেন, বাবা? বলছিস তো পছন্দ হয়েছে। তাহলে এত ভাবাভাবির কী আছে?'

'এত না মা... একটু। কী যেন একটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। আমাকে দু'টা দিন সময় দাও।'

মা চোখ কপালে তুলে চলে গেলেন।

পরদিন মাহমুদ মায়ের কাছে মেয়েটির ছবি চেয়ে নিল। মা খুশি হয়ে গেলেন, ছেলে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। মাহমুদ ছবি নিয়ে বন্ধু হাবিবের বাসায় গেল। জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হলো যে, হাবিবের বোন আর তার দেখা মেয়েটি একসাথে পড়ে। সে হাবিবকে বলল, 'তোর যদি আপত্তি না থাকে, আমি একটু দিশার সাথে কথা বলতে চাই।'

হাবিব বলল, 'আপত্তি কিসের? দিশা, একটু এদিকে আয় তো! মাহমুদ একটু কথা বলবে।' মাহমুদকে চোখ টিপে বলল, 'এই উসিলায় যদি ওকে পড়ার টেবিল থেকে তোলা যায়'!

দিশা এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, ভাইয়া! মিষ্টি খান।'

'মিষ্টি কিসের?'

'আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছি।'

চমকে উঠল মাহমুদ। কিন্তু কেউ কিছু বুঝার আগে সে মুখে একটা আস্ত মিষ্টি পুরে দিয়ে ভাবতে লাগল এরপরে কথা কীভাবে এগোনো যায়।

www.pathagar.com

মিষ্টি শেষ করে সে দিশাকে বলল, 'আচ্ছা, এই ছবিটা দেখ তো! এই মেয়েটাকে আমাদের এক আত্মীয়ের জন্য দেখা হচ্ছে। শুনলাম সে তোমার সাথে পড়ে। ওর ব্যাপারে কী জানো বল তো'!

দিশা ছবি দেখে ইতস্তত করতে লাগল। মাহমুদ বুঝতে পারল না কী সমস্যা।

সে বলল, 'কী দিশা? মেয়েটার কি বয়ফ্রেন্ড আছে?'

দিশা তাড়াতাড়ি বলল, 'নাহ ভাইয়া। ও ভালো মেয়ে।'

'তাহলে কী?'

'আপনি তো বরপক্ষের লোক। আপনাকে বলা যাবে না।'

মাহমুদ মরিয়া হয়ে উঠল, 'শোন, বিয়ের ব্যাপারে লুকোচুরি করতে হয় না। তুমি নির্দ্বিধায় বলো। বরপক্ষকে কী বলতে হবে আমি বুঝেশুনে বলব।'

দিশাও সমান মরিয়া হয়ে বলল, 'আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। ভাইয়া, আমি বলতে চাচ্ছি না।'

মাহমুদের এবার আরও খটকা লাগল। সে বলল, 'দিশা, আমার জানা প্রয়োজন, কী এমন ঘটনা যা তুমি বলতে চাইছ না?'

হাবিব বলল, 'বলে দে দিশা, তুই না বললেও কেউ না কেউ বলবে। মাহমুদ দায়িত্বশীল ছেলে। সে বরপক্ষকে বুঝেশুনে যা বলার তাই বলবে।'

দিশা মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইয়া, প্লিজ আপনি কাউকে বলবেন না। ও ভালো মেয়ে। কিন্তু পড়াশোনায় মন নেই। প্রতিবার কোনোক্রমে থার্ড ক্লাসে পাশ করে আসছে। কিন্তু বাবা-মা'র ভয়ে বাসায় গিয়ে বলে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। গতকাল কে যেন ওকে দেখতে এসেছে। ও বলে দিয়েছে ও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। পরে আমাকে ফোন করে বলল। আমার ব্যাপারটা ভালো লাগেনি ভাইয়া। সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে বলেছে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সে বাবা-মাকে মিথ্যা বলেছে সেটাই যথেষ্ট খারাপ কথা। তার উপর একটা বাইরের মানুষকে এরকম

www.pathagar.com

একটা মিথ্যা বলা আমার ঠিক মনে হয়নি। এই বিয়েটা হলে ঐ ভদ্রলোক সব জানতে পারবেন। তখন উনি ওর বাবা-মাকে প্রতারক মনে করবেন। এটা কি ওর বাবা-মা'র প্রতি সুবিচার হবে?'

মাহমুদ দিশাকে আশ্বস্ত করে চলে এলো।

বাসায় এসে মাহমুদ মাকে জানিয়ে দিল, সে এ বিয়ে করবে না। সুলতানা বেগমের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি ছেলেকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন, এটুকু ব্যাপারে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার কোনো যুক্তি নেই। আবার চিন্তায় পড়ে গেলেন, ছেলে কিছুতেই রাজি না হলে তিনি বান্ধবীকে কী বলবেন। শেষে রাগ করে তিনি মাহমুদের সাথে কথা বন্ধ করে দিলেন, অসুস্থতার ভান করলেন। কিন্তু ছেলের মন কিছুতেই গলল না।

কয়েকদিন পর, খাবার টেবিলে সুলতানা বেগম চুপচাপ খাচ্ছেন। মাহমুদ চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে বলল, 'মা, সত্যি করে বল তো, তুমি কী শায়লা আন্টিকে কী বলবে সেটা নিয়ে বেশি চিন্তিত, নাকি তোমার ছেলে সুখী হবে কিনা সেটা নিয়ে?'

সুলতানা বেগমের গলায় ভাত যেন আটকে গেল। ছেলের সাথে কথা না বলার সঙ্কল্প ভুলে গিয়ে উনি বললেন, 'বাবা, তোর সুখই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তুই কেন এটুকু কথার ওপর বিয়েতে নারাজ সেটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বল। আমি তো এই মেয়ের আর কোনো ত্রুটি দেখি না।'

'দেখ না সেটা ঠিক না মা, বল- দেখতে চাও না। দেখ মা, কথাটা এটুকু আবার অনেক বড়ও বটে। আমিও জানি আমাদের সাংসারিক জীবনে সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলেও যা, ফেল করলেও তা। ওর রেজাল্টের ফলে আমাদের দাম্পত্যজীবনে কোনো হেরফের হবে না। কিন্তু আমি যার সাথে সংসার করব তার ওপর আস্থা রাখতে পারাটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে যদি আমাকে জানাত সে ফেল করেছে, তাহলেও আমি বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হতাম। কিন্তু যে আমাকে এত তুচ্ছ একটা বিষয়ে মিথ্যা বলল, তাকে আমি আমার জীবন দিয়ে কীভাবে বিশ্বাস করব? আমি কী করে বুঝবো সে আমাকে অন্যান্য ব্যাপারেও মিথ্যা বলছে না?'

www.pathagar.com

মা তার ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। মাহমুদ তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারল এই ভাবনাটা মায়ের মনেও দোলা দিয়েছে। আবার তিনি এটাও চিন্তা করেছেন বান্ধবীকে কী বলবেন।

মাহমুদ চেয়ার ছেড়ে মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে বসল। মায়ের চোখে চোখ রেখে বলল, 'মা, আমি তো তোমারই ছেলে, তুমি না বললেও বুঝি তোমার মনে কী কাজ করছে। শায়লা আন্টিকে আমাদের বলার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা কেন রাজি না। মেয়েটার রেজাল্ট বিষয়ে কিছু বলে ওর জীবনটা বিষিয়ে দেয়ার কোনো দরকার নেই আমাদের। আন্টিকে বল, 'আমার ছেলে খারাপ, সে এক জায়গায় প্রেম করে' বা যা তোমার বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এটুকুর জন্য আমাকে এমন বিয়ে করতে বাধ্য কর না মা, যাকে তোমার ছেলে কোনোদিন মন থেকে বিশ্বাস করতে পারবে না।'

সুলতানা বেগমের চোখে পানি চলে এলো। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে উনি বললেন, 'আজ আমার ছেলেই আমাকে শেখাল কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল! আজকে আমার খুশির অন্ত নেই রে বাবা! তুই চিন্তা করিস না। আমি তোকে কোনো কিছুতে বাধ্য করব না। এ কদিন তোকে যে কষ্ট দিয়েছি তার জন্য তুই আমাকে মাফ করে দে বাবা। আমি এখনই শায়লার সাথে কথা বলছি।'

মাহমুদ শুনতে পেল মা ফোনে বলছেন, 'শায়লা? হ্যাঁ, সুলতানা বলছি। না রে বোন। আমার ছেলেটা একটা আস্ত পাগল। কিছুতেই সে এখন বিয়ে করতে রাজি না। বলে নতুন চাকরি, এখন ওখানেই কনসেন্ট্রেশন দেয়া জরুরি। যাক, সময় তো পড়েই আছে। তোমার মেয়েরও অনার্স শেষ হতে আরও একবছর বাকি। দেখা যাক, এই একবছরে ওরা বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয় কিনা। ঠিক আছে বোন, রাখি। আবার পরে কথা হবে।'

মাহমুদ মুচকি হেসে শুতে চলে গেল। মায়েরা বুঝে সবই, তবু যে কেন পাগলামি করে!

www.pathagar.com

আলোর দিশা

মাহমুদ বুঝতে পারছে না কান্নার শব্দ কোথা থেকে আসছে। দেখার চেষ্টা করছে, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছে না। ওর চোখ আটকে আছে দিশার চেহারায়। চেহারাটা সুন্দর না। চোখের নিচে গাঢ় নীলবর্ণ কালি পড়েছে। ঠোঁট ফেটে চৌচির। মুখ শুকিয়ে চিমসে গেছে। কিন্তু ওর চোখ দুটো ... আহ! যে চোখ দুটো তাকিয়ে আছে ওর মরণাপন্ন বাবার চেহারার দিকে, সে চোখের মায়া সবকিছু মলিন করে দিয়েছে যেন! এই মায়া যেন পৃথিবীর সব গতি থমকে দেবে। এই প্রচণ্ড ভালোবাসা বুঝি ওর বাবাকে বাঁচিয়ে তুলবে এই মরণব্যাধি থেকে! কিন্তু কান্নাটা থামছেই না! কাঁদছে কে? দিশার চেহারা থেকে চোখ না সরিয়েই মাহমুদ কী যেন একটা সুইচ চাপ দিল। সাথে সাথে শুনতে পেল হাবিবের কণ্ঠ, 'মাহমুদ, বাবা আর নেই'!

মাহমুদের ঘুম ছুটে গেল। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল সে, 'আমি এক্ষুণি আসছি।'

হাবিবের বাবা সাতদিন আগে স্ট্রোক করেছেন। হাবিব প্রথমেই মাহমুদকে ফোন করল গাড়ির জন্য। ওরা ছোটবেলা থেকে একসাথে খেলেছে, একসাথে পড়েছে, দুজন সব দুঃখকষ্ট ভাগ করে নিয়েছে। দুজনের সামাজিক স্ট্যাটাসের বৈষম্য সবার চোখে ধরা পড়লেও, ওরা দুজন কেন যেন ব্যাপারটা কখনো খেয়ালই করেনি। মাহমুদ সারাজীবন সবকিছুতে

www.pathagar.com

এগিয়ে থেকেও, কখনো লেখাপড়ায় হাবিবকে টপকাতে পারেনি। হাবিব সবসময় বলত, 'তোর তো বাবা ছাড়া আর কোনোকিছুর অভাব নেই। আর আমাদের মেধা ছাড়া আর সবকিছুর অভাব। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই ভারসাম্য বজায় রাখেন। হা হা হা।'

হাবিবের বাবাকে হাসপাতালে নেয়ার মুহূর্ত থেকে মাহমুদ হাবিবের পাশেই ছিল এই সাতটা দিন। এমনকি রাতে বাসায় ফিরে শুতে গেলেও সেলফোনটা বালিশের পাশে রাখত, যেন হাবিব ফোন করলেই ধরতে পারে। রেডি হবার জন্য আলো জ্বালাতেই ঘড়িতে চোখ পড়ল, রাত দুটো বেজে তের মিনিট।

হাবিবের বাবা মাহমুদের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকদের কখনো খুব একটা টাকাপয়সা হয় না, উনারও হয়নি। তবে সম্মান ছিল সবার কাছে। তিনি ছেলেমেয়েদের আর কিছু দিতে না পারলেও উত্তম শিক্ষা দিয়ে বড় করেছেন। হাবিব ভালো রেজাল্ট করে চাকরি পাওয়ার পর থেকে পরিবারটি কেবল একটু সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু স্যারের ভাগ্যে এই সুখ বেশিদিন ছিল না।

হাসপাতালে পৌঁছে মাহমুদ দেখতে পেল এরই মাঝে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে উঠতে শুরু করেছে। হাবিবের করুণ মুখটা দেখে সে আশ্বস্ত করল, 'তুই বস, আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

স্যারকে শেষবারের মতো দেখার জন্য বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সে দেখতে পেল চাচী অবুঝ শিশুর মতো কাঁদছেন, 'তুমি কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে.....'

যে মেয়েটা গত সাতটা দিন বাবার পাশ ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্য নড়েনি, সেই দিশাকে কোথাও দেখা গেল না।

মাহমুদ জানে এখন অনেক কাজ। কাফন-দাফন থেকে শুরু করে হাসপাতালের বিল দেয়া পর্যন্ত সব যথাসম্ভব দ্রুত সারতে হবে। কিন্তু মনটা এত খারাপ! কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে নিজেকে সামলে নেয়ার

www.pathagar.com

জন্য একটা মুহূর্ত নেয়া কি খুব অন্যায় হবে? সে ভিড় কাটিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। মৃদু হাওয়া বইছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মারা যাওয়ার জন্য সুন্দর একটি রাত! নাহ, সময় নষ্ট করলে চলবে না। যাওয়া দরকার। চাঁদের দিকে পেছন ফিরতেই মনে হলো দেয়ালের সাথে কিসের যেন ছায়া। দিশা না? হ্যাঁ, দিশাই তো! মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে সে। নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে কে জানে কোন মহাশুন্যের পানে। ওকে দেখেছে বলে মনে হলো না।

মাহমুদ ছোটবেলা থেকে হাবিবের বন্ধু হলেও দিশাকে খুব একটা দেখার সুযোগ হয়নি। মেয়েটাকে মনে হয় কেউই খুব একটা ঘোরাঘুরি করতে দেখেনি। বইপত্র নিয়েই থাকত। মাহমুদ শায়লা আন্টির মেয়ের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া ছাড়া, ওর সাথে খুব একটা কথা হয়েছে বলেও মনে করতে পারল না। কিন্তু এই মেয়েটাই গত কদিন স্যারের পাশে থেকে যা করেছে, মাহমুদ কল্পনা করার চেষ্টা করেছে সে নিজের মায়ের জন্য এতটা করতে পারত কিনা। সে একবার ভাবল চলে যাবে, সম্ভবত কারো গভীর কষ্টের মুহূর্তে তাকে একা ছেড়ে দেয়াই শ্রেয়। কিন্তু কেন যেন ওর মনে হলো এই মেয়েটার আর কষ্ট সইবার ক্ষমতা নেই। স্বপ্নের কথাটা মনে করেই কী?

সে ডাকল, 'দিশা'!

দিশা কেমন যেন ফাঁকা চোখে তাকাল, যেন চিনতে পারেনি। সে আবার বলল, 'দিশা, চাচী প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছেন, তোমার মনে হয় উনার সাথে থাকা উচিত।'

দিশা কিচ্ছু না বলে টলতে টলতে মায়ের কাছে চলে গেল। মাহমুদের হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠল। একজন মানুষ কী করে সর্বাবস্থায় নিজের চেয়ে অপরকে অগ্রাধিকার দেয়? সে কেন এই পরিবারটার মতো হতে পারে না?

পরদিন স্যারের দাফন হয়ে গেল। সবাই বাড়ি ফিরে গেল। একটা জলজ্যান্ত মানুষের শুধু কিছু স্মৃতি ছাড়া আর কোনো চিহ্ন রইল না।

একমাস পর সুলতানা বেগম আবার ছেলের কাছে বিয়ের কথা তুললেন। এবার যে মেয়ে পাওয়া গেছে তাতে তিনি খুশিতে গদগদ। মেয়ে সুন্দরী।

www.pathagar.com

আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, লেখাপড়ায় আহামরি না হলেও খারাপ নয়। অনেক বড়লোকের কন্যা। মাহমুদ বলল, 'মা, তোমার দেখা মেয়ে আমি দেখব, অবশ্যই দেখব। কিন্তু আমি একটা মেয়ে দেখেছি, তুমি কি দেখবে?'

সুলতানা বেগম মুচকি হেসে বললেন, 'বাহ! আমার ছেলে প্রেম করছে আর আমি টেরই পাইনি'!

মাহমুদ বলল, 'না মা, তুমি যা ভাবছ তা না। আমি একটা মেয়ে দেখেছি। মেয়েটা আহামরি সুন্দর না, কিন্তু মায়া আছে। লেখাপড়ায় তুখোড়, কিন্তু অহঙ্কার নেই। বাবা-মা'র টাকাপয়সার গরম নেই, কিন্তু আদব-কায়দায় জুড়ি নেই। আমার মনে হয় তোমার পছন্দ হবে।'

সুলতানা বেগম বললেন, 'আচ্ছা, দেখব আরকি।'

মাহমুদ বুঝল মা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না। সে বলল, 'মা, আমি আজিম স্যারের মেয়ে, হাবিবের বোনের কথা বলছি।'

মা চলে যাচ্ছিলেন, সটান দাঁড়িয়ে গেলেন। একমুহূর্ত পর উনি যখন ওর দিকে ফিরলেন, মাহমুদ স্পষ্ট দেখতে পেল মায়ের চোখে অবিশ্বাস, 'তুই বলছিস কী? ওরা তো গরিব! মেয়ের বাবাও নেই। তুই কি ওর সাথে প্রেম করছিস?'

মাহমুদের মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, আমি প্রেম করলে সবার আগে তুমি জানতে। মেয়েটা জানেও না আমি ওকে বিয়ে করার কথা ভাবছি। জানলে ও রাজি হবে কিনা তাও জানি না। হাবিবের সাথে পর্যন্ত আমার এ ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি। আর তুমি কী আবোল তাবোল ভাবছ! তুমিই আমাকে শিখিয়েছ সব মানুষ সমান, গরিবের জন্য তোমার মন কাঁদে। অথচ নিজের ছেলের বেলায় তুমি গরিব বলে একটা মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষা, পরিবার, স্বভাবচরিত্র সব তুচ্ছ করে কেবল তার আর্থিক অবস্থাটাই দেখলে! আর বাবার কথা বলছ? বাবা তো আমারও নেই!...'

বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে মাহমুদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

সাতদিন পর মা আর মাহমুদ খেতে বসেছে। গত সাতদিন মা খুব একটা কথা বলেননি মাহমুদের সাথে। খাবার মাঝখানে মা ইতস্তত করে ভাতের গ্রাসটা মুখে দিতে গিয়েও নামিয়ে রাখলেন। ভাতের প্লেটের দিকে তাকিয়েই বলতে শুরু করলেন, 'বাবা, তুই আমাকে আবারও শেখালি। ছোটবেলা থেকে তোকে শিখিয়ে আসছি ইসলামে ধনী-গরিব, কালো-ধলোর কোনো পার্থক্য নেই। অথচ আমি মেয়ে দেখার সময় ঠিকই এই পার্থক্য করেছি। আজ বিশ বছর ধরে এই পাড়ায় আছি, কোনোদিন দিশার ব্যাপারে বা ওর পরিবারের ব্যাপারে খারাপ কিছু শুনিনি। আজিম স্যারের দুই ছেলেমেয়েই লেখা পড়ায়, আদবকায়দায় শ্রেয়। ওদের পরিবার যে নিজেরা কষ্ট করেও অন্যের কষ্ট লাঘব করার জন্য ছুটে আসে তা তো কতবার স্বচক্ষে দেখেছি! নইলে ওরা অনেক ভালো অবস্থায় থাকতে পারত। হাবিব ছেলেটা ওর বাবার অসুস্থতার সময় আমাদের কাছ থেকে যা টাকা ধার করেছিল তা না চাইতেই শোধ করতে শুরু করেছে বাবার মৃত্যুর প্রথম সপ্তাহ থেকেই। অথচ কত বড়লোকের কাছে টাকার জন্য ধর্ণা দিতে হয় কতবার! কী আশ্চর্য! এই মেয়েটাকে আমি চোখের সামনে দেখেও কখনো আমার ছেলের জন্য কল্পনা করিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সুলতানা বেগম, 'কত ক্ষুদ্র মন আমার! বলা কত সহজ, অথচ কার্যত আমি প্রমাণ করলাম বলা আর করা এক জিনিস নয়।'

মাহমুদ চেয়ার ছেড়ে মায়ের পায়ের কাছে বসে মায়ের চোখের দিকে তাকাল, যেখানে চিকচিক করছে কফোঁটা অশ্রু, 'মা, তোমার মন যে কত বড় তুমি নিজেই জানো না! মানুষ ভুল করে আবার সেই ভুলের ওপরেই দণ্ডায়মান থাকে। কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছি, তুমি নিজেকে বিশ্লেষণ কর, সংশোধন কর। নিজের ভুল অকপটে স্বীকার কর। আমার এই মাকে আমি এমন এক বউ এনে দিতে চাই, যে তাকে দেখেশুনে রাখবে, কোনো কষ্ট পেতে দেবে না, কষ্ট যদি আসেই তবে তা তোমার সাথে ভাগ করে নেবে। মা, যে নিজের বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, সে অন্যের বাবা-মাকেও সম্মান করতে জানে। আমার দিশার সাথে কখনো কোনো আলাপচারিতা হয়নি। কিন্তু সে তার বাবার জন্য যা করেছে, আমি তখনই ভেবেছি আমার মায়ের জন্য আমি এমনই এক দরদি মেয়েকে চাই।'

www.pathagar.com

ছেলের কথায় মা আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না, ভাত হাতেই ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন।

দুদিন পর মাহমুদ আর ওর মা হাবিবের বাসায় গেল। হাবিবের মা সাধ্যমতো তাদের আপ্যায়ন করলেন। স্বামীর শেষ দিনগুলোতে তাদের সাহায্যের কথা স্মরণ করে তাদের ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু মাহমুদের মা দিশার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কথা জানাতে চাচী কেমন যেন ভড়কে গেলেন, 'আপা, আপনারা অনেক বড়লোক। আপনি বলেছেন, এটাই আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার ...', চাচীর গলার স্বর মিইয়ে গেল।

মা কী বলতে চাইছেন বুঝতে পেরে হাবিব বলল, 'আন্টি, আমরা আপনাদের কাছে যারপরনাই কৃতজ্ঞ। মাহমুদ আমার বাবার জন্য যা করেছে তা কেবল একজন আপন ভাই করতে পারে। কিন্তু আমরা সামাজিকভাবে আপনাদের অনেক নিচে। আমি চাইনা আমার বোন মনে করুক আমরা আপনাদের থেকে ফায়দা নেয়ার জন্য তাকে আপনাদের কাছে বিয়ে দিচ্ছি।'

সুলতানা বেগম আর যাই মনে করে আসুন না কেন, এমন বাঁধার সম্মুখীন হবেন ভাবেননি। তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন।

মাহমুদ মায়ের পাশ থেকে উঠে হাবিবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'চাচী, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, দিশাকে ডাকুন। ওর ব্যাপারে কথা হচ্ছে, সুতরাং ওরও শোনা দরকার।'

চাচী ইতস্তত করে দিশাকে ডাকলেন। দিশা কিছুক্ষণ পর ওড়না ঠিক করতে করতে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল, চোখে ঘুম ঘুম ভাব। সুলতানা বেগম এই প্রথম মনোযোগ দিয়ে মেয়েটিকে দেখলেন। হাল্কাপাতলা, মায়াবী চেহারা, বাবার চেহারার সাথে বেশ মিল আছে। লেখাপড়া করতে করতে নিজের যত্ন নেয়া হয় না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলেন, ঠিকমতো যত্ন নিলে মেয়েটির স্বাস্থ্য চেহারা দেখার মতো হবে। আফসোস হলো, কেন তিনি চোখের সামনে থাকা এই মেয়েটির কথা আগে ভাবেননি।

www.pathagar.com

হাবিব দিশাকে সব খুলে বলল। দিশা হতবাক হয়ে মাহমুদের দিকে তাকাল। সুলতানা বেগমের কোনো সন্দেহ রইলোনা যে, আসলেই দিশার সাথেও মাহমুদের কোনো আলাপ হয়নি।

সুলতানা বেগম উঠে মেয়েটির কাছে গিয়ে চিবুক ধরে তাকে আদর করলেন। তাঁর মনে হলো এটি যেন তাঁর নিজেরই মেয়ে! তিনি ওর পাশে বসে পড়লেন, 'আপা, আমার কোনো মেয়ে নেই। আপনার মেয়েটি আমাকে দিন। আমি বউ নয়, মেয়ে চাইতে এসেছি। সেক্ষেত্রে কোনো সামাজিক পার্থক্য বা দেনাপাওনার হিসেব আমাদের মাঝে বাঁধার দেয়াল রচনা করতে পারে না, তাই না?'

চাচীর চোখের কোণ বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। হাবিব মাহমুদকে জড়িয়ে ধরল। দিশা সুলতানা বেগমের আঁচলে মুখ লুকাল। মা ছেলে দুই ভাইবোনের কাঁধের ওপর থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল- সে হাসিতে আত্মার বন্ধন।

www.pathagar.com

একজন বেহেস্তী নারী

একদিন অফিসে কাজ করছি। এমন সময় পিয়ন এসে বলল, 'আপা, এক মহিলা এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে। ভিজিটর্স রুমে বসে আছেন।'

আমি হাতের কাজটা গুছিয়ে নিতে নিতে সে ফিক করে হেসে বলল, 'আপা, মহিলা মনে হয় পাগল'!

তারপর হঠাৎ আমার ঈষৎ বিরক্ত চেহারার দিকে চোখ পড়তে সে আর কোনো কথা না বলে কেটে পড়ল।

দুমিনিট পর ভিজিটর্স রুমের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি বিরাটকায় এক মহিলা। দেখেই বুঝা যাচ্ছে গর্ভবতী। উদ্ভ্রান্তের মতো চুল। ওড়না মাটিতে গড়াচ্ছে কোনো খেয়াল নেই। মহিলাকে চিনতে পারলাম না। ভেতরে ঢুকতেই সে হঠাৎ তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠা মানুষের মতো আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'রেহনুমা, তুই আমাকে বাঁচা'!

কোনো সম্ভাষণ নেই, পরিচিতি নেই। চেহারাটা কাছে থেকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, 'রিমা না? কী রে, তোর এই অবস্থা হলো কী করে? কী হয়েছে তোর?'

সর্বদা কেতাদুরস্ত এই বান্ধবীকে কোনোদিন একটা চুল এদিক ওদিক হতে দেখিনি। ভীষণ রুচিশীল আর শৈল্পিক একটা মেয়ে ছিল সে। বিয়ে হয়েছিল

www.pathagar.com

আপন ফুফাতো ভাইয়ের সাথে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম সে ভালো আছে, যেহেতু ফুফু নিজে ওকে চেয়ে নিয়েছিলেন। বিবাহিতা বান্ধবীদের মোটামুটি সবার খোঁজখবর নেয়া হতো। কিন্তু রিমার খোঁজ কোনোদিন করা হয়নি। সে নিজেও সব বান্ধবীদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে কেউ ভাবেনি সে কষ্টে আছে। এখন ওকে দেখে ভীষণ অপরাধবোধ হতে লাগল। তাড়াতাড়ি ওকে বসালাম। ওর জন্য নাস্তাপানির ব্যবস্থা করলাম। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম ওর এই অবস্থা হলো কী করে।

রিমার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। সে যা বলল তার সারমর্ম হলো, বিয়ের পরদিন থেকেই ওর ফুফু কেবল শাশুড়িই হয়ে গেলেন। যে ফুফু ওকে এত আদর করতেন তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। উনি উঠতে বসতে ওকে কথা শোনাতেন, জ্বালাতন করতেন। অন্য বউদের ওর সামনে আদর করতেন, ওদের সামনে ওকে হেয় করতেন। ও নিজেই বুঝে পেল না, ও কি অন্যায় করেছে। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হবে মনে করে ও ওর বাবা-মা বা অন্য কোনো আত্মীয়স্বজনকে এ কথা বলতে পারত না। স্বামীর কাছ থেকেও সে কার্যকর কোনো সহযোগিতা পেত না। যতুটুকু পেত তা ওকে এই সার্বক্ষণিক মানসিক অত্যাচার থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখত না। বান্ধবীরা শুনলে কি মনে করবে ভেবে সে আমাদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

একসময় ও অনুভব করল ওর মাঝে আরেকটি জীবনের অস্তিত্ব। এ সময় মেয়েরা শারীরিক মানসিক উভয়দিক থেকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অত্যাচার কমল না। একসময় ওর নিজের ওপর ঘৃণা চলে এলো, 'আমি যদি এতই খারাপ হই, তাহলে বেঁচে থেকে আর কী লাভ?' এমনটা ভাবা শুরু করল।

হঠাৎ একদিন পেপারে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখে ওর মনে হলো নিজের জন্য না হোক, ওর অনাগত সন্তানের জন্য ওকে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। তাই সে এসেছে আমার কাছে।

www.pathagar.com

আমি তখন নিজেই লজ্জায় মারা যাচ্ছি। এতকিছু হয়ে গেল অথচ আমরা কেউ ওর একটা খবর পর্যন্ত নিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, আমি কিভাবে ওকে সাহায্য করতে পারি। ও বলল, 'তুই যেভাবেই হোক আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা কর। আমার পাগল হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে হবে। যেকোনো উসিলায় আমার দিনের অন্তত কিছুটা সময় বাসার বাইরে থাকা দরকার। প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ আমি স্বাভাবিক লোকজনের সাথে মিশতে চাই। স্বাভাবিকতা কাকে বলে আমি ভুলেই গেছি।'

একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, 'তুই যেটা চাচ্ছিস সেটা যে আমার জন্য কত কঠিন ব্যাপার! দুমাস পরে বাচ্চা হবে এমন কাউকে কোনো প্রতিষ্ঠানেই নিতে চাইবে না। কারণ এর সাথে আছে ম্যাটার্নিটি লীভ, বেতন আর ঈদ বোনাসের ব্যাপার।' কিন্তু ওর চেহারা দেখে সাহস হলো না, ওকে কমাস পর আসতে বলি, ততদিনে হয়তো সে আত্মহত্যা করে বসবে!

ওকে বসিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের সবার সাথে কথা বললাম। সবার আগে উঠে আসল ম্যাটার্নিটি লীভ, বেতন আর ঈদ বোনাসের ব্যাপারটা। চাকরির দুমাসের ভেতর যাকে এতসব সুবিধা দিতে হবে তাকে নেয়া আদৌ যৌক্তিক কিনা। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো আগে পরীক্ষা নিয়ে দেখা যাক আদৌ সে চাকরির জন্য উপযুক্ত কিনা। ওকে তিনদিন পর পরীক্ষার জন্য আসতে বললাম প্রস্তুতি নিয়ে, পরিপাটি হয়ে।

আশা মানুষের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে স্বচক্ষে দেখলাম তিনদিন পর। রিমাকে দেখে মনে হলো যেন আমাদের আগের সেই রিমা। সে পরীক্ষা দিল এমনভাবে, যেন এর ওপর ওর জীবনমরণ নির্ভর করছে। লিখিত পরীক্ষায় অসম্ভব ভালো করাতে প্রতিষ্ঠান ওকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকতে বাধ্য হলো। আমি ওকে বলে দিলাম, এই ইন্টারভিউর ওপরেই নির্ভর করছে ওর চাকরি পাওয়া না পাওয়া। আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকব, সুতরাং ওর উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ইন্টারভিউ ভালো না হলে আমি বোর্ডে থেকেও ওকে কোনো সাহায্য করতে পারব না।

www.pathagar.com

সে আমাকে নিরাশ করল না। ইন্টারভিউতে সে বলল, 'এই চাকরিটাই হবে আমার আসল জীবন, সুতরাং আমি যে সিন্সিয়ারলি কাজ করব এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমি চেষ্টা করব ম্যাটার্নিটি লীভ সংক্ষিপ্ত করতে আর আমাকে এ সময় বেতন বা ঈদ বোনাস না দিলেও আমার কোনো সমস্যা নেই।'

ওর চাকরি হয়ে গেল।

রিমা এত ভালো কাজ করতে লাগল যে, অল্পদিনের মধ্যেই ওর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। ওকে অনেক স্বাভাবিক আর প্রাণবন্ত মনে হতে লাগল। দিনের একটা সময় হাসিখুশি থাকায় এবং লোকজন ওকে অ্যাপ্রিশিয়েট করায়, বাসায় যেসব নেতিবাচক কথাবার্তা ওকে আগে কষ্ট দিত সেগুলো ওকে আর ওভাবে স্পর্শ করতে পারত না। দুমাস পর ওর একটা ফুটফুটে ছেলে হলো । সাতদিন পরই ও আবার ছেলে নিয়ে কাজে আসতে শুরু করল। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ওকে মানা করা হলো। জানানো হলো ও তিনমাস থেকে চারমাস ছুটির হকদার। কিন্তু রিমা আমাকে ডেকে বলল, 'তুই কি ভাবিস আমি তোদের প্রতিষ্ঠানের জন্য সাতদিনের মধ্যে চলে এসেছি? আমি বাসায় থাকলে মরে যাবো রে'!

আমার প্রথম সন্তান হবার পর আমাদের প্রতিষ্ঠানে বাচ্চা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আহামরি কিছু না। একটা রুম, রুমজোড়া বিছানা আর বাচ্চা দেখার জন্য একজন মানুষ। খেলনা আর খাবার মায়েরা নিয়ে আসবে। আমার সন্তানের জন্য এসব ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। আমার মেয়ে বড় হয়ে যাবার পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে লোক রাখা হয়। তারপর থেকে নারী কর্মীরা তাদের শিশু সন্তানদের সাথে নিয়ে আসতে পারতেন। তাহলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজেরাই সন্তানদের তদারক করতে পারতেন। এতে যেটা লাভ হয়, তা হলো মায়েরা তাদের কাজের ব্যাপারে আরও আন্তরিক হয়ে যান এবং বাসায় ফেরার তেমন তাড়া থাকে না। রিমা এখানে বাচ্চা রাখতে শুরু করল। ওর কাজ কমিয়ে দেয়া হলো যেন সে যথেষ্ট বিশ্রাম পায়।

দিনে দিনে ওর সুনাম আরও বাড়তে লাগল, ওর আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। ওর স্বামী ওকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে শুরু করল। ওদিকে ওর শাশুড়ি

www.pathagar.com

যখন দেখলেন উনি ওকে কষ্ট দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন যেন সে চাকরি ছেড়ে দেয়। আমরা সবাই ওকে পরামর্শ দিলাম, ও যেন ভুলেও এই কথায় কান না দেয়। এদিকে ঝামেলা করে কোনো ফলাফল হবে না, বুঝতে পেরে উনি ছেলেকে চাপ দিতে শুরু করলেন, 'আমি বাসায় থাকতে বউ নাতি নিয়ে চাকরিতে যাবে কেন?'

সাতমাসের সময়ই রিমার ছেলে একটু একটু হাঁটতে, কথা বলতে শুরু করেছিল। ন'মাসের সময় উনি সফল হলেন। রিমা ছেলেকে শাশুড়ির কাছে রেখে আসতে বাধ্য হলো।

একদিন বাসায় ফিরে রিমা একটু অবাক হলো। ওর ছেলে এত প্রাণবন্ত চঞ্চল, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়, বকবক করে- সে কেন চুপচাপ নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে? হাতপায়ের পর্যন্ত কোনো নড়াচড়া নেই! সেই ছেলে আর কোনোদিনই নড়াচড়া করল না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে, বিদেশ নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সবাই বলল ওর ব্রেনের ভেতরে কোনো গুরুতর আঘাতে ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে। অনেক পরে সে জানতে পেরেছিল, ওর একবছর বয়সী শিশু ওর শাশুড়ির সামনেই কাজের মেয়ের হাত থেকে লাফ দিতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। উনি যদি সাথে সাথে জানাতেন, তাহলে হয়তো কিছু করা গেলেও যেতে পারত। কিন্তু বাচ্চার জ্বর বা দুর্বলতা জাতীয় স্বাভাবিক কোনো অসুখ ভেবে প্রায় দুমাস অপেক্ষা করার পর যখন ওরা ডাক্তারের কাছে যায় তখন বাচ্চা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে।

রিমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হলো। হয়তো অপরাধবোধ থেকে, ওর শাশুড়ি ওকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। ওকে আলাদা বাসা নিতে হলো। তার কয়েকবছর পর শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্যান্য বউরা তাকে দেখাশোনা করতে অপারগতা প্রকাশ করল। শেষপর্যন্ত উনার ঠাঁই হলো সেই রিমার বাসায়। ওর শাশুড়ি আর ছেলে একই রুমে থাকত। উনার 'পাওয়ার প্লে'র সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারকে সারাক্ষণ চোখের সামনে দেখতে উনার কেমন লাগত জানি না। তবে রিমা এই দুই রোগীকে নিয়ে কী আমানুষিক পরিশ্রম করেছে তার সাক্ষী আমরা। ছেলে ততদিনে অনেক বড় হয়েছে। রিমার মতোই

www.pathagar.com

বড়সড়গোছের। একবার ছেলেকে খাওয়ায় খাবার গ্রাইন্ড করে পাইপ দিয়ে, আবার শাশুড়িকে খাওয়ায়। একবার ছেলেকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে যায়, আবার শাশুড়িকে আলগে বাথরুমে নিয়ে যায়।

এভাবে কয়েক বছর যাবার পর ওর শাশুড়ি গ্রামে ঈদ করার শখ করলেন। এই অসুস্থ বাচ্চা শাশুড়ি সব নিয়ে সে গ্রামের বাড়ি গেল বেশ কয়েকবার বাস নৌকা পরিবর্তন করে। ঈদের পরদিন উনি কুরবানীর গরুর নেহারী খেতে চাইলেন। রান্নার মধ্যখানেই রিমা শুনল ওর শাশুড়ির শ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে। সে তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তাড়াতাড়ি অল্প নেহারীর ঝোল চামচে করে এনে খাওয়ালো। গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর যখন ওর সাথে দেখা করতে গেলাম, ও বারবার বলতে লাগল, 'আহারে, নেহারীতে বাগাড় দেয়ার আগেই উনি মারা গেলেন। বাগাড় ছাড়া ঝোলই উনাকে দিতে হলো।'

আমি ওর দিকে হা করে চেয়ে রইলাম। যে মানুষটা ওকে এতটা কষ্ট দিয়েছে, যে এত বিশাল শক্তপোক্ত একটা মেয়ে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, ওর প্রথম সন্তানকে পঙ্গু করে দিয়েছে চিরতরে, তার জন্য সে দুঃখ করছে, 'বাগাড় ছাড়া ঝোল উনাকে দিতে হলো'!

কানাডা আসার আগে গিয়েছিলাম ওর সাথে দেখা করতে। ওর ছেলেটাকে খাওয়ানোর পর, অন্য সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে গিয়ে ও একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পরে ছেলের রুমে গিয়ে দেখে বাচ্চার গাল বেয়ে যে লালা পড়েছে সেখানে অসংখ্য পিঁপড়া! পিঁপড়ের কামড়ে গাল লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে। কিন্তু বেচারার হাত চলে না যে সে পিঁপড়েগুলোকে সরিয়ে দেবে, কথা বলতে পারে না যে মাকে ডেকে বলবে। ওর কথা শুনে দুঃখে আমার চোখ জ্বলতে লাগল। কি বলে সান্ত্বনা দেব খুঁজে পেলাম না। তাই চুপ করে রইলাম।

কিন্তু রিমা নিজেই বলল, 'জানিস, আমার এই ছেলে নিয়ে আমার অনেক দুঃখ। কিন্তু এর বিনিময়ে আমি অনেক কিছু পেয়েছি যা কাউকে বলে বুঝানো সম্ভব না। আমি আগে নিয়মিত নামায পড়তাম না। কিন্তু আমার ছেলের এই অবস্থার পর থেকে আমি নামায পড়া শুরু করেছি, আর ছাড়িনি। আল্লাহকে খুব কাছে মনে হয়। উনার কাছে যখনই যা চাই তা

www.pathagar.com

পাই। আমি একসময় খুব ফুর্তিবাজ ছিলাম। কিন্তু এখন আমি কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বুঝি এবং খারাপের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখি। একসময় পর্দার ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এখন আমি পর্দা করে চলি। আগে পথের ধারে যে শিশুগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখতাম না, তাদের জন্য এখন খুব মায়া লাগে, কিছু করতে ইচ্ছা করে। আমি নিজেই বুঝি যে, আমি এখন কোনো ব্যাপারে কষ্ট পাই না। কেউ আমাকে কষ্ট দেয়ার ক্ষমতা রাখে না যদি আল্লাহ আমার সাথে থাকেন।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম রিমার দিকে। আমার এই বান্ধবী একসময় বিশাল আকারের শক্তিশালী দেহের অধিকারী হয়েও, জিহ্বার আঘাত সইতে না পেরে নিজেকে ধ্বংস করে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। আর আজ সে সহ্যাতীত দুঃখের মাঝেও পাহাড়ের মতো শান্ত অটল! বিশ্বাস বুঝি একেই বলে! ওকে দেখে আমার মনে হলো আমি এক বেহেস্তী নারীর দিকে তাকিয়ে আছি!

www.pathagar.com

যুদ্ধ

'আপা, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনাকে আমি পাগলের মতো খুঁজছি'!

পেছন ফিরে স্বরের অধিকারিণীকে দেখে চিনতে অনেক বেগ পেতে হলো। শায়লা ভাবী না? শায়লা ভাবীই তো! এ কী অবস্থা উনার? বিধ্বস্ত চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল, উনার ট্রেডমার্ক হাসিটাও মিসিং।

দুষ্টুমি করে বললাম, 'কী ব্যাপার ভাবী? আপনি কি আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন নাকি? আপনাকে তো চিনতেই পারছি না! তা বলুন, আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি?'

শায়লা ভাবীকে আমার খুব ভালো লাগে। বিশাল বড়লোকের বউ হয়েও উনার মধ্যে কখনো অহঙ্কারের ছায়া পর্যন্ত দেখিনি। আমাদের চেয়েও সাধারণভাবে চলেন। নিজেই বাচ্চাদের রিক্সায় করে স্কুলে আনা-নেয়া করেন। আমার হাত খুবলে ধরে বললেন, 'আপা, আমাকে একটু সময় দেন, আমি আপনার বাসায় আসবো।'

অ্যাঁ! বলে কী? এত বড়লোক মানুষকে আমি কী দিয়ে অপ্যায়ন করব? আমার তো রান্নাঘর পর্যন্ত নেই। নিজেই খাই শাশুড়ি আম্মার দয়ায়! যাই হোক, বললাম, 'ভাবী, আমি বাসায় থাকার সুযোগ পাই খুব কম। আজকে তিনটা থেকে চারটা একঘণ্টা বাসায় থাকব। আপনি আসতে পারেন। কিন্তু দেরি করলে আমি সময় দিতে পারব না।'

www.pathagar.com

উনি বললেন, 'আমি আসব।'

উনার কথাবার্তা, চেহারায় এক ধরনের Desperation দেখলাম। কিন্তু স্কুল ছুটির সময়, বাচ্চা আর বাবা-মাদের গিজগিজে ভিড়ে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না।

ঠিক তিনটা বাজার পাঁচমিনিট আগেই ভাবী এসে উপস্থিত। আমি তখনও আম্মার বাসায়, ভাত খাচ্ছি। হাতে সময় কম। তাই বাচ্চাকে ওর দাদুর বাসায় রেখে শায়লা ভাবীকে আমার দুকামরার ফ্ল্যাটে নিয়ে বসলাম। উনি কোনোরকম ভণিতা না করে কথা শুরু করলেন, 'আপা, আমি আমার বাবা-মা, ভাই-বোন,আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কারো কাছে না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি প্লিজ আমাকে ফেরাবেন না। আমি শুনেছি আপনি লোকজনকে পরামর্শ দেন। আমি কোনো রাখঢাক না করেই আপনাকে আমার সমস্যার কথা খুলে বলব। প্লিজ আমাকে সাহায্য করুন।'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'আমি কবে থেকে পরামর্শদাত্রী হলাম?'

কিন্তু উনি আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আপনি জানেন, আমি আর আমার স্বামী দুজনই খুব সাধারণ পরিবার থেকে এসেছি। প্রথমদিকে আমরা তেমন একটা সচ্ছল ছিলাম না। পরে ও একটা ব্যবসার সন্ধান পায়। ব্যবসা শুরু করার মতো পুঁজি ওর ছিল না। তখন আমি বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি সবার উপদেশ উপেক্ষা করে আমার সমস্ত স্বর্ণ বিক্রি করে সেই টাকা ওর হাতে তুলে দিই। দিনে দিনে আমাদের ব্যবসা জমে উঠতে শুরু করে। সে চাকরি ছেড়ে দেয়, নিজের কোম্পানী খোলে। একসময় আমরা ভালো বাড়ি-গাড়ি কিনে এমন এক জীবন গড়ে তুলি যার স্বপ্ন আমরা দুজনে মিলে দেখেছিলাম। বাচ্চারা প্রাচুর্যের মাঝে বড় হতে থাকে। আমি আমার শেকড়ের কাছাকাছি থাকার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু আমার মনে হতে থাকে, কোথায় যেন আমার স্বামী সাদাতের শেকড়টা আলগা হতে শুরু করেছে।'

শায়লা ভাবীর চোখে স্বপ্ন জেগে উঠেছিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কথা শুরু করলেন. 'কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছিলাম সে কাজে এত ব্যস্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছে যে, কখনো কখনো সারারাত বাসায় আসে না। যখন আসে তখন এত ক্লান্ত থাকে যে, আমাকে সময় দেয়ার মতো মুড থাকে না। প্রথম প্রথম আমি একে কাজের চাপ মনে করলেও একসময় ওর আচরণে আমার সন্দেহ হতে শুরু করে। পরে একদিন ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে কিরা-কসম কেটে শক্ত করে ধরার পর উনি বলেন, 'ভাবী, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না? যে আগুনে সুন্দরী যুবতি সেক্রেটারিকে আপনার স্বামী সর্বত্র নিয়ে যান, উনি তার প্রেমে পড়েছেন। সাহেব তাকে বিয়ে করতে চান। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। উনাকে বুঝাতে গেলে চাকরি যাবার ভয় দেখান। আপনাকে বলেছি জানলে কী করবেন কে জানে! ভাবী, উনি ভালো মানুষ। কিন্তু এখন উনি মোহগ্রস্ত। আপনি তাঁকে ফেরান।'

উথলে উঠা কান্না ঠোঁট চেপে দমন করেন শায়লা ভাবী। একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন, 'আপা, আমার মনে হলো, আমার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। একবার ভাবলাম সংসারের মুখে লাথি দিয়ে বাচ্চা দুটো নিয়ে চলে যাই। কিন্তু আপা, দু'বাচ্চাসহ আমাকে প্রতিপালন করার সামর্থ্য আমার পরিবারের নেই। এতবছর আমি কোনো চাকরি-বাকরি করিনি, লেখাপড়া থেকেও বিচ্ছিন্ন। বিশ্বাস করুন, আমি মনে হয় 'অ আ' পর্যন্ত ভুলে গেছি! আমি বাচ্চা দুটোকে কীভাবে বড় করব? আমি তাদেরকে আমার মতো সাধারণভাবে মানুষ করার চেষ্টা করেছি। ওরা হয়তো অনেক কষ্ট করতে পারবে। কিন্তু ওদের যে পরিমাণ কষ্ট করতে হবে তা চিন্তা করলে আমার বুক ফেটে যায়। আবার ভাবি, আমার এত বছরের সংসার আমি বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেব? কিন্তু আপা, আমার যেকোনো যোগ্যতাই নেই! যৌবনও যায় যায়। কী দিয়ে লড়াই করব আমি?'

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে উনি হঠাৎ তন্ময় হয়ে পড়লেন। আম্মার বুয়া এসে নাস্তা দিয়ে গেল। অপদার্থ বউদের শাশুড়িদের অনেক জ্বালা। আমি নাস্তার কথা বলতে ভুলে গেছি বলে তাঁকেই মনে করে পাঠাতে হলো। শায়লা ভাবী নাস্তার দিকে দৃকপাত না করে বললেন, 'আপা, আমার নাওয়া খাওয়া উঠে গেছে। আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন।'

আমি চুপ করে রইলাম।

www.pathagar.com

উনি আবার বললেন, 'আপা, আমি আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি, আপনি আমাকে পরামর্শ দিন।'

আমি বললাম, 'আপা, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।'

উনার মুখটা নিজের অজান্তেই হা হয়ে গেল, 'আপা, আপনি আমাকে এভাবে মুখের ওপর না করতে পারেন না'!

আমি উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। এর মধ্যে এক খণ্ড মেঘ ছায়া সৃষ্টি করে আছে। সেই ছায়া গিয়ে পড়েছে ঘন সবুজ নারকেল বাগানের মাঝে, যেখানে মাঝেমধ্যে উঁকি দিচ্ছে আমগাছ কাঁঠালগাছের মাথা। আহা! আমি যদি ঐ মেঘখণ্ডের মতো এই সবুজমনা নারীকে ছায়া দিতে পারতাম জীবনের খর বাস্তবতা হতে!

ফিরে এলাম ভাবীর সামনে। বললাম, 'ভাবী, আমি আসলেই আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। তবে যিনি পারবেন তার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে পারব। আপনার সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু তার জন্য সময় আর শ্রম দিতে হবে।'

বেচারির চেহারাটা হঠাৎ আশার আলোয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। উনি বললেন, 'আপনি যার কাছে যেতে বলবেন যাব, যা করতে বলবেন করব। শুধু আপনি আমাকে পথ দেখান।'

আমি ভাবীর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'ঠিক তো?'

উনি বললেন, 'পাক্কা ওয়াদা। সাদাতের সাথে সংসার করা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি আমার সন্তানদের জন্য যা করতে হয় সব করব।'

শায়লা ভাবীর চেহারায় চোখ রেখে বললাম, 'ভাবী, আপনি আপনার স্বপ্নের পথ ধরে বহুদূর এগিয়েছেন। স্বামীর জন্য সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছেন, সন্তানদের জন্য বাকিটাও উজার করে দিতে রাজি আছেন। কিন্তু পথের কোনো একখানে আপনি আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর হাত ছেড়ে দিয়েছেন, তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। আপনাকে সবার আগে সেই সম্পর্ক পুনর্গঠন করে তুলতে হবে। কারণ সে ছাড়া আর কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না।'

www.pathagar.com

উনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, 'আপা, আমি তো লোকজনের সাথে যদ্দুর পারি যোগাযোগ রাখি। আপনি কার কথা বলছেন আমি তো বুঝতে পারছি না'!

আমি হেসে বললাম, 'আপনি তার সাথে যোগাযোগ না রাখতে রাখতে তার নামও ভুলে গেছেন! ভাবী, দায়িত্বের খাতিরে নয়, আল্লাহকে ভালোবেসে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে নামায পড়েছেন কবে মনে আছে? অর্থসহ কুরআন পড়ে আপনাকে কী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, বসে পাঁচমিনিট ভাবার চেষ্টা করেছেন কত বছর হলো? কিছু চাইবার জন্য নয়, বন্ধুর সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহর সামনে হাত তুলেছেন কবে মনে পড়ে? আপনি যদি তার ডাকে সাড়া না দেন, আপনার বিপদে সে গড়িমসি করবে এটাই কি স্বাভাবিক নয়? আমি আপনাকে এতদিন পর একঘণ্টা সময় দিলাম আর আপনি পাঁচমিনিট আগেই ছুটে এলেন। অথচ যে আপনার কথা শোনার জন্য, আপনাকে দেবার জন্য উপহারের ডালি সাজিয়ে বসে আছে কে জানে কত বছর, তার সাথে কথা বলার আপনার ফুরসতই মেলে না'!

ভাবী চোখ নামিয়ে নিলেন। বললাম, 'ভাবী, আমার কথায় কষ্ট নেবেন না। আপনি পাঁচ ওয়াক্তের নামায রেগুলার করুন। সাতদিন তাহাজ্জুদ নামায পড়ে, কুরআন পড়ে, আল্লাহ তায়ালার সাথে পরামর্শ করুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জানান আপনি কি করতে চান। সংসার করবেন, নাকি চলে যাবেন? আপনি যে পথ বেছে নেবেন, সেভাবেই আমি আপনাকে পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।'

শায়লা ভাবী চলে গেলেন।

সাতদিন পর উনি এসে বললেন, 'আপা, আমার মনে কেমন যেন একটা স্বস্তি আর সাহস এসেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা উটকো মহিলা এসে আমার সন্তানদের অধিকার কেড়ে নিয়ে যাবে আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব তা হবে না। আমি লড়বো। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। আপনি আমাকে বলুন কিভাবে কি করব।'

বললাম, 'ভাবী, আপনাকে কিছু কড়া সত্য কথা বলব। আপনি সহ্য করতে পারবেন তো? নইলে আপনি এখনই চলে যেতে পারেন।'

www.pathagar.com

উনি বললেন, 'কী যে বলেন আপা! যে মহিলার স্বামী অন্য মহিলা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার কি রাগ ঘেন্না বাকি আছে? আপনি তো আমার ভালোর জন্য কটা কড়া কথা হলেও বলছেন, সে তো সেটুকুও আমার জন্য করছে না'!

উচিত কথা বলা থেকে নিজেকে কখনই নিবৃত করতে পারিনি, যদিও বুঝি তা আমার জন্য কতখানি অনুচিত। আজও প্রবৃত্তির কাছে হার মানলাম। কখানা কটু কথা বলারই সিদ্ধান্ত নিলাম, 'ভাবী বিয়ের সময় একটা ছেলে আর একটা মেয়ের শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতা আনুপাতিক কিনা তা দেখেই বিয়ে দেয়া হয়। তারপরে কি হয় জানেন? ছেলেটা উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে, তার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে, তার জ্ঞান বাড়তে থাকে। আর মেয়েটা? সে সংসার করতে করতে জীবনের যে মূল লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন করা সেটাই ভুলে যায়। তার পৃথিবী একসময় রান্না-বান্না, ধোয়া-পালা, বাচ্চা সামলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় নতুবা আটকে যায় টেলিভিশনের পর্দায় যা তার মেধার বিকাশে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। আমি বলছিনা মহিলাদের চাকরি করতে হবে বা তারা ঘরের কাজ করবে না। কিন্তু দৈনিক অন্তত একটি ঘণ্টা সময় তো নিজের জন্য ব্যয় করা যায়। হোক না সে দুপুরের ঘুম বাদ দিয়ে বা যেকোনো একটি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগামী দিনের জন্য বাকি রেখে। কার্যত দেখা যায় মহিলারা ঠিকমতো নামায পড়ার পর্যন্ত সময় পান না। লেখাপড়া না করতে করতে বাচ্চাদের সামান্য প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও বলেন, 'আব্বুকে জিজ্ঞেস কর।' সংসারের ব্যস্ততায় আমাদের মেজাজ হয়ে যায় খিটখিটে। সুতরাং ঐদিক দিয়েও ভদ্রলোক কোনো সুবিধা করতে পারেন না। এই বউয়ের সাথে কথা বলে তখন স্বামী আর মজা পান না। তার মন চলে যায় বাইরে, বন্ধুবান্ধবের আড্ডায়।'

ভাবী মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন।

বলে চললাম, 'ভাবী, আমরা বাইরে যাবার সময় সেজেগুজে যাই অথচ বাসায় বুয়ার মতো হয়ে থাকি। সুতরাং স্বামী ভদ্রলোক হলে অসন্তুষ্টির সাথে মেনে নেন আর তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব থাকলে

www.pathagar.com

দৃষ্টি হয়ে যায় বহির্মুখী। সেই লোক যদি বাইরে এমন কোনো মহিলার সন্ধান পান, যে এই উভয়প্রকার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম এবং আগ্রহী তখন তাকে বিয়ে নামক সম্পর্কের দলিল দিয়ে আটকে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ভাবী, আমরা মানুষ। তাই খুব সহজেই ভুলে যাই সে সঙ্গীর কথা যে তার জীবন যৌবন আমাদের উন্নতির পেছনে ব্যয় করে নিজে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা সবসময় নিজের স্বার্থটাই চিন্তা করি, কী পেলাম বা পাইনি। তাছাড়া অন্য কিছু আমাদের নজরের সামনে আসে না। যার আল্লাহর ভয় আছে সে নাহয় জবাবদিহিতার ভয়ে নিজের প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে; কিন্তু যার সে চিন্তা নেই সে কি দিয়ে নিজেকে আটকাবে বলুন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবী এই কথায়ও সম্মতি জানালেন।

আবার বললাম, 'আরেকজনকে সংশোধন করা আমাদের সাধ্যের অতীত। আমরা কেবল নিজেকেই সংশোধন করতে পারি। সুতরাং চলুন আগে নিজের যথাসম্ভব উন্নয়নের চেষ্টা করি। ভেবে দেখুন, আপনার কাছে যে গুণগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সাদাত ভাই নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে আপনি কত খুশি হবেন! একইভাবে চিন্তা করে দেখুন আপনার স্বামীর কাছে কোন জিনিসগুলো আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেসব ব্যাপারে আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করুন।'

শায়লা ভাবী আমার পয়েন্টটা ধরতে পারলেন।

বললাম, 'আপনি আমার সাথে একদিন বের হবেন। আমি আপনাকে ইংরেজি কোর্সে ভর্তি করিয়ে দেব। আরেকদিন বের হব আপনার জন্য ভালো জামাকাপড় কিনতে। আপনি বাসায় সবসময় ফিটফাট হয়ে থাকবেন। প্রতিদিন অন্তত একঘণ্টা আপনি বিভিন্ন সাধারণ জ্ঞান বর্ধক বই পড়বেন এবং বাচ্চাদের সাথে এগুলো শেয়ার করবেন। আজ থেকে হিন্দি সিরিয়াল টাটা বাই বাই। Discovery, History বা National Geographic চ্যানেল দেখবেন। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে- ইংরেজিও শেখা হবে, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সম্পর্কেও জানার

www.pathagar.com

সুযোগ হবে। সবচেয়ে বড় কথা আপনার হাতে প্রচুর পরিমাণ সময় আসবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য। কি, রাজি?'

শায়লা ভাবীর চেহারাই বলে দিলো তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা।

শায়লা ভাবী প্রচণ্ড আগ্রহ ও উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। আমার পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলেন দৃঢ় সংকল্প ও প্রবল মনোসংযোগ নিয়ে। কয়েকমাস পর দেখা গেল তিনি বিবিধ বিষয়ে অনর্গল আলাপ করতে পারছেন। ইংরেজিতে কথা বলতে বা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছেনা বিধায় স্বামী অপর মহিলার সাথে ব্যবসায়িক আলাপের ভান করে গোপন আলাপ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁর কথাবার্তা চেহারা পোশাক পরিচ্ছদে রুচি ও মাধুর্যের বহিঃপ্রকাশ তার স্বামীকে মোহিত করে তুলল। তিনি আগে যে কাজ সারাদিনে করতেন তা এখন কৌশল প্রয়োগ করে কয়েক ঘণ্টায় করতে পারছেন। ফলে বাচ্চাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তিনি সময় দিতে পারছেন। কিন্ত সবচেয়ে বড় কথা, সাদাত ভাই শায়লা ভাবীর আচরণে এমন এক আত্মবিশ্বাস দেখতে পেলেন যে, তাঁকে ছেড়ে দেয়ার চিন্তার পরিবর্তে শায়লা ভাবীই তাকে ছেড়ে যাবেন কিনা সেই চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। স্ত্রী এবং সেক্রেটারির মধ্যে তুলনা করে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন দুজনের মধ্যে কে শ্রেয়। একসময় তিনি নিজেই সেক্রেটারিকে বাদ দিয়ে স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়লেন।

ছমাস পর ভাবী একদিন বাসায় দাওয়াত দিলেন। ভদ্রলোকেরা যখন ড্রইংরুমে কথা বলা শুরু করলেন তখন আমরা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে খাবার বাড়তে বাড়তে গল্প করতে লাগলাম। ভাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাবী, এখন কী অবস্থা?'

শায়লা ভাবী হাতে ভাতের চামচের অস্তিত্ব ভুলে গেলেন। তন্ময় হয়ে বলতে লাগলেন, 'আপা, একসময় মনে হতো আমি সাদাতকে ছাড়া কী করে বাঁচব? আমার বাচ্চাদের কী হবে? এখন বুঝি, আমাদের দেখাশোনার জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট। সাদাত তো কেবল একটা মাধ্যম! সে যখন বুঝতে

www.pathagar.com

পারল আমি এখন আর ওর ওপর নির্ভরশীল নই, তখন সে আমাকে আর বাচ্চাদের আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরল। ঐ মহিলা বিদায় হয়েছে তিনমাস আগে। সাদাত নিজেই তাকে বিদায় করেছে। এখন তো সে ঘর ছেড়ে এক পাও নড়তে চায় না। আমার পরামর্শ ছাড়া কিছুই করে না। বাচ্চাদের প্রচুর সময় দেয়। কিন্তু কি জানেন? আমি এখন যুদ্ধক্লান্ত। মহান আল্লাহর অসীম সাহায্যে আমি জিতেছি। এই বোধ ছাড়া আর কোনো বোধ এখন আর আমাকে স্পর্শ করে না।'

কথার মধ্যখানে তিনি হারিয়ে গেলেন বিগত দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থনে যা কেটেছে সৃষ্টিকর্তার একান্ত সান্নিধ্যে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও হারিয়ে গেলাম সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘমালার মাঝে, যা সৃষ্টিকর্তার অবারিত করুণার আনন্দবার্তা বয়ে নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

অমানুষ!

'অমানুষ'! হুঙ্কার শুনে পেছনে তাকিয়ে নাইমা বুঝতে পারল কথাটা তাকেই বলা হয়েছে। ওখানে শ্বশুর মহাশয়, শাশুড়ি মা আর ওর স্বামী বসা। কেউ ওর ননদকে জিজ্ঞেস করল না, কি কারণে এত বড় একটা গালি তাকে দেয়া হলো। শ্বশুর মহাশয় শান্তিপ্রিয় ভালো মানুষ। তিনি নাইমার প্রতি স্ত্রী-কন্যাদের এসব ব্যবহার দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু নাক গলিয়ে তাদের বিরাগভাজন হতে নারাজ। স্বামী বেচারা সংসারের চাপে অস্থির। কিছু বলতে গেলে ঘরে অশান্তির সৃষ্টি হবে, ঝড়টা যাবে নাইমার ওপর দিয়েই। তাই নাইমা নিজেই মুস্তাফাকে বলেছে সে যেন কখনো কিছু না বলে। ফলে সবাই নির্বাক। নাইমার ফ্যালফ্যাল দৃষ্টির জবাবে নাজ কোনোপ্রকার ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। মুখ বাঁকিয়ে বীরদর্পে ভেতরে চলে গেল। নাইমা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস চাপা দিয়ে, সাথে তিনজন মহিলা আর ওর বাচ্চাটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাইমার বিয়ে হয়েছে দশ বছর। এখনো কেন সে এই ব্যাপারগুলোকে স্বাভাবিক ভাবতে শেখেনি? এতদিনে তো ওর অভ্যস্ত হওয়া উচিত ছিল! নাকি এই ব্যাপারগুলো এমন– যে কেউ অভ্যস্ত হতে পারে না?

ট্যাক্সিতে বসে ওর মন হারিয়ে যায় স্মৃতির সেলুলয়ডে। দশ বছর আগে যেদিন সে এ বাড়িতে প্রথম পা রাখে। মুস্তাফার বড়বোন ওকে বসিয়ে সুপরামর্শ দেন,

www.pathagar.com

'দেখ, তুমি কখনো মনে কর না তুমি আমাদের একজন। তুমি যাই কিছু কর না কেন, আমরা তোমাকে আপন মনে করব না, বুঝলে? সুতরাং, তুমি আপন হবার চেষ্টাও কর না। তুমি বউ, বউয়ের মতোই থেকো।'

নাইমা হতভম্ব হয়ে ভাবে, বউ কি কোনো আলাদা শ্রেণির প্রাণী? একজন মানুষ যদি একটি পরিবারের জন্য তার বাবা-মা, ভাই-বোন, শৈশব-কৈশোরের সোনালি দিন কাটানো সেই বাড়ি-ঘর, সেই প্রাণের মেলার সাথি বন্ধু সব ছেড়ে আসতে পারে; তবে কেন সে এই পরিবারে বাকি জীবনটা এক আগন্তুক হয়েই কাটাতে বাধ্য হবে? সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কথাটা যিনি বললেন তিনি নিজেই আরেক বাড়ির বউ! তবু কেন তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন না, বললেন না, 'আজ থেকে এটাই তোমার বাড়ি, তুমি আমাদের পরিবারেরই একজন।' হোকনা সেটা মিথ্যা! একজন মানুষকে যদি মিছেমিছি একটু ভালোবাসা দেয়া হয় কিংবা শোনানো হয় একটু দরদমাখা কথা, সেটুকুও হতে পারে বুকের ভেতর সব ছেড়ে আসার ক্ষতে সামান্য একটু প্রলেপ!

বিয়ের পরদিন থেকেই নাইমা ব্যস্ত হয়ে পড়ে রান্নাঘরে। মুস্তাফা বিরক্ত হয়, 'তুমি আসার আগেও পঁয়ত্রিশ বছর এ সংসারে খাওয়াদাওয়া চলেছে। তোমাকে এখনই রান্নাঘরে যেতে হবে কেন?' নাইমা বুঝাতে পারে না, সে ঘরের সবাইকে খুশি করতে চায়, সবার ভালোবাসা পেতে চায়। মুস্তাফা বলবে, 'কেন, আমার ভালোবাসা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?' বেচারা! বয়স হয়েছে কিন্তু ম্যাচুরিটি আসেনি। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি না, ওর মা নতুন বউকে রান্নাঘরে যেতে বলতে পারেন। ওর মায়ের মতো মানুষ কি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি থাকতে পারে? নাইমা এই ধারণা নষ্ট হতে দিতে চায় না। সে জানে বিয়ের পরপরই পরস্পরকে বুঝার জন্য, জানার জন্য ওদের একসাথে সময় কাটানো প্রয়োজন। এই সময়গুলো আর কখনো ফিরে আসবে না। কিন্তু মুস্তাফাকে তো সে জন্মও দেয়নি, মানুষও করেনি। যিনি এই কষ্ট করে তাকে একজন ভালো স্বামী উপহার দিয়েছেন তাঁর ব্যাপারে সে মুস্তাফাকে কোনো বিরূপ ধারণা দিতে চায় না।

নাইমা বুঝে, আমরা এমন এক সমাজে বাস করি, যেখানে মায়েরা ভুলে যান তাঁরাও একসময় বউ ছিলেন। নতুন মেয়েটিকে আপন করে নেয়ার

www.pathagar.com

পরিবর্তে তাঁরা তার কাছে এত বেশি আশা করতে শুরু করেন, যা সুপারম্যানের পক্ষেও পূরণ করা অসম্ভব! বাসার বুয়ার প্রতি যতটুকু সহানুভূতি দেখানো হয়, বউ ততটুকুও পাবার দাবি রাখে না। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলতে কিছু থাকে না। কোনোদিন শরীরে বা মানসিকতায় না কুলালে বউ হয়ে যায় 'কুঁড়ে', 'আলসে' কিংবা ভাগ্য খারাপ হলে 'বেয়াদব' খেতাবের স্বত্ত্বাধিকারী। এই চাহিদার বিপরীতে এক হেরে যাওয়া রেস জেতার জন্য সে প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে। সে জানত একসময় সে হেরে যাবে। তবে হারটা এত তাড়াতাড়ি আসবে সে ভাবেনি।

বিয়ের পর ছোট ননদটাকে সে বুকের ভেতরকার সব ভালোবাসা ঢেলে দেয়। নিজের ভাই-বোনদের ছেড়ে আসার কষ্ট নাজকে ভালোবাসা উজার করে দিয়ে পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। বাজারে একটা সুন্দর জিনিস দেখলে নিজের জন্য না কিনে ওর জন্য নিয়ে আসে। অসুখ-বিসুখ হলে সব ছেড়ে দিয়ে সেবাযত্ন করে। কিন্তু শাশুড়ি মা'র আস্কারায় নাজ ওর সাথে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করতে থাকে। যাকে এতখানি ভালোবাসে তার কাছ থেকে আঘাত পেতে পেতে সে আর সহ্য করতে পারছিল না। একদিন শাশুড়ি মাকে একান্তে ডেকে বলল, 'মা, আজ তিন বছর আমি আপনাদের সাথে আছি। যদি আমি ভুল করি বা অন্যায় করি, আপনি প্রয়োজন হলে আমাকে দুটো থাপ্পর দিয়েন, বুঝিয়ে দিয়েন, বকা দিয়েন, যা ইচ্ছে করেন। আপনি আমার মা, আমি কিছুই মনে করব না। কিন্তু নাজ আমার ছোটবোন। ও যখন আপনাদের সামনেই আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমার ভীষণ কষ্ট লাগে। সে ছোটমানুষ, বুঝে না। কিন্তু আপনি যদি ওকে বুঝিয়ে বলেন, ও নিশ্চয় এ ব্যাপারে সচেতন হবে।'

উনি জবাব দিলেন, 'শোন, তুমি নিজেকে এত ভালো মনে কর কেন? নিজেকে খারাপ মনে করতে শেখ। তুমি খারাপ বলেই নাজ তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। ও যা করে ঠিক করে।'

নাইমা স্তম্ভিত হয়ে গেল। একজন মানুষ শত আঘাত সহ্য করতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তার আত্মসম্মান নিয়ে টানাটানি করার চেয়ে কঠিন আঘাত আর কী হতে পারে? সে যাকে মা ডাকল তিনি তার

www.pathagar.com

আত্মসম্মানবোধই ধূলিস্যাৎ করে দিলেন! নাজ যদি আজ নাইমার সাথে দুর্ব্যবহার করে বাঁধা না পায়, কাল শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে সবার সাথে এই ব্যবহারই করবে। ওরা কি তা সহ্য করবে? শাশুড়ি ওকে কষ্ট দেয়ার জন্য নাজকে ব্যবহার করতে গিয়ে যে নিজের মেয়ের জীবনটাই পক্ষান্তরে ধ্বংস করতে যাচ্ছেন, তা কি তিনি বুঝেন না?

নাইমা একেবারে নেতিয়ে পড়ল। এতদিন তার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল সবাইকে খুশি করার। শরীরের বাইরে গিয়ে সবার জন্য করার। নিজেকে দমন করে সবার চাহিদা মেটানোর। হঠাৎ সব কেমন অর্থহীন মনে হতে লাগল। সে নিজের ব্যাপারেই দ্বিধায় পড়ে গেল, 'আমি কি সত্যিই খারাপ? আমি তো জেনেশুনে কারো ক্ষতি করি না, কাউকে কষ্ট দিই না, সম্ভব হলে উপকার করার চেষ্টা করি। না পারলে ক্ষমা চেয়ে নিই। তাহলে আমি কী এমন খারাপ কাজ করলাম যে, যাকে মা মনে করলাম তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, আমি খারাপ বলেই আমার সাথে পশুতুল্য আচরণ করা যায়?' ওর বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। কিন্তু চোখে পানি আসে না। মুস্তাফাকে বললেও সে বিশ্বাস করবে না। আর বলার স্বভাব তো নাইমার নেই-ই। মা-বাবাকে বলার প্রশ্নই আসে না, তাহলে ওঁরা এই ভেবে চিন্তিত হবেন যে, মেয়ে কষ্টে আছে।

একমাস এই কষ্টের সাথে যুদ্ধ করে সে সিদ্ধান্তে আসে, কে কি বলল বা করল তার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। একজন মানুষ হিসেবে ওর দায়িত্ব হলো পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সবার প্রতি আন্তরিকতার সাথে মানবিক আচরণ করা, সে তাই করবে। কে খুশি হলো বা না হলো তা কোনো মানুষের পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং ওর পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সে করে যাবে। যা ওর পক্ষে করা সম্ভব নয় তা ছেড়ে দেবে। যে খুশি হতে চায় না তাকে তো মরে গিয়েও খুশি করা সম্ভব নয়।

বাচ্চা হবার পর দেখা গেল আরেক ঝামেলা। শাশুড়ি মা বড় মেয়েকে সাথে রাখেন যাতে উনি ওর বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে পারেন। সে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করতে পারে। কিন্তু নাইমাকে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন 'দেখ, শাহীনের তিনটা বাচ্চা দেখার পর আমার পক্ষে তোমার বাচ্চা রাখা সম্ভব না। তুমি দরকার হলে লেখাপড়া বন্ধ করে দাও। আমি তোমার বাচ্চা দেখতে পারব না।'

www.pathagar.com

নাইমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'মা, এই শিশুটি শুধু আমার নয়। শাহীনের মতো ওর বাবা মুস্তাফাও আপনার সন্তান। শাহীনের সন্তানদের মতো ওরও অধিকার আছে আপনার ওপর। আপনি যখন বৃদ্ধ হবেন তখন আমিই থাকব আপনার পাশে। শাহীন চলে যাবে ওর নিজের সংসারে। মাঝে মাঝে সে আপনাকে দেখে যাবে। কিন্তু দিন-রাত সেবাযত্ন আপনি আমার কাছেই পাবেন।'

কথাগুলো সে বলছিল মনে মনে। বাবা-মা শিখিয়েছেন মুরুব্বীদের মুখে মুখে কথা বলতে হয় না। বড় হয়ে বুঝেছে ব্যাপারটা শোভন নয়। সুতরাং সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চলে যায়।

নাইমার বাবা-মা থাকে আরেক জেলায়। সে ওখানে গিয়ে থাকলে এখানে ঘরের কাজ কে করবে? সুতরাং উপায় একটাই! সে শিশুটিকে ইউনিভার্সিটিতে সাথে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। নাইমা কিছু না বললেও মুস্তাফা ততদিনে কিছু কিছু বুঝতে পারে। সে আর আপত্তি করে না। কোন মুখে সে আপত্তি করবে? ওর মা-বোনের আচরণ স্ত্রীর সামনে ওকে কত খাটো করে তা তো সে মুখ ফুটে বলতে পারে না। অথচ ওদের ফেলে শুধু বউ নিয়ে চলে যাওয়া তো মানুষের কাজ নয়! নাইমাও তাতে রাজি হবে না। মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুস্তাফা, 'নাইমা, তোমার দীর্ঘশ্বাস তো অন্তত আমি শুনতে পাই, কিন্তু আমার এ বুকে যে কত দীর্ঘশ্বাস জমে আছে তা তো আমি তোমাকেও বুক চিরে দেখাতে পারি না'!

বছরের পর বছর কেটে যায়। নাইমা লেখা পড়া শেষ করে ভালো চাকরি পায়। চাকরিতে যাবার সময়ও সে বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যায়, ডে-কেয়ারে রাখে। এখন সে চাইলেই আলাদা বাসা নিয়ে থাকতে পারে। সে সামর্থ্য তার আছে। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে অমানবিক মনে হয়। বৃদ্ধ মা-বাবা, অবিবাহিতা বোনকে ফেলে সে কী করে মুস্তাফাকে বলবে, তাকে নিয়ে আলাদা থাকার জন্য? ওরা ওর সাথে কী আচরণ করলেন তা ওর বিবেচ্য নয়। ওর বিবেচ্য হলো, সে ওদের সাথে কেমন আচরণ করল। মানুষ হবার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা তো এটাই যে, সে সর্বাবস্থায় মানবিক আচরণ করবে। সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহার অন্তরালে নিজেকে হারিয়ে যেতে দেয় তবে সে কী করে একজন উন্নত মানুষ হবে?

www.pathagar.com

শুধু একটা জায়গায় সে বার বার ধরা খেয়ে যায়। সব বুঝেও কেন ও ওদের কথাবার্তা আচরণে কষ্ট পায়? কেন সে এর ঊর্ধ্বে উত্তরণ করতে পারে না? নিজের ওপর খুব রাগ হয় নাইমার। এখন শাশুড়ি মা ওকে বেশ আদর করেন। কিন্তু কেন যেন সে কিছুই অনুভব করতে পারে না। যখন ক্ষুধা থাকে তখন পানিভাতও অমৃত মনে হয়, ক্ষিদে মরে গেলে বিরিয়ানীও আর মজা লাগে না। ওর মায়া, ভালোবাসা প্রত্যাশী কোমল মনটা ঘাতপ্রতিঘাতে মারা গেছে আজ বহুবছর, সেজন্যই কী? নিজেকে খুব ছোটলোক মনে হয় নাইমার? কিন্তু সে শত চেষ্টা করেও কিছুই অনুভব করতে পারে না।

এই কবছরে নাইমা নিজের পৃথিবীর বিস্তৃতি ঘটিয়েছে অনেক। ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে এসে সে আবিষ্কার করেছে এক বিরাট পৃথিবী যেখানে ওর প্রয়োজন আছে। যেখানে সে খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা। পরের কারণে স্বার্থ বলি দিতে পারলেই মানুষের জীবন পরিতৃপ্ত হয়। সে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার এমন পথ খুঁজে পেয়েছে যা সে নিজে গাড়ি-বাড়ি শান-শওকত নিয়ে থাকলেও পেত না।

নাইমা গরিব দুঃস্থদের লেখাপড়া, বিয়ে, ব্যবসা ইত্যাদি কাজে সহায়তা করতে শুরু করে। সমাজের হতদরিদ্র এই মানুষগুলোর সাথে কাজ করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি সামান্য একটু উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারী বা কাপড় পেয়ে যখন দাঁত বের করে হাসে, তাতে যে আন্তরিক উচ্ছ্বাস থাকে, তা যেকোনো মৌখিক ধন্যবাদকে ম্লান করে দেয়। কোনো রোগী বা মরণাপন্ন ব্যক্তির হাত ধরে যখন সে বসে থাকে, তখন সে অনুভব করে কিচ্ছু না বলে কত কিছু বলা যায়। একজন অসুস্থ মানুষকে এতটুকু সান্ত্বনা দেয়ায় যে কী তৃপ্তি সে কোনোদিন জানতে পারত না, যদি না সে এই জগতে আসতো। কেউ মারা গেলে সে বাড়িতে গিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করা, মেহমানদের সামলে মৃতের আত্মীয়স্বজনের বোঝা হালকা করা এক অবর্ণনীয় শান্তি বয়ে আনে নাইমার মনে।

সেদিন সন্ধ্যায় এক বাসা থেকে ফোন আসে, হঠাৎ ওদের মা মারা গিয়েছে। আধুনিক শিক্ষার কল্যাণে আশেপাশে কেউ লাশ গোসল করাতে

www.pathagar.com

জানে না। নাইমা তৎক্ষণাৎ খবর পাঠায় ওর দরিদ্র বন্ধুদের, যারা এই শিক্ষায় অগ্রসর। সে প্রস্তুত হতে হতে ঐ তিনজন মহিলা নাজের ঘরে বসেছিল, যেহেতু ড্রয়িংরুমে শ্বশুর শাশুড়ি আর মুস্তাফা আলাপ করছিল। তাড়াহুড়ায় সে জুতো পায়েই নাজের ঘরে ঢুকে পড়ে। এরই খেসারত দিতে হয় তাকে এতগুলো মানুষের সামনে গালি শুনে।

লাশধোয়া বন্ধুদের বাসায় নামিয়ে দিয়ে রাত বারোটায় ঘরে ফেরে নাইমা। চরম ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। মৃতের বাড়িতে কান্নার রোল। খাবার পাবে কোথায়? বাচ্চাটাও তখন পর্যন্ত কিছু খায়নি। কলিং বেল টিপে বুঝতে পারে সবাই শুয়ে পড়েছে। মুস্তাফা এসে দরজা খুলে দেয়। নাইমা রান্নাঘরে গিয়ে দেখে খাবার কিছু নেই। ততক্ষণে মুস্তাফা দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে এসে পড়েছে, 'তানিমকে আমার কাছে দাও। তুমি গিয়ে কাপড় বদলে নামায পড়ে এসো।'

নাইমা নামায পড়ে এসে দেখে মুস্তাফা এর মধ্যেই ভাত ডাল রেঁধে ডিম ভেজে রেখেছে। তানিম খাচ্ছে। এত রাতে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তাই নাইমা আর মুস্তাফা দুজনেই চুপ করে থাকে। কিন্তু নাইমার মনটা আনন্দে ভরে যায়। এই ছোট ছোট সহানুভূতি আর মমতার বহিঃপ্রকাশগুলোই তো জীবনকে অর্থবহ করে তোলে! এই খুশিগুলো আসে অন্যের জীবনে আনন্দ বয়ে আনার মাধ্যমে। অন্যের বোঝা হাল্কা করার উপহার হিসেবে। নাইমা মনে মনে হিসেব কষে, 'যে মানুষের জন্য আনন্দ নিয়ে আসে, তাদের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করে, সে কি অমানুষ হতে পারে? না মনে হয়। খুব বেশি কিছু না হলেও, সে মনে হয় মানুষ'!

হিসেবটা শেষপর্যন্ত মিলাতে পেরে নাইমার চোখেমুখে তৃপ্তির ছটা ছড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীর হাসি মুস্তাফার মনেও দোলা দিয়ে যায়। সংসারের চাপে সে স্ত্রীকে অনেক কিছুই দিতে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা দিয়ে ওর জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। মুস্তাফা আর নাইমা পরস্পরের দিকে তাকায়। কোনো কথা না বলেও দুই সহযোগীর চোখে চোখে হয়ে যায় অনেক আন্তরিকতা, আশ্বাস, আনন্দের কথোপকথন।

www.pathagar.com

ব্যথা

এক

হঠাৎ করেই বিয়ে-বাড়ির হৈ-হট্টগোল, টানাহ্যাঁচড়া, ছুটোছুটি সব যেন ম্যাজিকের মতো থেমে গেল। চারিদিকে পিনপতন নিরবতা। সবাই দাঁড়িয়ে আছে কোনো শিশুর সাজানো পুতলের মতো। যে যার জায়গায় অনড়, চলৎশক্তিহীন যেন। সবার দৃষ্টি আফসানার দিকে। আফসানার একটু অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। ছেলে-মেয়ে উভয়পক্ষের লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে এমনভাবে যেন সে বিরাট কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। আসাদকে দেখে মনে হচ্ছে সে প্রচণ্ড মর্মাহত। আফসানার সংকল্প একটু টলে উঠল। আরেকবার চিন্তা করল সে, কথাটা কি ফিরিয়ে নেবে?

পরক্ষণেই একটি দৃশ্য আফসানার মনের পর্দায় ভেসে উঠল...

'একটি মেয়ে। এই কিছুক্ষণ আগে মেয়েটির বিয়ে হলো। বরপক্ষ মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি কিছুতেই যাবে না। মা অসুস্থ। ওর মনটা কেমন যেন করছে। কিন্তু বরপক্ষ নাছোড়বান্দা। কনেকে বাড়ি নিয়ে যেতে উৎসুক বরপক্ষের সাথে মেয়েটির একপ্রকার ধ্বস্তা-ধ্বস্তি শুরু হয়ে গেল। শেষে একপ্রকার জোরপূর্বক পাঁজাকোলা করে মেয়েটিকে গাড়িতে উঠানো হলো। প্রবল কান্নাকাটি উপেক্ষা করে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো শ্বশুরবাড়ি। ঐ রাতেই মেয়েটির মা হুট করে মারা যান। এমন হাল্কাপাতলা

www.pathagar.com

অসুখে, যেখানে কেউ বিয়ে পেছানোর কথা ভাবেনি, সেখানে উনি কাউকে কিছু বুঝার সুযোগ না দিয়ে চলে যাবেন কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু মেয়েটির আর মাকে বিদায় জানাবার সুযোগ হয়নি...'

আফসানা সিদ্ধান্ত নিয়ে দৃঢ়ভাবে বলল, 'বেয়াইসাহেব, মিলি তো এখন আমাদেরই বউ। সে আমাদের বাসায় আজ গেলেও যা, দুদিন পরে গেলেও তাই। আপনার প্রেশার বেড়েছে বলে ও ভয় পাচ্ছে। থাকুক না সে কয়দিন আপনার সাথে। আপনার শরীরটা একটু সুস্থ হলে আমি নিজে এসে ওকে নিয়ে যাব।'

চারিদিকে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। বিয়ে-শাদির লক্ষ বছরের ইতিহাসে কেউ কোনোদিন এমন কথা শোনেনি। বউ কিনা বিয়ের দিন শ্বশুরবাড়ি না গিয়ে বাপের বাড়ি রয়ে যাবে! আফসানা আর কারো দিকে দৃকপাত করল না। তবে আসাদকে কানে কানে বুঝানোর চেষ্টা করল সেও যেন সদ্য বিপত্নীক শ্বশুর মাহফুজ সাহেবের দেখাশোনার জন্য মিলির সাথে থেকে যায়। কিন্তু ছেলের ইগোতে লাগল। সে কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজি হলো না। মাহফুজ সাহেব কি বলবেন বুঝে পেলেন না। কিন্তু মেয়ের চোখে আফসানার প্রতি কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখে তিনি কিছুটা নরম হয়ে পড়লেন।

সবার কৌতূহলী দৃষ্টি আর মুখ টিপে হাসি উপেক্ষা করে আফসানা মিলি আর মাহফুজ সাহেবকে তার গাড়িতে তুলে নিল। ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ নতুন বেয়াইবাড়িতে বসল। আসাদকে বুঝাতে না পারার কষ্টটা তাকে আহত করছে। কিন্তু ছেলেটা তখনো নিজের আহত ইগোকে প্রশ্রয় দিতেই ব্যস্ত। শেষমেশ আফসানা হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা দিল। যাবার আগে মিলিকে জড়িয়ে ধরে আদর করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ওর মুখপানে।

দুই

'বাবা, আমি দেখেছি মা'র চোখে কোনো নালিশ ছিল না। উনি খুশি হয়েই আমাকে তোমার সাথে থাকতে দিয়েছেন। এখন বড়মামা কী বলল বা ছোট ফুপি কতটা রাগ করল, এটা নিয়ে চিন্তা করে প্রেশার

www.pathagar.com

বাড়ালে আমার কি শ্বশুরবাড়ি তাড়াতাড়ি যাওয়া হবে? না আরও দেরি হবে সেটা তুমিই চিন্তা কর', বলে মাহফুজ সাহবের হা করা মুখের ভেতর ওষুধটা ঢুকিয়ে দিল মিলি।

বাবার হাত থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে মিলি ভাবনায় ডুবে গেল। মা নেই। ভাইটা এখনো বিয়ে করেনি। মেয়ের বিয়ের টেনশনে বাবার প্রেশারটা খুব বেড়ে গেছিল। এই নিয়ে বাবা গেলেন বিয়েবাড়িতে। ছুটোছুটি করে সবাইকে অপ্যায়ন করছেন। টুকটাক থেকে বড়সড় সব ব্যাপার সামাল দেয়ার চেষ্টা করছেন, যেন কোথাও কোনো ত্রুটি না থাকে। কিন্তু মিলি কেবল দেখছে বাবা এই শীতেও কেমন দরদর করে ঘামছেন। একটু পর পর বসে পড়ছেন। আবার কোন দিকে ডাক পড়লে রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে দৌড়াচ্ছেন। ও চলে গেলে, বাবাকে কে দেখবে? কিন্তু যেতে তো হবেই! বান্ধবী সুমাইয়াকে বলছিল এই চিন্তার কথা, হঠাৎ পেছনে চোখ পড়তে দেখতে পেল মাত্র শাশুড়ি হওয়া আফসানাকে। একটু দমে গেল সে।

অনুষ্ঠান শেষে যখন কনে বিদায়ের পালা চলছিল, ওর পা কিছুতেই মাটি থেকে উঠতে চাইছিল না। কে দেখবে বাবাকে? আত্মীয়স্বজন অনেক আছে, কিন্তু কার সময় আছে নিজের সংসার ফেলে বাবার সাথে থাকার? ভাইটা তো নিজেই নিজের দেখভাল করতে জানে না, বাবাকে দেখবে কী? মনের অজান্তেই সে বার বার বাবার দিকে ফিরে ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া নিষ্ঠুর মানুষগুলোর কাছ থেকে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল। একসময় ওরা ওকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করল। হঠাৎ শাশুড়ি বলে বসলেন, 'থাকুক না মিলি কয়েকদিন ওর বাবার সাথে। আজই যেতে হবে কথা নেই, কদিন পর বেয়াই সাহেব একটু সুস্থ হলে আমি এসে নিয়ে যাব।'

বিয়েবাড়ির লোকজনের চেহারা মনে করে মিলির হাসি পেল। যেন এক বজ্রপাতে মারা পড়েছে সবাই একসাথে! কিন্তু ওর চোখে ভাসে সদ্য স্বামী হওয়া আসাদের চেহারা। বেচারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, মা নতুন বউকে রেখে যাবার কথা বলছেন! মিলিও জানে আজ যাওয়া আর কাল যাওয়া এক কথা নয়। কিন্তু যে ছোট ফুপি আজ রাগ করছেন মিলি

www.pathagar.com

বিয়ের পর তিনদিন পর্যন্ত বাপের বাড়ি বসে আছে বলে, তিনিও তো একবার এগিয়ে এসে বলেননি, 'ঠিক আছে, আমি নাহয় তিনদিন পরেই বাড়ি যাব, আমি আছি ভাইয়ার সাথে, তুই নিশ্চিন্তে শ্বশুরবাড়ি যা।' কাজ করার সময় কেউ নেই, দোষ ধরার সময় সবাই হাজির!

শাশুড়ি মাকে নিয়ে মিলির চিন্তা নেই। সে তাঁর ঔদার্য আর সাহসের পরিচয় পেয়েছে বিয়ের দিনই। ছোট্ট ননদটা একটু পর পর ফোন করে খবর নেয় মিলি কী করছে, কী খাচ্ছে, ওকে মিস করছে কিনা। মিলি ঠিকই টের পায়, লুনা জানার চেষ্টা করছে মিলি কবে ওদের বাড়ি যাবে। কিন্তু সে আশ্চর্য হচ্ছে আসাদের ব্যবহারে। সে একবারও ফোন করেনি, দেখতে আসেনি। আফসানা বার বার যোগাযোগ করে ব্যাপারটা সামাল দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু মিলির চোখ এড়ায় না আসাদের অভিমান। ভেতরে ভেতরে ওরও খানিকটা অভিমান জাগে। জাগে চঞ্চলতা, কবে সে কথা বলে পরিস্থিতি ঠিক করতে পারবে।

তিন

চতুর্থ দিন থেকে মাহফুজ সাহেব যথেষ্ট ভালো বোধ করতে শুরু করলেন। পঞ্চম দিন তিনি মেয়েকে বললেন, 'আর না মা, এবার চল তোকে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসি। বেয়াইন আমাদের প্রতি যে চমৎকার ব্যবহার করলেন, তার মর্যাদা রাখার জন্য হলেও আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়।'

বাবার সুস্থতার সাথে সাথে মিলি আসাদের ব্যাপারে ভাবার সময় পাচ্ছিল অনেক। তাতে ওর উৎকণ্ঠা বাড়ছিল বৈ কম ছিল না। তাই ও কিছু বলল না। কিন্তু মাহফুজ সাহেব আফসানাকে যখন জানালেন উনি মেয়েকে নিয়ে রওয়ানা দিচ্ছেন, আফসানা তাকে ঘর থেকে বের হতে বারণ করে দিয়ে নিজেই এসে হাজির হলো। সাথে লুনা। আসাদের অনুপস্থিতি মিলিকে আহত করল, কিন্তু সে কিছুই বলল না।

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মিলির একটু অদ্ভুত লাগছিল। নতুন বউকে যখন ঘরে তোলা হয় তখন অনেক আয়োজন থাকে, ঘরের চারপাশে তার আলামত দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু সে কবে বাসি হয়ে গেছে! এখন মনে হচ্ছে সে এ

www.pathagar.com

বাড়িতে মেহমান এসেছে, এসে দেখছে কদিন আগে এই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, শুধু এক্ষেত্রে বউ সে নিজেই। আফসানা ওকে বেশিক্ষণ এসব ভাবার সুযোগ দিল না। ওর ঘরে নিয়ে আলমারী খুলে দেখাল ওর জন্য প্রস্তুত করে রাখা জামা-জুতো, গহনা আর প্রয়োজনীয় সামগ্রী। লুনা এসে ওকে বাসা থেকে নিয়ে আসা জিনিসপত্র বাক্স থেকে আলমারীতে তুলে রাখতে সাহায্য করতে হাত লাগাল। মাঝে হুট করে একবার আসাদ এলো। মিলি অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।' লুনা ফিক করে হেসে ফেলল। কিন্তু আসাদ কিচ্ছু না বলে বের হয়ে গেল।

রাতে খেতে বসে আসাদ একবারও মিলির দিকে তাকাল না। খাবার পর নিজের ঘরে ঢুকে মিলি দেখল আসাদ দেয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মিলি খাটের এক কোণায় উঠে বসল।

'শুনুন।'

'শুনছি', না ফিরেই জবাব দেয় আসাদ, গলা ভীষণ ভারী।

'একটু কষ্ট করে এদিকে ফিরুন।'

'না ফিরেই শুনতে পাচ্ছি।'

'কিন্তু আমি আপনার চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, প্লিজ একটু এদিকে ফিরুন।'

এবার আসাদ উঠে ওর দিকে ফিরে বসে।

'আপনি কি আমার ওপর রেগে আছেন?'

আসাদ কিচ্ছু না বলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আচ্ছা, ধরুন আমরা এমন এক দেশে বসবাস করি যেখানে বিয়ে হলে ছেলেরা বউয়ের বাড়ি গিয়ে থাকে। আমাদের বিয়ে হলো। আপনি আপনার পরিবার পরিজন, চেনা পরিচিত সবকিছু চিরতরে বিসর্জন দিয়ে আপনার বাকি জীবনটা আমার সাথে থাকার জন্য চলে আসতে যাচ্ছেন। এমন সময় আপনার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

লুনা ছোটমানুষ, ও নিজেকেই দেখাশোনা করতে পারে না, মাকে দেখবে কী? নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই যে আপনার অনুপস্থিতিতে মাকে দেখাশোনা করতে পারে। আপনি কি চাইবেন না মায়ের সেবা করার জন্য কটা দিন আমার কাছ থেকে ধার নিতে?'

আসাদের দৃষ্টি মিলির দিকে নিবদ্ধ হলো।

'মা তো সেই ব্যক্তি তাইনা যিনি আপনাকে জন্ম দিয়েছেন, দেখাশোনা করেছেন, এত্ত বড় করার পেছনে যার অবদান? আপনি কি চাইবেন তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে আমাকে সময় দিতে? নাকি মনে মনে আশা করবেন যে, শুধু আপনি না, আমিও তাঁর পাশে থেকে আপনাকে সাহস জোগাই? আর আপনি...'

মিলির গলা রুদ্ধ হয়ে এলো, দুফোঁটা অশ্রু ওর শাসন অমান্য করে চোখের কোণ টপকে বেরিয়ে এলো।

আসাদ ওর হাত ধরে ফেলল, 'আমাকে মাফ করে দাও মিলি। আমি অভিমানে মনুষ্যত্ব খুইয়ে বসেছিলাম। ভাবিনি তুমি তোমার সব ছেড়ে আমার কাছে আসছ। আমার তো উচিত ছিল তোমার বিপদে তোমার সাথে থাকা! ভাবিনি আমার মা এমন বুঝদার একজন মানুষ, আমার উচিত ছিল তার কথা মেনে নেয়া। আমি ভীষণ লজ্জিত মিলি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যে মেয়েটা আমার জন্য সব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত তার জন্য আমি কটা দিন সময় পর্যন্ত দিতে কার্পণ্য করেছি। বল, কী করলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?'

চার

পরদিন সকালে নাস্তা খাবার পর আসাদ মাকে গিয়ে 'সরি' বলল। ছেলের রাগ অভিমান এতদিন তাকে শক্ত রেখেছিল, কিন্তু ছেলের মায়া সে সহ্য করতে পারল না। আফসানার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। সে তখন ছেলেকে জানাল, বহু বছর যাবত বুকের কোণে চেপে রাখা চিনচিনে ব্যথাটার অস্তিত্বের কথা। জানাল কীভাবে তাকে টেনে হিঁচড়ে বিয়েবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে আসা হয়, কিভাবে মায়ের সাথে শেষ সাক্ষাতের

www.pathagar.com

সুযোগ তার আর হয়নি। আসাদ বুঝতে পারে মা কেন মিলিকে ওর বাবার অসুস্থতার সময় নিয়ে আসতে রাজি হননি। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যায় সে। অধিকাংশ মানুষ ভাবে, 'আমি যা পাইনি তা অন্যকেও পেতে দেব না।' ওর মা ভাবেন, 'আমি যে কষ্ট পেয়েছি তা অন্যকে পেতে দেব না।' সে এমন এক মহতী রমণীর সন্তান। বুকটা ভরে ওঠে ওর।

আফসানা বলে, 'যা, একবার মিলিকে ওর বাবার সাথে দেখা করিয়ে নিয়ে আয়।'

ওদের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে আফসানা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। অনেক বছর পর সে টের পেল, বুকের ভেতরকার সেই চিনচিনে ব্যথাটা কবে যেন চলে গেছে!

www.pathagar.com

প্রশান্তি

সকালে নাস্তার টেবিল পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ সমাধানটা মাথার ভেতর বিদ্যুতের মতো খেলে গেল আয়েশা খানমের। নাবাকে বিয়ে দেয়ার পর থেকে ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। একমাত্র ছেলে নূর ওদের ভালোই দেখাশোনা করে। কিন্তু ছেলেটা এমনিতেই চাপা স্বভাবের, তার ওপর ছেলেদের যত্ন করার ধরনটাই হলো সোজাসাপ্টা। তা না যায় দেখা, না যায় ছোঁয়া। মেয়েরা যেমন সারাঘরে ঘুর ঘুর করে ঘরটাকে মাতিয়ে রাখে, তেমন কি আর ছেলেদের দিয়ে হয়? সুতরাং তাঁর একটা মেয়ে লাগবে। বুড়ো বয়সে সন্তান হলে তার আদর হয় আলাদা। নূরকে বিয়ে করিয়ে তেমনই একটা সন্তান আনবেন তিনি। নূরের বয়স কদিন পরই ছাব্বিশ হবে, মাস্টার্স শেষ হলো মাস দুই আগে। চাকরি নেই তো কী, যেকোনো সময় হয়ে যাবে, টিউশনি তো আছেই। তাছাড়া তিনজনের জন্য রান্না করলে চারজন অনায়াসে খেতে পারে। একটা বাড়তি মুখ কোনো ব্যাপার না...

যেমন ভাবা তেমন কাজ। ফোন ঘুরালেন মেয়ের বাসায়। ছোট মেয়েটা কেবল তাঁর সন্তানই নয়, বান্ধবী এবং পরামর্শদাত্রীও বটে। নিজের ছেলের ভারিক্কিপনায় যখন তিনি ভড়কে যান, তখন নূরের সাথে সেতুবন্ধন হিসেবেও নাবা চমৎকার কাজ করে। কল্পনায় তিনি যখন মেয়ে ঠিক করে, নাবাকে দিয়ে নূরকে রাজি করিয়ে, বিয়ের আসরে ছলছল নয়নে নিজের হাতের চুড়ি খুলে বউকে পরিয়ে দিচ্ছেন ঠিক তখনই নাবা ফোন তুলল, 'আসসালামু আলাইকুম মা। কেমন আছো?'

www.pathagar.com

'ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি মা। তুই কেমন আছিস?'

'আলহামদুলিল্লাহ।'

'আজ বিকালে ফ্রি আছিস?'

'হুমম। তোমাকে বলেছিলাম না, তোমার জামাইকে যেকোনো সময় চট্টগ্রাম যেতে হতে পারে? ও গতরাতে চট্টগ্রাম চলে গিয়েছে। আমারও আজ ক্লাস নেই। আমি ভাবছিলাম এদিকে গুছিয়ে বিকালে চলে আসব। রাতে থাকব তোমাদের সাথে।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। তুই বরং আরেকটু আগে চলে আয়। দুপুরে খাবি বাসায়।'

'হুমম, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কী বলতে ফোন করেছিলে বললে না তো'!

'তুই বাসায় এলে তখনই না হয় বলব।'

দুপুরে খেতে বসে আয়েশা খানম সতর্ক দৃষ্টি রাখেন জহির সাহেবের প্লেটের দিকে। একবার গরুর মাংস দিয়ে ভাত শেষ করে আবার মাংসের বাটিটার দিকে হাত বাড়াতেই হুঙ্কার ছাড়েন তিনি, 'আবার মাংস নিচ্ছো তুমি? তোমাকে না ডাক্তার মাংস খাওয়া কমাতে বলেছে?'

মুখ কাঁচুমাচু করে বাটিটা মেয়ের দিকে ঠেলে দেন জহির সাহেব, 'আমি তো আমার মেয়েকে বেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম। মেয়েটা এতক্ষণ কেবল মাছের কাঁটাই বাছল। এখন না দিলে মেয়েটা মাংস না খেয়েই উঠে যাবে। নে মা, তুই নিজে নিয়ে নে, আমার তো বাটিতে হাত লাগানোও বারণ'!

নাবা কিছু না বলে দুটুকরো মাংস পাতে তুলে নিয়ে, মায়ের শূন্যদৃষ্টি উপেক্ষা করে, দুটুকরো বাবাকেও তুলে দেয়। বলে, 'একবেলা দুটুকরো বেশি খেলে কিচ্ছু হবে না। রাতে না হয় মাংস বাদ দিয়ে খেয়ো।'

www.pathagar.com

মেয়ের কাছে স্ত্রীকে পরাস্ত হতে দেখে নূরের বাবা সাহস করে সন্তর্পণে বাটিতে হাত না লাগিয়ে শুধু চামচ দিয়ে ছেলেকেও দুটুকরো মাংস তুলে দেন। নূরের মা আর কিছু বলেন না।

খাওয়া শেষে নিজের সিদ্ধান্তের কথাটা পাড়লেন তিনি। নূরের ফর্সা গাল দুটো রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। হাত ধোয়ার উসিলায় সে টেবিল থেকে উঠে পালাল। নূরের বাবা ছেলের লজ্জা দেখে পানির গ্লাস মুখে হাসতে গিয়ে বিষম খেলেন। নূরের মা উঠে তাঁর পিঠে মালিশ করতে লাগলেন। এর মধ্যে তিনি কাশতে কাশতেই বললেন, 'যাক, সে আপত্তি করেনি মানে রাজি আছে। দেখ দেখ, আমার ছেলের জন্য আমার বউয়ের মতো একটা লক্ষ্মী বউ দেখ।'

নূরের মা লজ্জা পেয়ে গজগজ করতে থাকেন, 'ধ্যাত, বুড়ো বয়সে ছেলেমেয়ের সামনে ...'

নাবা বলে, 'বাবা, আমি তো ভেবে এসেছিলাম আমি ভাইয়াকে বিয়ে দেয়ার কথা বলব। ভালো হলো, মা'ই কথাটা তুলল। আমার মাথায় একটা চমৎকার মেয়ে আছে। আমি জানি তোমরা দুজনই তাকে ভীষণ পছন্দ কর।'

আয়েশা খানম উৎসুক হয়ে বলেন, 'কার কথা বলছিস?'

'এখন বলব না মা। আমি জানি তোমরা দুজনই রাজি হবে। কিন্তু ভাইয়া রাজি হবে কিনা ...। দেখি, ভাইয়ার সাথে কথা বলে, তারপর তোমাদের বলব।'

'সে কী বলবে? ওর কি বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো বয়স হয়েছে নাকি?' আয়েশা খানম মেয়েকে মৃদুস্বরে স্মরণ করিয়ে দেন।

নূরের বাবা অবাক হয়ে বলেন, 'কী যে বল না তুমি! আমার ছেলের বিয়ের বয়স হয়েছে আর সিদ্ধান্ত নেয়ার বয়স হয়নি? যে সংসার করবে তার পছন্দ হতে হবে না?'

মাকে ইতস্তত করতে দেখে নাবা আশ্বস্ত করে, 'মা, বললাম তো, মেয়েকে তোমরা দুজনই চেন এবং পছন্দ কর। কিন্তু আমি ভাইয়ার ব্যাপারে বুঝতে পারছি না, ভাইয়া রাজি হবে কিনা। আমি ওর সাথে আলাপ করেই তোমাদের মেয়ের নাম জানাব। নামেই পরিচয়। বাকি আর কিছুই জানাবার প্রয়োজন হবে না।'

www.pathagar.com

বিকালে নাবা ভাইয়ের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। ভাইবোন কি আলাপ করে শোনার জন্য দরজার বাইরে আড়ি পাততে গিয়ে আয়েশা খানম দেখেন ভাইবোন ঝলমলে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বেরিয়ে আসছে। এত সংক্ষিপ্ত আলাপ! যাক, বুঝাই যাচ্ছে প্রস্তাবটা ছেলের পছন্দ হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকান। সে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে পড়ে। তিনি গিয়ে সামনাসামনি সোফাটায় পা তুলে আয়েশ করে বসেন। মেয়ের দিকে ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তো?'

নাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিয়ে বলে, 'ভাইয়া রাজি'!

'আলহামদুলিল্লাহ! তা মেয়েটা কে?'

নাবা বলে, 'দাঁড়াও, আগে বাবাকে ডাকি।'

'সে তো খেয়েদেয়ে ঘুম দিয়েছে। তাকে ঘুম থেকে উঠলে বলিস। কিন্তু আমার ততক্ষণ তর সইবে না। তাড়াতাড়ি বল, হু ইজ দিস মিস্ট্রি গার্ল?'

মেয়ের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। বয়সে ছোট হলেও মেয়ের বিবেচনায় তিনি আজ অবধি কোনো ত্রুটি দেখেননি। কিন্তু কাকে পছন্দ করা হলো সেটা জানার জন্য স্বামী জেগে ওঠা পর্যন্ত কৌতূহল চেপে রেখে ধৈর্য ধরে থাকা তাঁর দাঁতে সইবে না।

ভাইবোন পরস্পরের দিকে তাকায়, নূরের গণ্ডযুগল আবার রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। নাবা বিজয়ীর হাসি হেসে শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করে, 'আফরিন।'

নূরের মায়ের চেহারা হঠাৎ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, 'কোন আফরিন?'

ভাইবোন 'আল্লাহু আকবার'! এর জন্য প্রস্তুত ছিল, হাততালির জন্য প্রস্তুত ছিল, হাসিমুখে মায়ের বাহুবন্ধনে পিষ্ট হবার জন্য প্রস্তুত ছিল, মুচকি হাসির জন্য প্রস্তুত ছিল, কিঞ্চিত ইতস্তত ভাবের জন্যও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এর জন্য প্রস্তুত ছিলনা মোটেও।

নাবা সামান্য ইতস্তত করে জবাব দেয়, 'বড় ফুফুর মেয়ে আফরিন।'

নূরের মা গলা চড়িয়ে বলেন, 'কোন আফরিন?'

www.pathagar.com

নূর মায়ের ভাব বুঝতে পারে, খুব স্বাভাবিকভাবে বলে, 'রাশেদ ভাইয়ার বিধবা, আফরিন ভাবী।'

নূরের মা রাগের মাথায় সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে অষ্টম মেজাজে বলেন, 'আমার ছেলে জীবনে প্রথমবার বিয়ে করবে একটা বিয়ে করা মেয়েকে?'

ভাইবোন দুজনই মায়ের রণমূর্তি দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। কিন্তু নাবা দমে যাবার পাত্রী নয়। সে মাকে হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দেয়। তারপর তাঁর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে বলে, 'মা, ছোটবেলা থেকে তুমি সবসময় আমাদের আফরিনের উদাহরণ দিয়ে এসেছ, 'দেখ ও কত ভালো মেয়ে। তোমরা ওর মতো হবার চেষ্টা কর।' বড়ফুফু যখন রাশেদ ভাইয়ার সঙ্গে আফরিনের বিয়ে দিলেন তখন তুমি ফুফুর ভূয়সী প্রশংসা করলে। বললে, 'তিনি একজন মহিয়সী রমণী। তিনি কেবল একটা এতিম মেয়েকে পেলেপুষে বড়ই করেননি; বরং নিজের ছেলের সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছেন।' বিয়ের তিনমাস পর যখন রাশেদ ভাইয়া মটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল, তখন তুমি বললে, 'ওর কষ্ট আমি বুঝি। একটা মেয়ে যখন অবিবাহিত থাকে তখন সে একাকীত্ব কী বুঝে না। কিন্তু একবার সংসার করার পর যখন একটা মেয়ে আবার একা হয়ে পড়ে, তখনকার একাকীত্ব সে কাউকে বুঝাতে পারে না।' তার ওপর সে আছে বড়ফুফুর বাসায়। চারপাশে যেদিকেই তাকায় সবখানেই কেবল রাশেদ ভাইয়ার স্মৃতি। ও বেচারি তো দুঃখ ভোলারও সুযোগ পাচ্ছে না! তুমি একবার ওকে এই বাসায় এনে রাখতে চাইলে কিছুদিন, কিন্তু বাসায় ভাইয়া আছে দেখে সে এলো না। ভাবো তো, গত সাতটা মাস কি নিদারুণ যন্ত্রণায় দিন কাটছে ওর! আমি ভেবেছিলাম, ভাইয়ার হয়তো কোনো শখ আহ্লাদ থাকতে পারে। ও রাজি নাও হতে পারে। কিন্তু তোমার এই প্রতিক্রিয়া আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

মেয়ের কথায় নিজের আচরণে নিজেই লজ্জা পেলেন আয়েশা খানম। নিজেকে সামাল দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, সে নাহয় হাতে থাকুক। আমরা আরও কয়েকটা মেয়ে দেখি। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

নূর বলল, 'মা, তোমার মেয়ে দেখার ক্রাইটিরিয়া কী?'

www.pathagar.com

'ক্রাইটিরিয়া আবার কী? মেয়েটা যেন ভালো বংশের হয়, দ্বীনদার হয়, ভদ্র এবং মিশুক হয়, লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয়, আর দেখতে শুনতে মোটামুটি ভালো হয়। এই তো।'

'আচ্ছা, আফরিনকে এর কোনো ক্রাইটিরিয়ায় বাদ দেয়া যায়?'

'উফ্'! রাগে নিজের অজান্তেই হাঁটুর কাছে বসে থাকা নাবাকে ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়ান তিনি, 'ওর তো আগে একবার বিয়ে হয়েছে'!

নূর খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, 'মা, উত্তেজিত হয়ো না। বসো, শোনো আমার কথা। তুমিই আমাদের ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছ সাম্যের কথা, ন্যায়ের কথা, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা মাথায় নিয়ে প্রতিটি কাজ করার কথা। আজ যখন আমরা তোমার শিক্ষাকে কর্মে প্রতিফলিত করতে চাইছি, তুমি আমাদের উৎসাহ দেয়ার পরিবর্তে বিব্রত করছ। বলছ একটা মেয়ের একবার বিয়ে হয়েছে, সে বিধবা হয়েছে, তাই সে জীবনে দ্বিতীয়বার সুখী হবার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে! মেয়ে তো চাইলে হাজারটা দেখা যায় মা, দেখতে অসুবিধা কী? কিন্তু আমাদের হাতের কাছেই যখন এমন একটা মেয়ে রয়েছে, যাকে আমরা ছোটবেলা থেকেই আদর্শ মেয়ে হিসেবে জেনে এসেছি, যে পরিপূর্ণভাবে আমাদের পরিবারের সাথে খাপ খায়, যার একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন, তখন আমরা তাকে বাদ দিয়ে বাইরে মেয়ে দেখার যৌক্তিকতা কী?'

নূরের মা ধপাস করে সোফায় বসে পড়েন, 'মেয়েটাকে আমি আন্তরিকভাবেই ভালোবাসি। খুবই ভালোবাসি। কিন্তু একটা অবিবাহিত ছেলের জন্য একটা বিধবা মেয়ে ... লোকে কী বলবে?'

নাবা মায়ের পাশে সোফার হাতলে উঠে বসে। মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'বুঝলাম। এই হলো আসল কথা। মা, আমাদের জন্মদাতা লোকটা যখন একদিন তোমাকে, ভাইয়াকে, আমাকে ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, লোকে অনেক কথা বলেছে। বলতো, তখন সাহায্যের হাত কজন বাড়িয়ে দিয়েছিল? কেউ না। ওরা কেবল তোমার দুঃখের বোঝাই বাড়িয়েছিল, আর কোনো কাজে আসেনি। আবার যখন বাবা অবিবাহিত যুবক হয়ে দুটো সন্তানসহ তোমাকে বিয়ে করল তখনো

www.pathagar.com

লোকে অনেক কিছু বলাবলি করেছিল। ওদের কথা শুনে বাবা যদি পিছিয়ে যেতেন তাহলে আজ আমরা কোথায় থাকতাম, বল তো? আমার বিয়ের সময়ও তো কতজনে টিপ্পনী কাটল, 'পরের মেয়ের বিয়েতে কি ধুমধাম করছে লোকটা দেখ! পাগল কি আর গাছে-বাঁশে ধরে?' কিন্তু তাই বলে কি বাবা আমার জন্য করা থেকে বিরত থেকেছেন? লোকে যদি ভালো কথা বলতে না পারে, ভালো কিছু করতে না পারে, এমনকি কারো ভালো সহ্য করতে না পারে, তবে সেটা তাদের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু আমরা যদি তাদের কথা শুনে নিজেদের বিবেকের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেই, তাহলে সেটা আমাদের পরাজয়। কে কী বলল তাতে এতো পাত্তা দেয়ার দরকার কী মা? বড় ফুফুকে দেখ, তিনি কাউকে উপদেশ দিতে যান না। কারো উপদেশ নিতেও যান না। নিজের মতো ভালো কাজ করে যান। আমাদেরও কি মানুষের গলার আওয়াজের ওপর নিজেদের বিবেকের আওয়াজকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়?'

মায়ের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। নূর ধীরে এগিয়ে এসে নাবার হাতটা আলতো করে ধরে টেনে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। একটা সংসারে কিছু কথা অনুচ্চারিত থেকে যায়, থেকে যাওয়াই ভালো। ছোটগুলো বড়গুলোর চেয়ে বুদ্ধিমান হলেও অনেক সময় এই সহজ ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে না।

কিছুক্ষণ পর আয়েশা খানম সোফা থেকে উঠে ধীরপায়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান। রুমে ঢুকে দেখেন স্বামী তখন আড়মোড়া ভাঙছেন। তাঁকে দেখেই নূরের বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, 'কী সৌভাগ্য আমার! ঘুম ভেঙ্গেই তোমার মুখচন্দ্রখানি দর্শন করিলাম! প্লিজ এই মুডটা নষ্ট কর না। আমি এক্ষুণি উঠে আসর নামায পড়ছি। কিছুক্ষণ আমার প্রিয়ার মুখখানি দর্শন করতে দাও।'

অন্য সময় হলে নূরের মা স্বামীর আদিখ্যেতা দেখে গজগজ করতেন। কিন্তু এতদিন পর তাঁর মাথায় উদয় হলো, এসব হাস্যরসিকতার কারণেই তাঁর বিগত বিশ বছরের সংসার জীবন হাসিখেলায় কেটে গিয়েছে। তিনি কোনোদিন একটি মুহূর্তের জন্যও ভারাক্রান্ত হবার, একফোঁটা অশ্রু ঝরাবার সুযোগ পাননি। এই লোকটা বিয়ের দিন থেকে আজ অবধি এমনই হাসিখুশি

www.pathagar.com

উচ্ছ্বলতায় ভরিয়ে রেখেছেন তাঁর জীবন। অভিযোগ করার, অসন্তুষ্ট হবার কোনো সুযোগ কি তিনি স্বামীকে দেননি? হাজারবার ঘটেছে এমন ঘটনা, কিন্তু তিনি সেগুলোকে কখনো উসিলা বানাননি। আসলে অভ্যস্ততা অনেক সময় মানুষকে অন্ধ এবং অনুদার বানিয়ে ফেলে। হৃদয় আপ্লুত হয়ে মন বিগলিত হয়ে যায় নূরের মায়ের, 'শোন'!

'আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি হে প্রিয়া ...'

'এখন থেকে আমি তোমাকে বকাবকি করলে তুমি আমাকে উল্টো বকে দেবে, কেমন?'

নূরের বাবা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কে তুমি? তুমি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে কী করেছ?' তারপর হাসতে হাসতে বলেন, 'কেন গো প্রিয়া, তোমার বকাঝকা তো আমার কাছে অমৃতের মতো লাগে'!

উফ্, এই লোকটাকে নিয়ে যে কি করবে নূরের মা! কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে তাঁর। একটা মানুষ এত সুখী হয় কী করে? যে মানুষটাকে আল্লাহ তায়ালা এত সুখ দিয়েছেন, সে অপরকে সুখী করতে কার্পণ্য করে কী করে? তাঁর সন্তানরা কত সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ তিনি মা হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন না দিয়ে কীভাবে এমন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারলেন? নাহ, তিনি আজই তাঁর ননদের সাথে কথা বলবেন। এই ননদটি নিজের ননদের মেয়ে আফরিনকে নিজের সন্তানের মতো করে বড় করেছেন। কোনোদিন মা-বাবার অভাব বুঝতে দেননি। কিন্তু আজ আফরিন এমন এক দুঃখে ভারাক্রান্ত যা তিনি চাইলেও মুছে দিতে পারছেন না। আফরিনকে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে করিয়ে নিয়ে আসতে চান তিনি। ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ আগে নিজের সঙ্কীর্ণতায় আক্ষেপস্বরূপ তাঁর দুচোখ থেকে নিজের অজান্তে দুফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে।

তাঁর চোখে অশ্রু দেখে ভড়কে যান জহির সাহেব, 'ওমা! আমার সুন্দরী বউ-টার কী হলো গো? তারপর মজা করে আবৃত্তি করতে লাগলেন–

'কে মেরেছে, কে বকেছে, কে দিয়েছে গাল?
আমায় বল লক্ষ্মীসোনা, মারব ছুঁড়ে তাল।'

www.pathagar.com

স্বামীর অদ্ভুত অন্তমিলে হেসে ফেলেন নূরের মা। নূরের বাবা বোকাসোকা হাসি হেসে বলেন, 'কী করব বলো? ছন্দ মিলাতে গিয়ে অর্থ ঠিকমতো মিলাতে পারলাম না।'

'কে বলেছে মেলেনি? চমৎকার মিলেছে! মেসেজটাও ক্লিয়ার। নো চিন্তা। তোমার তালের পিঠা রেডি। টেবিলে এসো, গরম গরম পরিবেশন করা হবে। ওদিকে তোমার ছেলেমেয়ে তোমাকে সুখবর শোনানোর জন্য অস্থির হয়ে পায়চারী করছে।'

'ওহ, নূর তাহলে আফরিনকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে'! বলেই নিজের মুখ দুহাতে চেপে ধরলেন জহির সাহেব।

'তার মানে?', হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন আয়েশা খানম, 'নাবা নূরকে বলার আগে, আমাকে বলার আগে, তোমাকে জানিয়ে গিয়েছে?'

একটা চিৎকারের অপেক্ষায় শক্ত করে চোখ বন্ধ করে রাখলেন জহির সাহেব। এর পরিবর্তে শুনলেন নূরের মা বাচ্চাদের মতো হাতপা ছুঁড়ে বলছেন, 'হবে না, আমি খেলব না। ছেলে-মেয়ে সব তোমার পক্ষে'!

স্ত্রীকে এমন নরম মেজাজে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন জহির সাহেব। আবেগের সাথে তাঁর হাত ধরে বললেন, 'ওগো, আমি কিন্তু তোমার পক্ষে'!

নিজেকে সামলানোর জন্য কপট রাগ দেখান নূরের মা। 'হুমম, তাড়াতাড়ি ডাইনিং রুমে এসো সবাই। তোমাদের আমি দেখাচ্ছি মজা', বলে এক বুক প্রশান্তি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে রওয়ানা দিতে দিতে আনন্দাশ্রু মুছেন তিনি।

www.pathagar.com

পরিচয়

'অ্যাই সুমি! এই ভরদুপুর রোদে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? চল, বাড়ি চল'!

লম্বা, সুঠামদেহী ছেলেটাকে এগিয়ে আসতে দেখে ছেলে তিনটা ছিটকে দূরে সরে গেল। হতচকিত মেয়েটা হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল। ছেলেটা কাছে এসে তাড়া দিল, 'আমার চেহারা দেখছিস কী? চল'!

মেয়েটা হঠাৎ সম্বিত ফিরে পাওয়ার মতো করে চমকে উঠল। টলে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে ছেলেটার সাথে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল। মোড় ঘুরতেই মেয়েটা হাতপা ছেড়ে দিল। ছেলেটা প্রথম যে বাড়ির গেট খোলা পেল সেদিকেই মেয়েটিকে আহ্বান করল। গেটের পাশে একটা বেঞ্চ পেয়ে বসে পড়ল মেয়েটা, তারপর ডুকরে কাঁদতে শুরু করল। মেয়েটা শক পেয়েছে। ওর জন্য তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার।

ছেলেটা দৌড়ে নিচতলার বাসায় বেল বাজাল। উফ্! দরজা খুলছে না কেন? মেয়েটাকে রেখে উপরতলায় যেতে সাহস পাচ্ছে না সে। আরও দু'একবার বেল দেয়ার পর এক মধ্যবয়সী খালাম্মা চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুললেন। পরণে ম্যাক্সি আর ওড়না, শুধু ভালো স্বাস্থ্য আর তেল চকচকে চেহারাই জানান দিচ্ছে যে, তিনি এ বাসার বুয়া নন।

'খালাম্মা, আমাদের একটু পানি দেবেন?' মহিলাটিকে বলে ছেলেটি।

www.pathagar.com

ছেলেটার কাতর চেহারা দেখে তিনি আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ফ্রিজ থেকে দু'গ্লাস পানি একটা ট্রেতে নিয়ে দ্রুত হাজির হলেন। ছেলেটা দরজা থেকেই গ্লাস দুটো ছোঁ মেরে নিয়ে দৌড় দিল। কোথায় গেল কৌতূহলী হয়ে দেখার জন্য বের হয়ে খালাম্মা দেখলেন ঊনিশ বিশ বছর বয়সী একটা হাল্কাপাতলা মেয়ে গেটের পাশে বেঞ্চের ওপর বসে ফোঁপাচ্ছে। ছেলেটা তাকে একটা পানির গ্লাস এগিয়ে দিতেই সে ঢক ঢক করে সবটুকু পানি খেয়ে ফেলল। ওকে হাঁপাতে দেখে ছেলেটা অন্য গ্লাসটাতে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর দিকে নজর পড়ায় গ্লাসের প্রতি মেয়েটির উৎসুক দৃষ্টি দেখে সে নিজের গ্লাসটাও এগিয়ে দিল। মেয়েটি সাগ্রহে এই পানিটুকুও দ্রুত গলাধঃকরণ করল। এই দৃশ্য দেখে খালাম্মার বড় মায়া লেগে গেল। তিনি ওদের ডেকে বাসায় নিয়ে গেলেন।

মেয়েটার অবস্থা দেখে তিনি ছেলেটাকে একটু আড়ালে ডেকে নিলেন। জানতে চাইলেন কী হয়েছে। ছেলেটার কথা শুনে তিনি বললেন, 'বাবা, তুমি একটুও চিন্তা কর না। আমি এক্ষুণি ড্রাইভারকে ডাকছি। আমি নিজে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। কী যে হচ্ছে আমাদের পাড়াটায়'! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খালাম্মা।

মেয়েটাকে নিয়ে খালাম্মা গাড়িতে উঠতেই ছেলেটা চলে যাচ্ছিল। তিনি ডেকে বললেন, 'তুমি গাড়িতে ওঠ বাবা, আমি তোমাকে পথে নামিয়ে দেব।'

'আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই খালাম্মা, আপনি ওকে নামিয়ে দিলেই হবে', বলে ছেলেটা গেটের পাশে অপেক্ষমান রিক্সায় উঠে চলে গেল।

চলে যাবার পর খালাম্মার মনে হলো, 'ওর নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি'!

চার বছর পর...

বাবার বন্ধু হায়দার চাচা এসেছেন। বেচারা এখনো ঠিকমতো হাঁটতে পারছেন না, একটু একটু খোঁড়াচ্ছেন। মাস তিনেক আগে উনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। এতগুলো লোক রাস্তায়, অথচ কেউ এগিয়ে এসে সাহায্য করছে না। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে যেন সিনেমা দেখছে! এক যুবক

www.pathagar.com

ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। অল্প বয়সী ঐ যুবক তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সাথে সাথে নিজেই চিকিৎসা সেবা দিতে শুরু করল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন এই ছেলে ডাক্তার।

আর একটু দেরি হলে হয়তো তাঁর পা'টা বাঁচানো সম্ভব হতো না। পরে যতদিন তিনি হাসপাতালে ছিলেন, ঐ ডাক্তার প্রতিদিন অন্তত একবার তাঁকে দেখতে এসেছে। তিনি ভেবেছিলেন তিনি হয়তো কোনো কারণে স্পেশাল রোগীর মর্যাদা পাচ্ছেন। পরে দেখলেন সে সবার প্রতিই এমন দায়িত্বশীল। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর তিনি যে কতবার ওই যুবককে দাওয়াত করার চেষ্টা করেছেন! সে কেবল বলে, 'আমি তো শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি'!

এই কাহিনি যে সুবাহ কতবার শুনেছে! শুনে শুনে ওর মনে হয়েছে, ডাক্তারদের তো এমনই হওয়া উচিত! শুধু ডাক্তার কেন, প্রত্যেক মানুষেরই তো দায়িত্ব মানুষ হিসেবে অন্যের কথা ভাবা! আবার ভাবে, সবাই যদি এমন হতো তাহলে নিশ্চয় হায়দার চাচার কাছে ব্যাপারটা এমন অস্বাভাবিক কিছু মনে হতো না, এই যুবকের কথা বার বার মনে হতো না, এটাই স্বাভাবিক মনে হতো!

হায়দার চাচা আরও একবার এই গল্প শুরু করলেন। বসে বসে গল্প শুনলে তো আর হবে না! অনার্সের আর মাত্র দুটো পরীক্ষা বাকি। পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। সুবাহ পড়াশোনা করার জন্য নিজের রুমে চলে গেল।

দু' সপ্তাহ পর...

আজ সুবাহদের বাসায় হায়দার চাচাদের দাওয়াত। চাচার সাথে তাঁর এক বন্ধুর পরিবারও আসবে। সুবাহর মন চাচার তিনবছর বয়সী তুলতুলে নাদুসনুদুস পিচ্চিটার সাথে খেলার আনন্দে থই থই করছে। পরীক্ষা শেষ। বহুদিন পর সময় পাওয়া যাবে সামিহার সাথে ইচ্ছামতো দুষ্টুমি করার।

মেহমান এসে গেছে। পুরুষরা ড্রয়িং রুমে বসেছেন। মহিলারা সবাই মা'র বেডরুমে আস্তানা গাড়লেন। হায়দার চাচীর সাথে যে নতুন চাচী এসেছেন,

www.pathagar.com

তিনি মায়ের চেয়ে খানিকটা বয়স্কা। তবে মহিলা বেশ লম্বা-চওড়া, ফর্সা আর দেখলেই বুঝা যায় অল্প বয়সে মাথা খারাপ হবার মতো সুন্দরী ছিলেন। তাঁর বিশ বছর বয়সী মেয়ে মুমতাহিনাও দেখতে ভারী সুন্দর, অনার্স পড়ছে। একপাশে মায়েরা গল্প করছেন, পরিচিত হচ্ছেন। অন্যপাশে ছোট্ট সামিহা আর ওর আট বছর বয়সী সর্দার ভাবাপন্ন ভাই আলতাফকে ঘিরে জমে উঠেছে সুবাহ আর মুমতাহিনার গল্পসল্প।

একটু পর সুবাহ সামিহাকে ওর আম্মুর কাছে দিয়ে মায়ের সাথে রান্নাঘরে গেল। মেহমানদের জন্য খাবার রেডি করতে হবে। নতুন চাচী আর মুমতাহিনাও এলো সঙ্গ দিতে। চাচী সুবাহর সাথে অনেক কথাবার্তা বললেন। মুমতাহিনা ঘরের মানুষের মতো এক একটা তরকারী বাড়া হতেই ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রেখে আসতে লাগল। ওদের সহজ সাবলীল ব্যবহার খুব ভালো লাগল সুবাহর। ওর মাও মনে হয় খুশি হলেন। তরকারী গরম করতে করতে তিনি একটু পর পর মিষ্টি হেসে ওদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। উফ! মায়ের মতো ভুবন ভোলোনো হাসি যেন পৃথিবীতে আর কারো নেই!

প্রথমে মহিলারা বাচ্চাসহ খাবার নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন, গল্পগুজব করতে করতে আয়েশ করে খাবেন বলে। পুরুষরা বসে গেলেন ডাইনিং রুমে। মুমতাহিনা আর সুবাহ গিয়ে বসল ওর রুমে।

খাওয়ার পর্ব শেষ। মুমতাহিনা ড্রয়িং রুমে মিষ্টি দিতে গেল। মা'র বেডরুমে মিষ্টির পাত্র দিয়ে টেবিল চেয়ার ঠিক করে রাখার জন্য সুবাহ ডাইনিং রুমে এল। মুমতাহিনাকে ড্রয়িংরুম থেকে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করতে দেখে সে চেয়ার টেনে বসে পড়ল ওর সাথে গল্প করার জন্য। হঠাৎ দেখল মুমতাহিনার সাথে একজন যুবক প্রবেশ করছে। মুমতাহিনা বলল, 'ভাইয়া বুড়োদের মধ্যে বসে বোর ফিল করছে তাই ওকে নিয়ে এলাম।'

এক নজর তাকিয়ে অস্বস্তি লাগলেও সুবাহ কিছু বলল না, টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর সামনাসামনি দুটো চেয়ার টেনে ভাইয়াকে নিয়ে বসে পড়ল মুমতাহিনা। মুমতাহিনার ভাইয়া আর সুবাহ দুজনই চুপ। কিছুক্ষণ একা একাই বকবক করে, মাকে কিছু বলতে হবে বলে উঠে গেল মুমতাহিনা।

www.pathagar.com

'আপনি?', এতক্ষণ চেপে রাখা উত্তেজনা ছিটকে বেরিয়ে এল সুবাহর মুখ থেকে।

'আপনিই তাহলে সে! যার প্রশংসা আমার বোন থামাতেই পারছে না'!

'আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ হয়নি...'

'কিসের জন্য? সেদিন যদি আমার ছোটবোন মুমতাহিনা বিপদাপন্ন হতো, আমি চাইতাম কেউ যেন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। আমি এর বেশি কিছু করিনি! কিন্তু আপনি যদি আমার ইশারা না বুঝতেন তাহলে আপনার তো সর্বনাশ হতোই, আমিও মারা পড়তাম। আপনি ঐ ভরদুপুরে ওখানে গিয়েছিলেন কেন, বলুন তো'!?

'এক বান্ধবীর বাসা থেকে নোট আনতে গিয়েছিলাম। রিক্সা পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ যখন দেখলাম ছেলেগুলো আমার দিকে এগিয়ে আসছে, ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আমি কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না... আপনি যদি ঐ মুহূর্তে এসে না পড়তেন, কি হতো আমি ভাবতেও পারি না', শিউরে উঠে কয়েকবার সারা শরীর কেঁপে ওঠে সুবাহর, 'কিন্তু আপনি কোথা থেকে এলেন সেদিন আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।'

'আমি শর্টকাট নেয়ার জন্য ওদিকে রিক্সা ঘুরিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে যাচ্ছিলাম। দূর থেকে ছেলেগুলোকে দেখে ভালো মনে হয়নি। তার ওপর আপনার চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম খুব খারাপ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কী করব কিছু চিন্তা না করেই রিক্সা ছেড়ে দিলাম। নেমেই বুঝতে পারলাম এতগুলো ছেলের সাথে আমি একা কিছুই করতে পারব না। তাই অভিনয় করলাম। ভাগ্য ভালো, আপনি সাড়া দিলেন...'

'ঐ আন্টি আমাকে শুধু বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে যাননি; বরং ঘরে এসে মা'র হাতে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। উনি খুব আফসোস করেছিলেন যে আপনার নাম জানা হয়নি।'

'আসাদ, আমার নাম আসাদ। খালাম্মা ভীষণ ভালো মানুষ ছিলেন...'

www.pathagar.com

'আচ্ছা, ঐদিনের কথা তো বুঝলাম। আজ আপনি আমাদের বাসায় এলেন কিভাবে?'

'আর বলবেন না। হায়দার খালুকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি প্রথমে জেদ ধরলেন বাসায় দাওয়াত করে খাওয়াবেন। ওটা যখন এড়িয়ে গেলাম, তখন খালুর মাথায় জেদ চেপে গেল আমার উপকার করবেনই করবেন...'

হেসে ফেলল সুবাহ, হায়দার চাচার স্বভাব এমনই বটে!

তারপর কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সেদিনের জন্য আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না...'

আসাদ একটু ইতস্ততবোধ করল। একবার শার্টের হাতার দিকে তাকাল, একবার টেবিলের দিকে, গলা খাঁকারি দিয়ে চারপাশে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'একটা উপায় আছে...'

সুবাহ ওর অদ্ভুত আচরণে খুব অবাক হলো, প্রশ্নবোধক দৃষ্টি বলে দিল ওর ঔৎসুক্যের কথা।

'আমার মা-বাবা, বোন সবার আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে। ওদের ধারণা হায়দার খালু আপনাদের ব্যাপারে কমই বলেছিলেন... সুতরাং আপনার যদি আমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি বিয়ের ব্যাপারে হ্যাঁ বলতে পারেন।'

আসাদের ফর্সা চেহারাটা এখন রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে। সুবাহকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়ে সে বারান্দায় পালিয়ে গিয়ে বাঁচল!

www.pathagar.com

অনন্ত পথের সাথি

'আসসালামু আলাইকুম, আমার মা-বাবা কি তোমাদের বাসায়?'

হামাদ কোনো জবাব দিলো না, চেহারায় দ্বিধা। সে দরজাটা পুরোপুরি খুলছে না, ফলে মুমতাহিনা পাশ কাটিয়ে যে ঘরে ঢুকবে সে উপায় নেই।

মুমতাহিনা আবার জিজ্ঞেস করল, 'ভাইয়া, ভাবী সম্ভবত বাইরে গেছেন। আমার কাছে বাসার চাবি নেই। মা-বাবা কি এখানে?'

'কে এলো, হামাদ?' ভেতর থেকে চাচীর গলা শোনা গেল।

এবার হামাদ ওকে দরজা খুলে দিলো। মুমতাহিনা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হামাদ পাশ থেকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আর যাই কর মুনা, প্লিজ না বলবে না।'

'মানে?' মুমতাহিনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল হামাদের দিকে, কিন্তু সে চোখ ফিরিয়ে নিল। হামাদ সেই তিন বছর বয়স থেকেই ওকে মুনা ডাকে। বড় হয়েও সে সিদ্ধান্ত নিল এত্তবড় নাম সে কিছুতেই ডাকতে পারবে না। তাই পৃথিবীতে এই একজনই ওকে মুনা ডাকে। হামাদের সাথে ওর একটা সহজ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ছোটবেলা থেকে। কিন্তু আজ সে ওর হাবভাব কিছুই বুঝতে পারছে না।

www.pathagar.com

দরজা পেরোতেই চোখে পড়ল মা-বাবা ড্রয়িং রুমের বারান্দায় বসে চাচা চাচীর সাথে গল্প করছেন। ভাইয়া ভাবী ডাইনিং রুমে হামাদের বড়বোন হুসনা আর ওর দুলাভাইয়ের সাথে গল্পে মশগুল। মুনার বাবা আর মারুফ চাচা ছোটবেলার বন্ধু। সারাজীবন দুজন দুজায়গায় কাজ করেছেন, কিন্তু যোগাযোগ ছিল অক্ষুণ্ন। রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এলে দুজনে সিদ্ধান্ত নেন কাছাকাছি বাড়ি করে থাকবেন। বছর তিনেক হলো উনারা পাশাপাশি বাড়িতে থাকেন। দিনে অথবা রাতে, হয় মা-বাবা মারুফ চাচাদের বাসায়, নয়তো চাচা-চাচী ওদের বাসায়। তাই অনার্সের শেষ পরীক্ষাটা দিয়ে এসে যখন মুমতাহিনা বাসায় কাউকে পেলো না। তখন স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করল মা-বাবা এ বাসায় আছেন।

মুমতাহিনা ঘরে প্রবেশ করতেই ভাবী আর চাচী দুজনে এগিয়ে এসে ওকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসাল। সবাই এসে ওর চারপাশে ঘিরে বসল। একেকজন জিজ্ঞেস করছে পরীক্ষা কেমন হলো, প্র্যাক্টিক্যাল কবে, ভাইভা কবে- মনে হচ্ছে যেন অনার্স না, পিএইচডি শেষ করে এলো। হামাদ দরজার কাছে একটা পিলারে হেলান দিয়ে ওদের পাগলামি পর্যবেক্ষণ করছে। কিন্তু এমন কিম্ভূত দৃশ্যেও ওকে হাসতে দেখা যাচ্ছে না, যদিও সে অল্পেই হাসিতে ফেটে পড়ে। কেমন যেন একটা চিন্তিত চিন্তিত মূর্তিসাদৃশ ভাব।

সবাইকে থামিয়ে দিয়ে চাচী বললেন, 'মেয়েটা সকালবেলা পরীক্ষা দিতে গেছে, আগে ওকে কিছু খেতে দাও, তারপর সবাই কথা বলো।'

চাচী হরেক রকম নাস্তা-পানি, শরবত নিয়ে এলেন, খিদেও পেয়েছে বটে। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখে সবাই ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। হচ্ছেটা কী এইসব? এভাবে কি খাওয়া যায়? কোনোমতে পেটটা ঠাণ্ডা করেই সে খাওয়ায় ক্ষান্ত দিল। এরা সব চলে গেলে হাপুস-হুপুস করে খেতে হবে। পানি খেয়ে চোখ তুলতেই হামাদের বোন হুসনা আপু বলল, 'মুমতাহিনা, তোমার কি কোথাও পছন্দ আছে?'

মুমতাহিনা থতমত খেয়ে বলল, 'মানে?'

www.pathagar.com

দুলাভাই স্ত্রীর সহায়তায় এগিয়ে এলেন, 'মানে আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো প্রায়ই অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার থাকে। তোমার কি তেমন কাউকে পছন্দ আছে?'

চেহারাটা লাল হয়ে গেল ওর। মনে মনে বলল, 'থাকলেও কি আমি তোমাদের বলব?'

কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে না-বোধক উত্তর দিল মুমতাহিনা। অস্বস্তি লাগছে ওর, ওরা কি এমন কিছু শুনেছে যাতে তাদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে? সেজন্যই কি এই আদালতের আয়োজন?

ওর চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে চাচী বললেন, 'তোমাদের যা কথার ছিরি, মনে হচ্ছে বেচারিকে কাঠগড়ার আসামির মতো ইন্টারোগেশন করা হচ্ছে! ভাই, আপনি একটু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলুন প্লিজ! এরা বেচারিকে টেনশনে মেরেই ফেলবে।'

বাবা ফ্লোর পেয়ে তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে লেকচার শুরু করলেন, 'মা, মেয়ে বড় হলে বাবা-মা'র চিন্তা বাড়তে থাকে...'

মানে সে এখন আরও কনফিউজড হয়ে যাবে। কারণ বাবা বিরাট এক ভূমিকা দেবেন যার সাথে উপসংহারের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। মা, ভাইয়া, ভাবী সব মুখ টিপে হাসতে থাকবে। মারুফ চাচা-চাচী এমনভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, যেন এগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কথা। হুসনা আপু আর দুলাভাইও মুখ নিচু করে সব কথা গিলবে যেন এই অমিয় বাণী কেবল তাদের জন্যই উৎসর্গিত। হামাদ অবশ্য হো হো করে হেসে ফেলতে পারে। আর এতকিছুর মধ্যে ওকে সুবোধ হয়ে বসে থাকতে হবে, এই কাজটা যেন কমেডি দেখেও বাধ্যতামূলকভাবে চেহারা সোজা রাখার মতো কষ্টকর।

মাঝপথে ভাইয়া উদ্ধার করল ওকে, 'মুমি, শোন্! বাবা যেটা বলতে চাইছেন সেটা হলো, আমরা হামাদের সাথে তোর বিয়ের চিন্তা করছি। তুই কি বলিস?'

www.pathagar.com

মুমতাহিনা সত্যিকার অর্থেই আকাশ থেকে পড়ল, পড়ে সম্ভবত হাড়গোরও ভেঙ্গে গেল। গত একবছর যাবত দুই পরিবার মিলে হামাদের জন্য মেয়ে দেখছে। মুমতাহিনা নিজেও অন্তত তিনটা মেয়ে দেখে দিয়েছে। হামাদের কোনো মেয়েই পছন্দ হয় না। এখন কি নিরুপায় হয়ে ওকে ...?

হামাদের দিকে তাকায় সে। নাহ, সে কিছু বলছে না। কিন্তু ওর চোখে এক করুণ আকুতি, 'আর যাই কর মুনা, প্লিজ না বলবে না।' কিন্তু এ কী করে হয়? ওরা ছোটবেলা থেকে পরস্পরের বন্ধু, এতদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে পরস্পরের পাশাপাশি, কোনোদিন কোনো আকর্ষণ বোধ হয়নি। বিয়ে মানে বন্ধুত্ব, কিন্তু বিয়ে মানে ভালোবাসাও তো বটে! বন্ধুত্ব আছে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন সহজ সম্পর্কের মাঝে কি ভালোবাসার উদ্ভব হতে পারে? যদি আদৌ তা সম্ভব হয়, তাহলে এতদিন ঘটেনি কেন? তার মানে নিশ্চয় ওদের মাঝে ভালোবাসা সম্ভব নয়। মুমতাহিনা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, এটা একটা উদ্ভট প্রস্তাব! এটা হতেই পারে না।

কথাটা বলার জন্য মুখ খোলে মুমতাহিনা, আবার ওর কানে বাজে, 'আর যাই কর মুনা, প্লিজ না বলবে না।' সবার সামনে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু বুঝতে পেরেও আবার হামাদের দিকে তাকায় মুমতাহিনা। সে কিছু বলে না, কিন্তু ওর চোখ বলে, 'ট্রাস্ট মি, ট্রাস্ট মি, ট্রাস্ট মি।'

হামাদ মুখে না বললেও মুনা ওর সব কথা বুঝতে পারে। সে হামাদকে বিশ্বাস করে। পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু তা তো শুধুমাত্র বন্ধু হিসেবে! তাই বলে বিয়ে! সারাজীবনের জন্য এক ভালোবাসাহীন বন্ধন আবার ওর মনে অনুরণিত হয়, 'ট্রাস্ট মি, ট্রাস্ট মি, ট্রাস্ট মি।'

মুমতাহিনা নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না যখন নিজের গলা শুনতে পায়, 'তোমরা যা ভালো মনে কর ...'

প্রথমে সবাই চুপ। তারপর সম্মিলিত এক দীর্ঘশ্বাস। তারপর হুসনা আপু ওর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আনন্দে চিৎকার! বেচারি মানুষটা

www.pathagar.com

খারাপ নয়, কিন্তু গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। দুলাভাইটা বউকে সাহায্য করতে গিয়ে আরও তালগোল পাকিয়ে ফেলে, এক্কেবারে 'মেড ফর ইচ আদার।' ঘরের ভেতর তখন একটা শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। হামাদকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

প্রথমে হুসনা আপু আর দুলাভাই বিরাট প্ল্যান ফেঁদে বসলেন– এঙ্গেজমেন্ট, তারপর আকদ, হলুদ, বিয়ে, বউভাত ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাইয়া ভাবী বলল, 'এঙ্গেজমেন্টের কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই, হলুদেরও তাই। আকদ হতে পারে, আর বিয়ের একটা অনুষ্ঠানই যথেষ্ট।'

বাবা-মা বললেন, 'যেহেতু ছেলেমেয়ে এত কাছাকাছি থাকে, আকদ আজই হলে ভালো হয়।'

মারুফ চাচা আর চাচী বললেন, 'আজই ছোটখাটো করে বিয়ে হয়ে যাক।'

মুমতাহিনা মনে মনে ভাবছে, 'আমাদের দুই পরিবারই পাগল'! এই পাগলামির ভিড়ে ওর টেনশন কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

উভয় পরিবারের পাগলামির মধ্যে কিভাবে যেন অসাধ্য সাধন হয়ে গেল। ওদের সবচেয়ে কাছাকাছি একশ আত্মীয় সহকারে সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে গেল! মুমতাহিনার সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা যেন একশ বছরের সমান লম্বা।

রাত দুটোর সময় সে চাচীকে বলল, 'চাচী, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি বাসায় গেলাম।'

মা ছিলেন পাশে, তিনি জিভ কেটে বললেন, 'বলে কি মেয়ে! এটাই তো এখন তোর বাসা, মুমি'!

ব্যাপারটা এতক্ষণ ওর মাথায় ঢোকেনি। সারা বিকাল সবাই মিলে রান্নাবান্না, সন্ধ্যা থেকে মেহমানদারী, রাতে সবাই খেয়েদেয়ে বসে গল্পগুজব করছে। হুজুরকে নিয়ে একটা পর্ব ছিল বটে, কিন্তু আর দশটা দাওয়াত থেকে এটা যে আলাদা বুঝার সুযোগই হয়নি মুমতাহিনার।

www.pathagar.com

হুসনা আপু বললেন, 'মা, মেয়েটা সকালে পরীক্ষা দিতে গেল, তারপর থেকে বেচারির বিশ্রামের কোনো সুযোগ হয়নি। হামাদ তো মেহমান যাওয়া পর্যন্ত ব্যস্ত থাকবে, ও গিয়ে ঘুমাক না।'

চাচীও বললেন, 'ঠিক। চল, ওকে ওপরে দিয়ে আসি।'

মারুফ চাচার বাসায় শোবার আর পড়ার ঘর উপর তলায়, ড্রয়িং, ডাইনিং, রান্নাঘর নিচে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিচে মেহমান পরিবেষ্টিত হামাদের সাথে একবার চোখাচোখি হলো মুমতাহিনার, কিন্তু তেমন বিশেষ কিছু মনে হলো না।

ধাক্কাটা খেল হামাদের রুমে ঢুকতে গিয়ে। এত বছরের বন্ধুত্বেও মুমতাহিনা কোনোদিন হামাদের রুমে প্রবেশ করেনি। হামাদও কোনোদিন ওর রুমের ধারেকাছে আসেনি। কথাবার্তা হতো নিচতলায় বা বাগানে, সর্বসমক্ষে। জীবনে প্রথম ওর রুমে ঢুকতে গিয়ে কেমন যেন দ্বিধাবোধ হয় মুমতাহিনার। পা আটকে আসে, হুসনা আপু আর চাচী মিলে কাঁধে হাত দিয়ে উৎসাহ দেয় ওকে। ভেতরে গিয়ে দেখে কোনো এক ফাঁকে ভাবী আর হুসনা আপু মিলে পুরো ঘরটা ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। পরিমাণে খুব বেশি না হলেও, জায়গায় জায়গায় গুচ্ছ আকারে সাজানোয় পুরো ঘরটা সুবাসে মৌ মৌ করছে।

হুসনা বলল, 'মুমি, কষ্ট হলেও এখন জামাকাপড়, গহনা খুলে ফেলো না। আর অল্প কিছুক্ষণ পরে থাকো। আমার ভাইটা তোমাকে এখনও বধূবেশে দেখেনি, মেহমানদারী করতে করতে বেচারার জান শেষ। একটু কষ্ট করে এভাবেই ঘুমাও।'

কী ঘুমাবে মুমতাহিনা, ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে এলেও বিছানার কাছে যেতে অস্বস্তি বোধ হয় ওর। ওটা তো ওর বিছানা নয়! রুমের একপাশে জানালার সামনে একটা প্রশস্ত সোফা, একজন বসার মতো। ওখানেই পা তুলে আধশোয়া হয়ে বসে পড়ে সে। হুসনা আপা আর চাচী আঁতকে ওঠে, 'এভাবে কি ঘুম আসবে নাকি? তুমি বিছানায় আরাম করে শোও, জামাকাপড় ভাঁজ ভেঙ্গে গেলেও কিছু হবে না।'

মুমতাহিনা বলে, 'আমি ঠিক আছি।'

www.pathagar.com

চাচী হুসনাকে বকা দেন, 'দিলি তো মেয়েটার আরাম শেষ করে? মা, তুমি নাহয় জামাকাপড় বদলে শোও।'

মুমতাহিনা কিছু বলে না, কেবল গ্যাঁট হয়ে সোফায় বসে থাকে। ওরা কিছুক্ষণ বলে-কয়ে ওকে নাড়াতে না পেরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়।

মুমতাহিনার মনে হয় যেন আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, ওর বাসার পেছনে বাগানটা আসলে একটা সবুজ বনভূমি, যেখানে আছে হরেক রকম ফুল পাখিদের মেলা। সে বাগানের প্রতিটা ফুল চিনত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে বনভূমিতে প্রবেশের পথটুকুও চেনে না। যে হামাদকে ওর কাঁচের মতো স্বচ্ছ মনে হতো, সে যেন কাঁচের ওপাশে এক অনাবিষ্কৃত পৃথিবী! এক অজানা শিহরণ দোলা দিয়ে যায় মনে। ক্লান্ত চোখ দুটো জানালা দিয়ে বিশাল পূর্ণিমার চাঁদটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখ বুজে আসে নিজেই টের পায় না মুমতাহিনা।

হাল্কা একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। হঠাৎ স্থান কাল বুঝে উঠতে পারে না মুমতাহিনা। আবছা আলোয় হামাদকে দেখে সব মনে পড়ে ওর। নিমেষে এক রাশ লজ্জা ওকে গ্রাস করে, অথচ হামাদকে কিসের লজ্জা সেটাই সে বুঝতে পারে না। ওর দিকে চোখ পড়তেই হামাদ বলে, 'সরি, আমি তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে চাইনি। টেবিল ল্যাম্পটা নিভাতে গিয়ে টেবিলে পা লেগে শব্দ হলো।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুমতাহিনা। চাঁদের আলোয় বধূর সাজে ওকে অপরূপ লাগে, হামাদ চোখ ফেরাতে পারে না। মুমতাহিনা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। হামাদ অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'একটু পর ফজরের আযান হবে। চল, আমরা জামাকাপড় বদলে প্রস্তুতি নেই।'

হামাদ আলো জ্বালিয়ে দেয়। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এক এক করে গহনা খুলতে শুরু করে মুমতাহিনা। মুমতাহিনার গহনার শখ নেই, অনভ্যস্ত হাতে কিছু গহনা খুলতে সক্ষম হলেও কানের দুলের পদ্ধতিটাই বুঝে আসে না ওর। ওর চেহারা দেখে হামাদ এগিয়ে আসে, 'সাহায্য লাগবে?'

'কানের দুলটা খুলতে পারছি না।'

'মাথার ওড়নাটা সরাও, আমি চেষ্টা করে দেখি।'

www.pathagar.com

বুকের ভেতর ধক করে ওঠে মুমতাহিনার। সাত বছর বয়সের পর হামাদ ওকে অনাবৃত মস্তকে দেখেনি, ওর সামনে মাথার ওড়না সরাবে ভাবতেই পারে না সে। হামাদ মুনার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলে, 'মুনা, এখন আর আমাদের পরস্পরের সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই।'

ভারী কানের দুলগুলো খুলে কী যে আরাম লাগে মুমতাহিনার! কিন্তু দুটো আংটি আর দুটো চুড়ি কিছুতেই খুলতে পারছে না সে। হামাদ ওকে বেসিনের সামনে নিয়ে বেশি করে সাবান মাখিয়ে জিনিসগুলো আলতোভাবে খুলে দেয়, ব্যথা পায় না মুমতাহিনা। কিন্তু ওর হাতের স্পর্শে যেন ইলেকট্রিক শক খায় সে, হৃৎকম্প বেড়ে যায়। পেটের ভেতর যেন প্রজাপতি ওড়ে মুমতাহিনার। আসলেই তো, বড় হবার পর থেকে ওরা কখনো পাশাপাশি বসেনি, স্পর্শ করা তো অনেক দূরের কথা। অথচ ও ভেবে নিয়েছিল এত বছর বন্ধুত্বের পর ওদের আর পরস্পরের সম্পর্কে জানার কিছু বাকি নেই!

ওর মনের ভাব বুঝতে পারে না হামাদ। আন্দাজ করে বলে, 'তুমি কি ভাবছ আমি কি করে মেয়েদের গহনা খোলায় এক্সপার্ট হয়েছি? আমার মা আর বোনের মতো নার্ভাস লোকজন বাসায় থাকলে বাড়ির পুরুষদের গহনা খুলতে না শিখে উপায় নেই, বুঝলে?'

হেসে ফেলে মুমতাহিনা। সত্যটা বুঝতে পারার চেয়ে এই ধারণা ওর জন্য কম লজ্জাজনক।

দুজনে তাহাজ্জুদ পড়ে ফজরের জন্য অপেক্ষা করছে। হামাদের তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ মুমতাহিনা। নামাযের পর ওর পড়া শুনতে চায় হামাদ। মুমতাহিনাও ভালো পড়ে। একটু পর মুমতাহিনা বলে, 'আমার মাথা এখনও ক্লিয়ার হয়নি, সবকিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে আমার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি একটু বলবে আমাকে?'

হামাদ দেয়ালে হেলান দিয়ে জায়নামাযে পা ছড়িয়ে বসে, 'গত এক বছর যাবত তোমরা সবাই আমার জন্য মেয়ে দেখছ। কার ব্যাপারে আমার কি ধারণা তুমি সবচেয়ে ভালো জানো, যেহেতু আমাদের চিন্তার ধরনটা একই। আমি কিছু একটা খুঁজছিলাম যেটা ওদের কারো মাঝে ছিল না। আজ সকালে

www.pathagar.com

আবার আমার বিয়ে নিয়ে মিটিং হচ্ছিল। সবাই জানতে চায় আমি আসলে কী চাই। আমি বললাম, আমি চাই এমন একজন সাথি যে আমার মতো করেই ভাবে, আমার মনের কথা আমার মতো করেই বুঝতে পারে।'

ভাবী বললেন, 'মনে হচ্ছে যেন তুমি মুমির কথা বলছ'!

'আমি নিজেও ধাক্কা খাই। তাই তো! চোখের সামনে থেকেও আমার কখনো তোমার কথা মনে হয়নি। আমাদের বন্ধুত্ব তেমনই যেখানে কথা না বলেও আমরা পরস্পরের সব কথা বুঝতে পারি। কিন্তু এটা কি বিয়ের জন্য যথেষ্ট? আমরা এত বছরে কখনো পরস্পরের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করিনি। তাহলে এটা কেমন বিয়ে হবে? কিন্তু ভাবতে ভাবতে এক সময় বুঝতে পারলাম আমরা অন্য কোনো প্রকার চিন্তা করিনি। কারণ আমরা উভয়েই কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলেছি, শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবে। কিন্তু যদি আমরা তেমনটা না করতাম তাহলে আমাদের বিয়ের চিন্তা এতটা অস্বাভাবিক মনে হতো না।

'ওদিকে আমাদের উভয় পরিবার ততোক্ষণে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এমন সময় তুমি দরজায় বেল দিলে। আমি জানতাম ওরা তোমাকে ছেঁকে ধরবে, তুমিও আমার মতো অথৈ সাগরে পড়বে। আমি তোমার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চাচ্ছিলাম না। ...না, সেটা বললে মিথ্যা বলা হবে! কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম তোমাকে সম্ভাবনার দিকটা দেখাতে। সময় ছিল না, তাই তোমাকে শুধু একটা ইশারা দিলাম যেন তুমি আমার মতো ভুল করে না ভাবো, যে আমাদের বিয়ে হলে সেটা হবে প্রেম ভালোবাসাবিহীন। তুমি যখন বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলে, বিশ্বাস কর, আমার হৃৎপিণ্ডটা বুক চিরে তোমার কাছে চলে যেতে চাইছিল। মুরুব্বীদের সামনে আমি কী করে তোমাকে এত কথা বলি? আমি জানতাম আমার কথাটা তোমার মনের ভেতর ঢেউ তুলছে। তাই আমার হৃদয় শুধু বলছিল, 'ট্রাস্ট মি, ট্রাস্ট মি, ট্রাস্ট মি।' কিন্তু তুমি হ্যাঁ বললে কি ভেবে আমার জানা হয়নি।'

স্মিত হেঁসে মুনা বলল, 'বিকজ আই ট্রাস্টেড ইউ'!

ফজরের আযান শোনা যায়, অনন্তকালের দুই বন্ধু একত্রে পথ চলার সংকল্পে উঠে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সের প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রম	বই ও লেখকের নাম	মূল্য
১.	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ- আরিফ আজাদ	৩০০/-
২.	কয়েকটি গল্প অতঃপর- নাসরিন সুলতানা সিমা	১৩০/-
৩.	হালাল বিনোদন- ইসমাঈল কামদার; মাসুদ শরীফ (অনুবাদক)	১৫০/-
৪.	৫০০০ প্রশ্নোত্তরে সীরাতুন্নবী (সা)- ড. মোঃ আবদুল মান্নান	৪৯০/-
৫.	নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া- ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)	২০০/-
৬.	মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম- পিনাকী ভট্টাচার্য	২৫০/-
৭.	বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ (সা)- ড. হিশাম আল আওয়াদি, মাসুদ শরীফ (অনুবাদক)	২৫০/-
৮.	বিয়ে- রেহনুমা বিনত আনিস	২৫০/-

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১. প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাঈল- মোঃ আছাদ পারভেজ
২. আমরা বাংলাদেশি বাঙালি- মোঃ আছাদ পারভেজ
৩. মানবাধিকার ও ইসলাম- প্রফেসর ড. মোঃ নুরুল ইসলাম
৪. জ্বলে উঠো সাহসের মন্ত্রে- আ জ ম ওবায়দুল্লাহ
৫. মহানায়ক এরদোগান এবং নতুন তুরস্ক- হাফিজুর রহমান
৬. আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা- ডা. আবদুল মোমিন
৭. রোহিঙ্গা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ- মোঃ আছাদ পারভেজ
৮. ডেসটিনি ডিসরাপ্টেড- তামিম আনসারি (অনুবাদ গ্রন্থ)
৯. বন্ধন- উস্তাদ নোমান আলী খান
১০. বেবি'জ ডায়েরি- (শিশুদের জন্মদিনের ডায়েরি)

www.pathagar.com

www.pathagar.com



বিয়ে একটি ধর্মীয় চুক্তি, একটি সামাজিক সম্পর্ক। একে ঘিরে দু'জন মানুষ, দু'টি পরিবারের কত আকাঙ্খা, কত স্বপ্ন! সম্পর্কটিকে সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন এদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই এই বইটি কেবল বিবাহেচ্ছু, নববিবাহিত বা বিবাহিতাদের জন্য নয় বরং তাদের বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়স্বজনদের জন্যও। এখানে বিয়ের স্বরূপ, দায়িত্বসমূহ, করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়াদি নিয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে যা হয়ত চিন্তার দিগন্তে নতুনত্ব আনতে পারে। রয়েছে কিছু গল্প যা জীবনের বাস্তবতার প্রতিফলন।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০।
www.facebook.com/guardianpubs
ISBN-978-984-92959-6-9

www.pathagar.com